NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী

দু'বার সচিনকে টপকালেন কোহলি ৮

কলকাতা ১৩ অক্টোবর ২০২৩ ২৪ আশ্বিন ১৪৩০ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ১২৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 13.10.2023, Vol.17, Issue No. 124, 8 Pages, Price 3.00

দুর্যোগের আশঙ্কা নেই পুজোয়, বঙ্গ থেকে বিদায় নিচ্ছে বর্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্যোগের কোনও আশঙ্কা নেই পুজোয়, এমনই সুখবর শোনাল হাওয়া অফিস। এক সপ্তাহও বাকি নেই বাঙালির শ্রেষ্ঠোৎসবের। এদিন থেকেই পুজোর উদ্বোধন শুরু হয়ে গিয়েছে বাংলায়। তবে গত কয়েকদিনের খামখেয়ালি আবহাওয়ায় চিন্তা বেড়েছিল বঙ্গবাসীর। আপাতত মৌসম ভবন যে রিপোর্ট দিচ্ছে, তাতে এ আশঙ্কা একেবারেই নেই।পুজোর মধ্যে আবহাওয়া কেমন থাকবে তা নিয়ে জল্পনা ছিলই। এদিকে বৃহস্পতিবার আলিপুর

আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়, রাজ্যের বেশ কয়েকটি অংশ থেকে হাতে গোনা কয়েকদিনের মধ্যেই বিদায় নিতে শুরু করবে বর্ষা। কারণ, রাজ্যে বর্ষা বিদায়ের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যে কোনও মুহূর্তেই বর্ষা বিদায় নিতে পারে। আগে পশ্চিমের জেলাগুলি থেকে বর্ষা বিদায় পর্ব শুরু হবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আপাতত বৃষ্টি সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে। ধীরে ধীরে দক্ষিণবঙ্গে কমবে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায়। তবে তাও ধীরে ধীরে কমে যাবে। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, শনিবার উত্তর-পশ্চিম ভারতের পার্বত্য এলাকায় প্রবেশ করবে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। একই সঙ্গে বর্ষা বিদায় নেবে আগামী ২৪ ঘণ্টায়। দু'দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও ওডিশা থেকেও বিদায় পর্ব শুরু হবে। সব মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গে মহালয়ার দিন মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ থাকবে। উইকেন্ডে বজায় থাকবে শুকনো আবহাওয়া। দু'এক জায়গায় আংশিক মেঘলা আকাশ থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার থেকে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কমতে থাকবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। কলকাতায় আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ক্রমশ কমবে।

সংক্রমণ রয়েছে পায়ে, ভার্চুয়ালি পুজো উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের তরফে চেষ্টা করা হয়েছিল, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাতে মহালয়ার দিন দলের মুখপত্রের উৎসব সংখ্যা প্রকাশের অনুষ্ঠানে সশরীরে হাজির থাকেন। দিদিরও ইচ্ছে ছিল ওই দিন নজরুল মঞ্চে যাওয়ার। কিন্তু চিকিৎসকদের নিষেধাজ্ঞার কারণে আপাতত গৃহবন্দি দশা কাটছে না মুখ্যমন্ত্রীর। বরং তা আরও বাড়ছে।

বৃহস্পতিবার কালীঘাটের বাড়ি থেকে ভার্চুয়াল পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানালেন, তাঁর বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে অন্তত ২৭ অক্টোবর। ওই দিন রেড রোডে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে পুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে সশরীরে থাকবেন বলেই জানিয়েছেন মমতা।

বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ভার্চুয়াল মাধ্যমে কলকাতা ও জেলার কয়েকশো পুজোর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি বলেন, 'এমনি আমি ঠিক আছি। পায়ে ইনফেকশন (সংক্রমণ) রয়েছে। আইভি ইঞ্জেকশন নিচ্ছি। ভাল করে হাঁটতে পারছি না। চিকিৎসকেরা বলেছেন, আরও কিছু দিন হাঁটাচলা না করতে।' তখনই স্পষ্ট হয়ে যায়, শনিবার মহালয়ার দিন মুখ্যমন্ত্রী দলীয় মুখপত্রের উৎসব সংখ্যার উদ্বোধনে যেতে পারছেন না। তাঁর ইচ্ছা থাকলেও চিকিৎসকেরা তাঁকে সেই অনুমতি দেননি। একইসঙ্গে এ-ও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ বার কোনও পুজোই মুখ্যমন্ত্রী সশরীরে গিয়ে উদ্বোধন করতে পারবেন না। বস্তুত, পুজো উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীও বলেন, 'এ বার তো পুজো উদ্বোধনে যেতে পারলাম না। ২৭ তারিখ কার্নিভালে দেখা হবে। আপনারা সবাই আসবেন। ওই দিন আমি বেরোব।' এক মাসের বেশি হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা নবান্নে যাননি। তিনি চেয়েছিলেন, পুজোর আগে একদিন বা দু'দিন হলেও নবান্নে যাবেন। কিন্তু চিকিৎসকেরা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নন। ফলে তা সম্ভব হচ্ছে না।

গত ১২ সেপ্টেম্বর স্পেন ও দুবাই সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফিরেছিলেন ২৩ সেপ্টেম্বর। মাঝে স্পেনে তাঁর পুরনো চোটের জায়গায় নতুন করে আঘাত লাগে। কলকাতায় ফেরার পরের দিন অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর এসএসকেএম হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের চিকিৎসা হয়। তার পর থেকে তিনি বাড়িতেই রয়েছেন। মমতা জানিয়েছেন, স্পেনে আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও তিনি সেখানে চিকিৎসকদের দেখাননি। কারণ, তাতে আন্তর্জাতিক কর্মসূচি ব্যাহত হতে পারত। তাই কলকাতায় ফিরে চিকিৎসকদের দেখান। তাঁর একটি অস্ত্রোপচারও (প্রসিডিয়োর) হয়েছে বলে জানান মমতা। মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেরও বিভিন্ন জেলার পুজো উদ্বোধন করেন।

'ইউনেস্কো' বাংলার দুর্গাপুজোকে আবহমান ঐতিহ্যের তকমা দেওয়ার পর এ বারই প্রথম পুজো। পুজো উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এ বার অনেক বিদেশি অতিথি আসবেন। তাঁরা কোথায়, কখন যাবেন আমরা জানি না। তবে আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। তাঁরা গেলেই শঙ্খ বাজিয়ে, উলুধ্বনিতে তাঁদের বরণ করে নেবেন।' পাশাপাশিই মমতার পরামর্শ, 'মেয়েদের বলবেন শিশিতে গুড়ের নাড়ু বানিয়ে রাখতে। সেগুলি অতিথিদের হাতে তুলে দেবেন। ওটা আমাদের ট্র্যাডিশন।' প্রথম পর্বের উদ্বোধনের পর খানিকক্ষণের বিরতি নেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পর ফের ভার্চুয়াল উদ্বোধন শুরু করেন।

উত্তরবঙ্গে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিকিমে মেঘ ভাঙা বৃষ্টির জেরে বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের কালিম্পং জেলায় যারা মারা গিয়েছেন রাজ্য সরকার তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার কালীঘাটে তার বাসভবন থেকে এই জেলার তিনটি শারদীয়া পুজোর উদ্বোধন করে বলেন, এই বিপর্যয় রংপোর কাছে রাজ্যের যে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে তাদের নিকট আত্মীয়দের তিন লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেই বসেছিল মন্ত্রিসভার বৈঠক। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কালিম্পংয়ে যাচ্ছেন রাজ্যের চার মন্ত্রী। টানা তিনদিন ধরে তাঁরা কালিম্পংয়ে ক্যাম্প করে এলাকার ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখবেন। দলে রয়েছেন শ্রীকান্ত মাহাতো, গোলাম রব্বানী, সাবিনা ইয়াসমিন এবং সত্যজিৎ বর্মন। ১৭ অক্টোবর তাঁরা কালিম্পংয়ের উদ্দেশে রওনা দেবেন। সেখানে টানা তিন দিন ক্যাম্প করে থেকে বিধ্বস্ত এলাকার ক্ষয়ক্ষতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন। বৈঠক শেষে একথা জানান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। মন্ত্রী বলেন, সিকিমের ভয়াবহ বন্যার ফলে কালিম্পংয়ের বিস্তৃর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এদিনের বৈঠকে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কালিম্পংকে পুনরাবস্থায় ফেরাতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, 'কালিম্পংয়ের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। বিধ্বস্ত এলাকার পরিকাঠামো দ্রুত মেরামতের ওপরে নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই চার মন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশেষ দল গঠন করে এলাকায় পাঠানো হচ্ছে।'

ছাত্রদের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত

ধর্নায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-সহ বহু অধ্যাপকরা

অধ্যাপকদের গালাগালি কাম্য নয়: ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: এতদিন ছাত্ররা ধর্নায় বসতেন। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বার ধর্নায় বসেছেন স্বয়ং উপাচার্য। ছাত্রদের বিরুদ্ধে তাঁর সেই ধর্নাস্থলে পৌঁছে দেখা গেল শান বাঁধানো মেঝের উপর চাদর পেতে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছেন তিনি। তবে ওই ভাবেই প্রশাসনিক সই সাবুদের কাজও চালাচ্ছেন তিনি। মাস দুয়েকও হয়নি যাদবপুরের অন্তর্বর্তী উপাচার্যের দায়িত্ব নিয়েছেন বুদ্ধদেব সাউ। ছাত্রদের স্বার্থও দেখবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। ছাত্রদের বিরুদ্ধে হঠাৎ ধর্নায় বসলেন কেন? প্রশ্ন শুনে উপাচার্য বলেছেন, 'চেয়ারে বসে যে সম্মান পাওয়ার, তা পাচ্ছিলাম না। তাই ধর্নায় বসেছি।'

গত অগস্ট মাস থেকে একের পর এক সমস্যা চলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা, তার নেপথ্যে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের গাফিলতি, ইউজিসির চোখরাঙানি, উপাচার্য নিয়োগ বিতর্ক, পুলিশ-তদন্ত-ছাত্র বিক্ষোভ সব মিলিয়ে গত দু'মাস ধরে ঘটনাবহুল যাদবপুর চত্বর। এর মধ্যেই যাদবপুরে নতুন দায়িত্ব নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব জানিয়েছিলেন, তিনি যাদবপুরে প্রশাসনের হাল শক্ত হাতে ধরবেন, ছাত্রদের দাবি দাওয়াও শুনে সমাধান করবেন। কিন্তু দু'মাস পরে সেই তিনিই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ধর্নায় বসেছেন। তাঁর সঙ্গে ধর্নায় রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিধি নিয়ন্ত্রক সংগঠন এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যরা। যাঁর মধ্যে রয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ সায়েন্স সুবিনয় চক্রবর্তীও।

বুধবার যাদবপুরের এগজিকিউটিভ কাউন্সিল বা ইসির বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকেই পড়ুয়ারা অধ্যাপক, উপাচার্য-সহ ইসির সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। যাদবপুরের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য জানিয়েছেন, ছাত্ররা যে ভাষায় তাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তা মুখে আনা যায় না। ওই কটুকথা শুনে তাঁদের আর ছাত্র বলে মনে করাও যায় না। বৃহস্পতিবার এ প্রসঙ্গে যাদবপুরের ডিন অফ সায়েন্সকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাফ বলে দিয়েছেন, ছাত্ররা যত ক্ষণ না এসে ক্ষমা চাইছেন, তত ক্ষণ এই ধর্না চালিয়ে যাবেন তিনি। তাতে যদি তাঁকে ১০ দিন বসে থাকতে হয়, তবে তা-ই থাকবেন।

বৃহস্পতিবার যাদবপুরের ইসি সদস্যদের ধর্না নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'যাদবপুরে কী ঘটছে সেটা আমি খুব ভাসা ভাসা শুনেছি। ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলন করতেই পারে। কিন্তু কোনও অধ্যাপককে চার অক্ষরে গালাগালি করা বা তুইতোকারি করাও কাম্য নয়। এটা আন্দোলনের কোনও বহিঃপ্রকাশ বা আন্দোলনের রাস্তা হতে পারে না। আমরাও ছাত্র বয়সে আন্দোলন করেছি। অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। কিন্তু কোন অধ্যাপককে কখনও তুইতোকারি করা বা চার অক্ষর বা পাঁচ অক্ষরে গালাগালি দিইনি। সব শিক্ষককে যেমন শ্রদ্ধা করা যায় না সে রকম সব ছাত্রকেও স্নেহ করা যায় না।'

ছাত্রদের আচরণ নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উপাচার্যও। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে সমস্ত সুপারিশ রয়েছে, সেই সমস্ত সুপারিশ পালন করতে গেলেই ছাত্রদের সমস্যা। এখন বুঝতে পারছি, কেন এতদিন ওই সমস্ত সুপারিশ পালন করা যায়নি। কারণ এই ছাত্ররাই তা করতে দেননি।'

উপাচার্য মতে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাজের উপর একছত্র নিয়ন্ত্রণ পেতে চায় ছাত্ররা, সব উপাচার্যকে নিয়েই ওঁদের সমস্যা। তবে পছন্দ কোন উপাচার্যকে? যারা ওঁদের কথা মতো সই করে যাবে? এই চেয়ারে বসে সম্মান কোথায়? সম্মান নেই বলেই ধর্নায় বসেছি।' একই সঙ্গে উপাচার্য এ-ও বলেছেন যে, 'আমি সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যকে বলব আপনারা ঠিক করে দিন, কী ভাবে এখানে কাজ হবে?'

বৃহস্পতিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ধর্নারত ইসি সদস্যদের কথা জানা গেলেও অবশ্য এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। জুটা জানিয়েছে, তারা এ ব্যাপারে শিক্ষকদের পাশে। কখনওই শিক্ষকদের অপমান সমর্থন করবে না তারা। তবে একই সঙ্গে জুটার সহকারী সম্পাদক রাজেশ্বর সিংহ জানিয়েছেন, 'কয়েকজন ছাত্রকে দিয়ে সমস্ত ছাত্রের মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না। যাঁরা এই কাজ করেছেন, তাঁরা সংখ্যায় অল্প। যাদবপুরে ১৩ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশই এমন ভাবেন না। তবে আশা করব ওই ছাত্রদেরও শীঘ্রই বোধোদয় হবে।'

উত্তরাখণ্ড সফরে গিয়ে কৈলাস-দর্শনে মোদি

দেরাদুন, ১২ অক্টোবর: বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ড সফরে পিথোরাগড়ের পার্বতী কুণ্ডে পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আদি-কৈলাসের কাছেও মাথা নত করে আশীর্বাদ কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী। স্থানীয় বাসিন্দা ও ভারতীয় সেনাবাহিনী, আইটিবিপি জওয়ানদের সঙ্গেও দেখা করেন তিনি।

উত্তরাখণ্ড সফরে ৪,২০০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই কর্মসূচির কথা সামাজিক মাধ্যমে আগেই জানিয়েছিলেন তিনি। মোদি লিখেছিলেন, 'আমাদের সরকার দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের মানুষের কল্যাণ এবং রাজ্যের দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' আরও জানান, এই সফরে যাবেন পার্বতী কুণ্ডে, পিথোরাগড়ের গুঞ্জি গ্রামে এবং আলমোড়া জেলার জগেশ্বর ধামে।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেলে পিথোরাগড়ের পার্বতী কুণ্ডের বেশ কিছু ছবি পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে অভিনব পোশাকে দেখা গিয়েছে 'নমো'কে। একটি ছবিতে দেখা গিয়েছে, তুষারপর্বত ঘেরা স্বর্গীয় প্রকৃতির মাঝে পার্বতী কুণ্ড হ্রদের ধারে প্রণামের মুদ্রায় মোদি। অন্য একটি ছবিতে ধ্যানমুদ্রায় দেখা গিয়েছে তাঁকে।

সোশাল মিডিয়ার পোস্ট করা আরও একটি ছবিতে গর্ভগৃহে দেবতার আরতি করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। মন্দির প্রদক্ষিণ করতেও দেখা গিয়েছে। সংবাদ সংস্থা এএনআই পার্বতী কুণ্ডে মোদির পুজোপাঠের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে।

বিহারে ট্রেন দুর্ঘটনা

বাতিল বহু ট্রেন, বদল যাত্রাপথ

পাটনা, ১২ অক্টোবর: বিহারের বক্সার জেলায় ট্রেন দুর্ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হল। বুধবার রাতে বিহারে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে একটি এক্সপ্রেস ট্রেন। রঘুনাথপুর স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয় ডাউন দিল্লি-কামাখ্যা নর্থ-ইস্ট এক্সপ্রেসের ছ'টি বগি। এই দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়। ৩০ জন যাত্রী আহত হন। সোমবার সকালেও দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ চলে। রেলের তরফে জানানো হয়, মৃত চার জনের মধ্যে তিন জনকে শনাক্ত করা গিয়েছে। তাঁরা হলেন ঊষা ভান্ডারি (৩৩), আকৃতি ভান্ডারি (৮) এবং আবু জয়ন্দ (২৭)। বাকি এক জনের পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। আহত যাত্রীদের চিকিৎসা চলছে বক্সার, আরা এবং পাটনার একাধিক হাসপাতালে। আরও জানানো হয়, বৃহস্পতিবার বাতিল থাকছে ভাগলপুর-অজমের সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, মধুপুর-আনন্দবিহার সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস এবং অজমের-ভাগলপুর এক্সপ্রেস। যাত্রাপথ বদল করা হয়েছে ভাগলপুর-আনন্দ বিহার বিক্রমশীলা এক্সপ্রেস, ভাগলপুর- সুরাত সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, মালদা টাউন-দিল্লি ফরাক্কা এক্সপ্রেস, কামাখ্যা-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস, দিল্লি-কামাখ্যা এক্সপ্রেস এবং দিল্লি-মালদা টাউন ফরাক্কা এক্সপ্রেসের। এই ট্রেনগুলি আপাতত গয়া-মুঘলসরাই পথে ঘুরে গন্তব্যে পৌঁছবে। আরও বেশ কিছু ট্রেনের যাত্রাপথ বদল হতে পারে বলে জানিয়েছে রেল।

গাজা: শরণার্থী শিবিরে নৃশংস বিমানহানার জবাব হামাসের

তেল আভিভ, ১২ অক্টোবর: এ বার যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় প্যালেস্তিনীয় শরণার্থীদের শিবিরে ইজরায়েলি বায়ুসেনার নির্বিচারে বোমাবর্ষণের জবাব দিল হামাস। প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র সংগঠনটির তরফে বৃহস্পতিবার ইজরায়েলের প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্র তেল আভিভে রকেট হামলা চালানোর দাবি করা হয়েছে।

এক লিখিত বিবৃতিতে হামাস জানিয়েছে, জাবালিয়া এবং আল-শাতি শরণার্থী শিবিরে ইজরায়েলি বিমানহানার জবাব দিতেই নিশানা করা হয়েছে তেল আভিভকে। সোমবার বিকেলে জাবালিয়া এলাকার ওই শরণার্থী শিবিরে ইজরায়েলি বোমাবর্ষণে নারী এবং শিশু-সহ শতাধিক প্যালেস্তিনীয় নাগরিকের মৃত্যু হয় বলে সূত্রের খবর। এরপর বৃহস্পতিবার ভোরে বিমান হামলা চালানো হয় আল-শাতি শরণার্থী শিবিরেও। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইজরায়েলের রাজধানী শহরে একাধিক রকেট ছোড়ে হামাসের সামরিক শাখা আল কাসাম ব্রিগেড।

গত ৭২ ঘণ্টার সংঘর্ষে ২৩ লক্ষ প্যালেস্তেনীয়র বাসভূমি গাজায় দু'লক্ষের বেশি মানুষ ঘরছাড়া হয়েছেন। তাঁদের বড় অংশ আশ্রয় নিয়েছেন জাবালিয়া, আল-শাতি এবং খান ইউনিস শরণার্থী শিবিরে। যদিও ইজরায়েলের বোমারু বিমানের হামলায় গাজায় কার্যত কোনও নিরাপদ জায়গা নেই বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। এমনকী, ইজরায়েলি বোমাবর্ষণের শিকার হয়েছে গাজার কয়েকটি হাসপাতালও।

৪০ ইজরায়েলি শিশুকে গলা কেটে খুন!

জেরুজালেম, ১২ অক্টোবর: প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের বিরুদ্ধে ইজরায়েলি শিশুদের খুনের অভিযোগ তুললেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'গোয়েন্দা সূত্রে আমরা সুনির্দিষ্ট খবর পেয়েছি, অন্তত ৪০ জন ইজরায়েলি শিশুকে গলা কেটে হামাস জঙ্গিরা খুন করেছে।' শিশুহত্যার 'সচিত্র প্রমাণ' আমেরিকার হাতে রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। বুধবার রাতে আমেরিকার ইহুদি জনগোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পরে বাইডেন বলেন, 'আমাদের শিশুদের জঙ্গিরা গলা কেটে খুন করেছে, এমন ছবি দেখতে হবে বলে সত্যিই কখনও ভাবিনি।' শনিবার রকেট হানা এবং প্যারাগ্লাইডারে চড়ে ইজরায়েল ভূখণ্ডে হামলার পাশাপাশি স্থলপথেও অনুপ্রবেশ করেছিল হামাস বাহিনী। গাজা সীমান্তে ইজরায়েলের তৈরি ইস্পাতের 'দি গ্রেট স্মার্ট ফেন্স' ভেঙে ঢুকে পড়ে প্রায় দু'শো জনকে বন্দি করেন হামাস যোদ্ধারা। অপহৃতদের মধ্যে অনেক নারী এবং শিশুও রয়েছে। ইজরায়েলের পাশাপাশি অপহৃতদের তালিকায় আমেরিকার বেশ কয়েক জন নাগরিকও রয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাইডেন। তিনি জানান, অপহৃত আমেরিকার নাগরিকদের উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। বাইডেনের দূত হয়ে বৃহস্পতিবার ইজরায়েল রওনা হয়েছেন আমেরিকার বিদেশসচিব অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। ইজরায়েলি প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি আরব নেতৃত্বের সঙ্গেও তাঁর আলোচনার কথা। সেখানে অপহৃতদের মুক্তির বিষয়ে আলোচনা হতে পারে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I **ABED ALI MONDAL**, S/O LT. CHHAPU MONDAL, RESIDENT OF VILL-HARISHPUR, P. O- AMUL, P.S- PURBASTHALI, DIST-PURBA BARDHAMAN, W.B THAT I HEREBY FURTHER DECLARE THAT **SULTAN MONDAL S/O ABED ALI MONDAL (FATHER) AND LUTFUNENSHA BIBI MONDAL (MOTHER) AND SULTAN MONDAL, S/O-ABED ALI MONDAL (FATHER) AND LUTPHANESA MONDAL (MOTHER) AND SULTAN MONDAL S/O ABEDIN MONDAL IS THE SAME, SINGLE AND IDENTICAL PERSON** - VIDE AFFIDAVIT IN THE COURT OF SUB DIVISIONAL EXECUTIVE MAGISTRATE-KATWA - PURBA BARDHAMAN-DATE-06/06/22

CHANGE OF NAME

I Manoranjan Datta S/O late Keshab Datta R/O Vill + P.O. Patina PS Nayagram Dist Paschim Medinipur do hereby solemnly affirm and declare that Manoranjan Datta and Monoranjan Datta is the same and one identical person vide affidavit no 19625 dated 11.10.23 in the Court of Ld. Judicial Magistrate 1st Class Medinipur.

নাম-পদবী

আমি Sourav Ghosh, S/O. Sadhan Ghosh, সাং পারুলপাড়া, পোঃ দৈয়েরবাজার, জেলা- নদীয়া ১১.১০.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Sourav Ghosh ও Sorav Ghosh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Pipulbaria Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Pipulbaria, Nadia. NIT No. 06/15th F.C.(tied)/PGP/ 2023-24. Last date of submission 03.11.2023 up to 4pm. For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Pipulbaria Gram Panchayat.

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Shikarpur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIT No. 04/15th CFC/ Shikarpur/ 2023-24, Memo No.195/SGP, Dated- 11.09.2023.** Last date of submission **06.11.2023 up to 5.30pm.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Shikarpur Gram Panchayat.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৩ই অক্টোবর শুক্রবার, ২৫ শে আশ্বিন। চতুর্দশী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা। বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদদোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধি সহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা ,কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : আজ শুক্র বার। যারা বেতন ভূক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার , রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতন থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। পিস্টো কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শ্বশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : আজ শুক্রবার বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন, আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো।

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ। ব্যাধব দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে ,আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলী দের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

(ভগিনী নিবেদিতা র তিরোধান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, Govind Mundra, S/o Late Vasu Deo Mundra, Age 43 yrs residing at A4/103, Arihant Enclave, 493B, G.T. Road, Shibpur, Howrah:711102 (WB), has changed my Name from Govinda Mundra to Govind Mundra Vide Affidavit No. 30AA 303396 Date 10/10/2023 before Metropolitan Magistrate, 6th Court, Kolkata.

বিজ্ঞপ্তি

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বিজয় এ্যাসে সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড তাহার পিট দলিলগুলি যাহার নং যথাক্রমে ৬৪১৪/২০১৫, ১১১৮১/২০১৫, ১৩০৯২/২০১৩, ২৭৪১/২০১৯, ৬৬২/২০২২ যাহা বড়বাজার কলকাতা তে অবস্থিত সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল দ্বারা মুচিপাড়া থানাতে একটি জেনারেল ডায়েরি করিয়াছেন যাহার জি.ডি নং ৭৪৫ তারিখে ১১/১০/২০২৩ আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহন করিতে চলেছেন।

এমতাবস্তায় উক্ত দলিল সম্পর্কে যদি কোন ব্যাক্তি বা কোন ব্যাক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোনপ্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি
(রজত নাথ পাইন এন্ড কোং)
১০, কিরন শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা-৭০০০০১

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম লালবাগ সিভিল জুনিয়র ডিভিশান ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

মোকর্দ্দমা নং ০৬ /২০২৩ মিস (প্রবেট)

দরখাস্তকারী- কল্পনা ভাদুড়ী ওরফে কল্পনা চ্যাটাজ্জী, প্রযত্নে পিতা মৃত প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাং ও পোঃ রাইন্ডা, থানা- নবগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ।

-বনাম-

প্রতিপক্ষঃ- বিশ্বনাথ চ্যাটার্জ্জী মৃত্যান্তে ১। লক্ষ্মীরাণী চ্যাটার্জ্জী, স্বামী মৃত বিশ্বনাথ চ্যাটার্জ্জী, ২। সনাতন চ্যাটার্জ্জী, পিতা মৃত বিশ্বনাথ চ্যাটার্জ্জী, ৩। মিনতী চ্যাটার্জ্জী, প্রযত্নে পিতা মৃত বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী, সকলের সাং বারুইপাড়া, পোঃ ও থানা কালীগঞ্জ, জেলা নদীয়া। ৪। রীনা ভট্টাচার্য্য, স্বামী পতিতপাবন ভট্টাচার্য্য, সাং ও পোঃ সাহেবরামপুর, থানা জলঙ্গী, জেলা মুর্শিদাবাদ। ৫। জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, স্বামী মৃত আদিনাথ ব্যানার্জী, সাং শরৎপল্লী কলোনী, পোঃ বড়ুয়া, থানা বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ। ৬। মণিমালা মজুমদার, স্বামী তরুণ মজুমদার, সাং ঝামটপুর, পোঃ বহরান, থানা সালার, জেলা মুর্শিদাবাদ। রাজলক্ষী মুখার্জী মৃত্যান্তে ৭। যদুনাথ মুখার্জী, পিতা সুনীল মুখার্জী, ৮। ফুলেশ্বরী মুখার্জী, পিতা সুনীল মুখার্জী, উভয়ের সাং ঘোষপাড়া (নপুকুর), পোঃ নপুকুর (কলাডাঙ্গা), থানা বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ।

এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা নবগ্রাম, মৌজা রাইন্ডা মধ্যে RS 1006, 1005 - LR922 খতিয়ানের ১৮২ দাগের ৭৬ শতক, ৪৭৩ দাগের ২৪ শতক, ৭৮৯ দাগের ৩৪ শতক, ৮৩৭/৩৫৭৮ দাগের ২৮ শতক, ৭৮৫ দাগের ৭৪ শতক, ৭৮৬ দাগের ৯৫ শতক, ৭৮৭ দাগের ৩৩ শতক ও ৭৮৮ দাগের ৪৯ শতক সম্পত্তি বিষয়ে অধুনামৃত মহাদেব চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ইংরাজী ৩১/০৮/২০১২ তারিখ মোতাবেক বাংলা সন ১৪১৯ সালের ১৪ই ভাদ্র তারিখে সম্পাদিত ও রেজেস্ট্রীকৃত উইলের প্রবেট পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়াছেন। অতএব, interested সকল ব্যক্তিগণকে জানান যাইতেছে যে উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে interested ব্যক্তি আগামী ইংরাজী ২৬-০২-২০২৪ তারিখে বেলা ১০ ঘটিকায় অত্র আদালতে হাজির হইয়া লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় আপনাদের অসাক্ষাতে উক্ত দরখাস্তের একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

অদ্য সন ২০ সালের ১১/০৯/২০২৩ তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

আদালতের আদেশানুসারে
চন্দ্র চূড় ঘোষ
সেরেস্তাদার
লালবাগ সিভিল জুনিয়র ডিভিশান ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
মুর্শিদাবাদ

নাম পদবী

গত 11/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15894 নং এফিডেভিট বলে Samar Kumar Pramanik S/o. Gopal Chandra Pramanik ও Samar Pramanick S/o. G. Pramanick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 11/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15890 নং এফিডেভিট বলে Dinanath Patra S/o. Ranjit Patra ও Dinonath Patra S/o. R. Patra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 11/10/23 S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 1283 নং এফিডেভিট বলে Mohammad Musharaph Hosen S/o. Ahammad Hossein ও Musaraph Hosen Md. S/o. Ah. Hosen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 11/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15892 নং এফিডেভিট বলে Shambhu Adhikary S/o. Karnadhar Adhikary ও Sambhu Adhikary S/o. K. D. Adhikary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নোটিশ

In the Court of the Ld.
Addl. District Judge,
(R.D Court)
Paschim Medinipur
Ref- O.S. 25/2022
Mita Dutta and & Others
...... Petitioners
Draft of Notice for Paper Publication

এতদ্বারা জানানো যাইতেছি যে মায়া দে মেদিনীপুর মেডিক্যাল হসপিটালে মারা যাওয়ায় তাহার সম্পাদিত ইং ১৪.১২.২০০৭ এ রেজিষ্ট্রী উইল এর বর্ণিত সম্পত্তি যাহা নিম্নে বর্ণিত হইল তাহা পাইবার জন্য দরখাস্তকারীগন প্রবেটে মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিলে নোটিশ প্রকাশে ত্রিশ দিনের মধ্যে নিজে অথবা উকিল বাবুর দ্বারা আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ মোকর্দ্দমাটি নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরণ

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও মৌজা- গড়বেতা, জে. এল. নং- ৫৭০, খতিয়ান নং- ১০৪৯, প্লট নং ৬৪১/১৩১১, পরিমান .০৪০ একর, প্লট নং ৬৪২ পরিমান .০৩০ একর, প্লট নং- ৬৪১, পরিমান .০৪০ একর।

Bench Clerk
Durjapada Jana
Addl. Dist. Judge R.D Court
Paschim Medinipur

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-নদীয়া মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত

দেং নং ২১০/২২

(দেঃ কাঃ বিঃ অর্ডার ৫ রুল ২০ ধারা মতে নোটিশ)

বাদী- হেমা সরকার

-বনাম-

বিবাদী- সুমিত্রা দাস।

এতদ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি দিয়া জানানো যাইতেছে যে, উক্ত বাদী সুমিত্রা দাস, স্বামী- চন্দ্র দাস, সাং- গৌরনগর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, বিরুদ্ধে উক্ত মামলা করিয়াছেন।

এক্ষনে আপনাকে এই নোটিশ দিয়া জানানো যাইতেছে যে, এই নোটিশ সংবাদ পত্রে প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কর্য্য হইবে।

আদালতের শীল মোহর যুক্তে এই নোটিশ দেওয়া হইল

আদালতের আদেশানুসারে
Ripan Majumder
সেরেস্তাদার
নবদ্বীপ কোর্ট, নদীয়া

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

নাম পদবী

গত 11/10/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 3172 নং এফিডেভিট বলে Uday Chandra Haldar ও Uday Halder S/o. Gopal Haldar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 06/10/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5567 নং এফিডেভিট বলে আমি Khokan Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kashi Nath Das ও S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম পদবী

গত 23/06/23 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 36 নং এফিডেভিট বলে Pratap Narayan Das ও Pratap Narayadas S/o. Prasanta Kumar Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 10/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15872 নং এফিডেভিট বলে Sanjoy Roy S/o. Kishori Mohan Roy ও Sanjoy Ray S/o. A. Ray, Kishori Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 10/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15874 নং এফিডেভিট বলে Shyamal Kumar Bose S/o. Sailendra Nath Bose ও Shyamal Kr. Bose S/o. P. K. Bose সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 11/10/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5680 নং এফিডেভিট বলে Reba Banerjee ও Reba Bandyopadhyay W/o. Late Kshaunish Chandra Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 11/10/23 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5681 নং এফিডেভিট বলে আমি Reba Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Kshaunish Chandra Banerjee, Kshounish Bandyopadhyay, Kshounish ও Kshaunish Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম পদবী

গত 13/07/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 10823 নং এফিডেভিট বলে A Dwara Singh S/o. Ayekpam Dhoneswar Singh ও Ayekpam Dwara Singh S/o. D. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 09/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15713 নং এফিডেভিট বলে আমি Kalyan Kumar Halder ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jitendra Nath Halder ও Lt. J. N. Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম পদবী

গত 11/10/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15888 নং এফিডেভিট বলে Umasankar Nandy S/o. Balaram Nandy ও Umasankar Nandi S/o. B. Nandy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 29/09/23 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15099 নং এফিডেভিট বলে Anita Bandyopadhyay Manna ও Anita Bandyapadhyay W/o Rupak Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পদবী

গত 12/10/23 S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 40 নং এফিডেভিট বলে Debabrata Bandyopadhyay S/o. Bijoy Krishna Bandyopadhyay ও Debabrata Bandhopadhyay S/o. Lt. B. K. Bandhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আলোচনা, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আলোচনা করতে চেয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। আদালতের নির্দেশ মেনেই তৎপরতার সঙ্গে উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যেতে এই আলোচনা চাওয়া হয়েছে বলে রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে বুধবারই এই বিষয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর বা রাজভবন থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। তবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু রাজ্যপালের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার কালীঘাটে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর এই সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যপাল যে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন, আমি সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালাম। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন, সেটি সঠিক সিদ্ধান্ত। উনি আলোচনায় বসতে চেয়েছেন এটা ইতিবাচক।'

একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকারের অভিযোগ ছিল বিপুল। একাধিক বার তীব্র ভাষায় রাজ্যপালকে কটাক্ষ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু-সহ শাসকদলের নানা নেতামন্ত্রীরা। তার মধ্যে রাজভবনের সামনে অন্য ইস্যুতে ধর্নাতেও বসেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সংঘাতের আবহে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যপালের বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

পঞ্জাব ব্যাংকের পর্যালোচনা সভা হুগলিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক সার্কেল অফিস হুগলি সার্কেল হেড জিতেন্দ্র সোয়াইনের সভাপতিত্বে গত ১১ অক্টোবর সার্কেলের শাখা ব্যবস্থাপকদের একটি ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা লালা লাজপত রায়ের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার তাঁর বক্তব্যে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের পরবর্তী দিশা দেখান। এরই পাশাপাশি হুগলি জেলার সার্কেল হেড জিতেন্দ্র সোয়াইনশাখার কাজগুলি পর্যালোচনা করেন। একইসঙ্গে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনার কী তা নিয়েও আলোচনা করেন যাতে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাঙ্ক তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে ব্যাংকেরই অ্যাসিট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজারা মন্দাক্রান্তা বিশ্বাস সর্বোচ্চ ঋণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য শাখা ব্যবস্থাপকদের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের আহ্বান জানান, যাতে ব্যাংকের ঋণভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করা যায়। এরপরই সার্কেল শাস্ত্র প্রধান উত্তম হাওলাদার , গ্রাহকের সুবিধার্থে ব্যাংকের উদ্ভাবিত টুলস ই-ওটিএস সম্পর্কে জানান।যার মাধ্যমে গ্রাহকরা তাদের ঋণ হিসাবসমূহের বকেয়া অর্থের কিছু অংশ দ্রুত পরিশোধ করে অনুমোদন পত্র পেতে পারেন।

ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস সপ্তাহ পালন পাওয়ার গ্রিডের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনের নীতি-নির্দেশিকা অনুযায়ী, গত ১৬ অগস্ট থেকে শুরু করে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের তরফ থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই সতর্কতা সচেতনতা ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস সপ্তাহ-২০২৩ এর প্রাক্কালে বিভিন্ন ধরনের সতর্কতামূলক কাজকর্ম শুরুও হয়। এদিকে আগামী ৩০ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত পাওয়ার গ্রিডের তরফ থেকে ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক-২০২৩ পালন করা হবে। পাওয়ার গ্রিড, পূর্বাঞ্চল-২ এর পক্ষ থেকে শিলিগুড়িতে ভিজিল্যান্স এক্সিকিউটিভ মিটিং-এর আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন পাওয়ার গ্রিডের চিফ ভিজল্যান্স অফিসার ধর্মেন্দ্র কুমার মদন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভিজিল্যান্সের ডেপুটি চিফ ভিজল্যান্স অফিসার অনীশ আনন্দ, সিজিএম পাপ্পু সিং। উদ্বোধনী অধিবেশনে ইডি-ইআর ২ এ বরাট , সিনিয়র ডিজিএম ভিজিল্যান্স এম কে ভার্মা প্রধান অতিথি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। 'নৈতিকতা ও নৈতিক মূল্যবোধ' শীর্ষক উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. নবীন দাস।

বিনা টিকিটের মোটা জরিমানা আদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিয়ালদহ বিভাগ সেপ্টেম্বর মাস ২০২৩ সালে শিয়ালদহ বিভাগের সমস্ত স্টেশনকে যুক্ত করে নিবিড় টিকিট পরীক্ষার অভিযান চালায়। এক মাস টিকিট পরীক্ষা অভিযানে টিকিট পরীক্ষা স্পেশাল ট্রেন 'জাগৃতি' এবং দুর্গ চেকিং সহ অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানের মাধ্যমে ধাপে ধাপে যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করা হয়। শিয়ালদহ বিভাগে মোট ২৮,২৯০ টিকিট ছাড়া বা অনুপযুক্ত টিকিট নিয়ে ভ্রমণ করার ঘটনা শনাক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে অপরাধীদের কাছ থেকে ভাড়া এবং জরিমানা বাবদ ৮৭.৮৭ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়। উপরোক্ত সময়ের মধ্যে ১৯ হাজার ৯৯৩টি অবৈধ লাগেজ বাজেয়াপ্ত হয়। এই জরিমানা বাবদ ৩৯.৫৩ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগ টিকিটবিহীন ভ্রমণ এবং অবৈধভাবে লাগেজ বহনের বিরুদ্ধে এই জোরালো অভিযান চালিয়ে যাবে।

পুরুলিয়া স্পেশাল: দুর্গাপূজার সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ২০- ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত সাঁতরাগাছি-পুরুলিয়া-সাঁতরাগাছির মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৮০২৭ সাঁতরাগাছি-পুরুলিয়া স্পেশাল সাঁতরাগাছি থেকে ১ টায় ছাড়বে সাড়ে সাতটায় পুরুলিয়া পৌঁছবে। ফেরার পথে, ০৮০২৮ পুরুলিয়া-সাঁতরাগাছি স্পেশাল পুরুলিয়া থেকে ১০.৪০ এছেড়ে যাবে এবং ৪ টে ২৫-এ সাঁতরাগাছি পৌঁছবে।

শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের উদ্যোগে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের উদ্যোগে রবীন্দ্র সংগীতের কিংবদন্তি শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম শতবর্ষের শুভ সূচনা হল শান্তিনিকেতনে। শিল্পীর বাসভবন প্রাঙ্গণে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় মেমোরিয়াল ট্রাস্ট শিল্পীকে স্মরণ করে। উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের পক্ষে বীথিকা মুখোপাধ্যায়, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, প্রিয়ম মুখোপাধ্যায়, ঋতপা মুখোপাধ্যায়, সৈকত সিংহ রায়, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এর কর্ণধার রূপক সাহা প্রমুখ। কণিকার ডাক নাম ছিল মোহর। সেই নামকে সম্মান জানিয়ে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স প্রকাশ করল স্বর্ণমুদ্রা 'মোহর একশো'। শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা জানান, সারা বছর ধরে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কণিকা জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন হবে। সৈকত সিংহ রায় জানান, এই বাস ভবনে গড়ে তোলা হবে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আর্কাইভ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মোহন সিং, প্রমিতা মল্লিক, স্বাগতালক্ষী দাশগুপ্ত, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, প্রবুদ্ধ রাহা, অলক রায় চৌধুরী প্রমুখ। স্মৃতিচারণ করেন চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষ, শিল্পীর আত্মজীবনীকার অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ,পাঠ করেন সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আরো অনেকে।অনুষ্ঠানটা সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেন চৈতালি দাশগুপ্ত।

পুজোর আগে জরুরি ভিত্তিতে রাস্তা মেরামতির নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর সময় যানজট ও দুর্ঘটনা এড়াতে পূর্ত দপ্তরের অধীনে থাকা রাস্তাগুলি জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের একাধিক এলাকায় টানা বৃষ্টির জেরে রাস্তা বেহাল হয়ে পড়েছে। এর জেরে যান চলাচলের সমস্যা তৈরি হচ্ছে, দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে বলে পুলিশের তরফে পূর্ত দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার নবান্নে পূর্ত দপ্তর জেলার ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে রাস্তার অবস্থা পর্যালোচনা করতে বৈঠকে বসে। সেখানে রাস্তাগুলিকে পুজোর আগে যান চলাচলের যোগ্য করে তুলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। পুজোর সময় রাস্তার গর্ত বা খানাখন্দের জন্য ট্রাফিক ব্যবস্থা যাতে ভেঙে না পড়ে সেদিকে নজর দিতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে যেখানে যেখানে রাস্তা ভেঙে পড়েছে বা গর্ত হয়েছে সেগুলিতে পুজোর আগেই জরুরি ভিত্তিতে যান চলাচলের যোগ্য করার মতো ব্যবস্থা করে দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। বৈঠকে বজবজ ট্র্যাংক রোড-সহ কলকাতা ও শহরতলীর একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পুজোর সময় ওই রাস্তায় যাতে যানজট না সৃষ্টি হয় তার জন্য দিন রাত এক করে পূর্ত দপ্তরের কর্মীদের কাজ করতে বলা হয়েছে। যেখানে যেখানে প্রয়োজন হবে অবিলম্বে প্যাচওয়ার্কের কাজ করে দিতে হবে।

দেহ উদ্ধার বীজপুরে

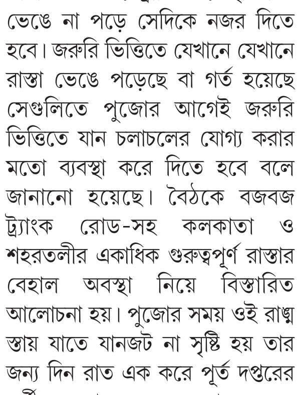

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৃহস্পতিবার বেলায় বীজপুর থানার যোলোর পল্লীর পুকুর থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। মৃতের নাম ললিত সাহানী (৪১)। কাঁচড়াপাড়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দারভাঙ্গা কলোনির বাসিন্দা ওই মৃত যুবক। প্রত্যক্ষদর্শী দৈমন্তী বেহারা নামে এক মহিলা জানান, এদিন ভোর পৌনে চারটে নাগাদ তিনি কলে স্নান করেছিলেন। সেইসময় ওই যুবক এসে কিছুক্ষন পুকুর পাড়ে দাঁড়ায়। তারপর ওই যুবক পুকুরে ঝাঁপ দেয়। স্থানীয় চার জন ছেলেকে তিনি পুকুরে নামান। কিন্তু ওরা পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে যুবকের খোঁজ পায়নি। এদিন বেলার দিকে পুলিশের উপস্থিতিতে পুকুর থেকে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। ওই যুবক কেন পুকুরে ঝাঁপ দিল, তা নিয়ে অন্ধকারে দৈমন্তী দেবী। মৃতের দিদি মীনা দেবী যাদব জানান, তিন দিন ধরে ভাই ভুলভাল বকছিল। এদিন ভোরে ভাই বাড়ি থেকে বেরোয়। খোঁজাখুঁজির সময় কয়েকজন তাকে বলল ভাই নাকি পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৩ অক্টোবর ২০২৩ ২৪ আশ্বিন ১৪৩০ শুক্রবার

ইডি-সিবিআইয়ের পর হানা আয়কর দপ্তরের

—প্রতীকী ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডি-সিবিআই-এর পর এবার রাজ্যজুড়ে আয়কর হানা। বৃহস্পতিবার কলকাতা ও জেলার একাধিক জায়গায় আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা তল্লাশি চালান। তল্লাশি চলে কলকাতার একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে। অন্যদিকে, নদিয়া ও শিলিগুড়িতেও তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। আয়কর দপ্তর সূত্রে খবর, হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির হদিশ মিলেছে একাধিক ব্যবসায়ীর। তার ভিত্তিতেই অতর্কিতে হানা ।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সাত সকালে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তল্লাশি অভিযান চলে এসপি মুখার্জি রোডের একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে। কেন্দ্রীয় বাহিনী জাওয়ানরা ঘিরে রেখে প্রতিষ্ঠানটি। বাইরের প্রায় কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এই বিল্ডিংয়ে। কিছু ক্ষেত্রে পরিচয় জেনে তারপরেই ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, এটি একটি লটারি সংস্থা। এর আগেও এই সংস্থায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। চলছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তল্লাশি অভিযান।

এরই পাশাপাশি নদিয়ার রানাঘাট বিধানসভার গাংনাপুর থানার এনপিজিআরএম আটা মিলে ও হরিণঘাটার শিমুলিয়ার রাইস মিলেও হানা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রে খবর, এই রাইস মিল ও আটা কলের মালিক বকিবুল রহমান। এদিকে আইটি তল্লাশি চলে শিলিগুড়ির এক লটারি বিক্রেতার বাড়িতেও। সেখান থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিসও উদ্ধার হয় বলে সূত্রের খবর।

শুধু তাই নয়, আয়কর দফতরের তল্লাশি চলে বারাসতের একটি বেসরকারি সংস্থায়। ওই সংস্থার বাইরেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, দেড়শো-দুশো কর্মী ওই সংস্থায় কাজ করেন। বৃহস্পতিবার সকালেও তাঁরা কাজে এসেছেন। ভিতরে তল্লাশি চললেও, আধিকারিকরা সংস্থার কর্মীদের প্রবেশ করতে দেন।

রাম মন্দিরের উদ্বোধনে কলকাতায় আসছেন শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর উদ্বোধন করতে শহরে আসতে চলেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। এবার সেখানে পুজোর থিম 'রাম মন্দির'। অযোধ্যায়র রাম মন্দিরের এখনও উদ্বোধন হয়নি, তবে তার আগেই সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো মণ্ডপকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে রাম মন্দিরের আদলে। মূল রাম মন্দির উদ্বোধন হওয়ার আগেই, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের রাম মন্দির এবার উদ্বোধন হতে চলেছে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর হাত ধরে। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই অমিত শাহ আসছেন কলকাতায়। দলের তরফ থেকেও চলছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আসার প্রস্তুতি। এর আগে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার শহরে আসার খবর শোনা গিয়েছিল। ষষ্ঠীর দিন তাঁর আসার কথা। সম্ভবত তার আগে ১৬ তারিখ আসার কথা অমিত শাহের।

এদিকে সূত্রে খবর, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর মূল উদ্যোক্তা বিজেপি নেতা তথা কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর সজল ঘোষ একাধিকবার অমিত শাহকে অনুরোধ করেছিলেন পুজো উদ্বোধন করার জন্য। সূত্রের খবর, সেই অনুরোধেই শাহ আসছেন কলকাতায়। সন্তোষ মিত্র স্কোয়্যারের তরফে অমিত শাহর উদ্বোধনের খবর জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের আগের বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে রাজ্যের দুর্গাপুজো কমিটিগুলিতে প্রভাব বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছিল বিজেপি। সেবার ইজেডসিসিতে দলীয় পুজো উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং। সে বছর পুজোর সময় রাজ্যে এসেছিলেন অমিত শাহ। এবারে বিজেপি আর দলীয় ব্যানারে পুজো করছে না। পুজো করার জন্য 'ভারতীয় সংস্কৃতি মঞ্চ' নামের একটি মঞ্চ তৈরি হয়েছে। যাতে যুক্ত রয়েছেন দলের সাংস্কৃতিক সেলের নেতারা।

যোগেশচন্দ্র ল' কলেজ মামলায় আর্থিক জরিমানা মামলাকারীকেই

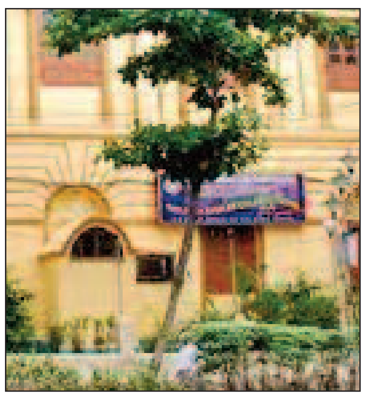

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত কয়েকদিন ধরে হাইকোর্টে চলছে যোগেশ চন্দ্র ল কলেজ সংক্রান্ত মামলা। এবার খোদ মামলাকারীর বিরুদ্ধেই উঠল অভিযোগ। তথ্য হাতে পেয়েই মামলা খারিজ করে দিলেন বিচারপতি। শুধু তাই নয়, মামলাকারীকেই জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত, মামলাকারীর অভিযোগের ভিত্তিতে কলেজের অধ্যক্ষা সুনন্দা গোয়েঙ্কাকে অপসারণের নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পরে ডিভিশন বেঞ্চ তাঁকে ওই পদে পুনর্বহাল করে। তবে ফের সিঙ্গল বেঞ্চেই ফিরে আসে মূল মামলা।

অধ্যক্ষার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মামলাটি করেছিলেন দানিশ ফারুকি নামে এক ছাত্র। বৃহস্পতিবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানতে পারেন ওই ছাত্রের বিরুদ্ধেই ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তোলার অভিযোগ আছে। কলেজের ছাত্রদের থেকেই ওই টাকা তিনি নিয়েছেন বলে অভিযোগ। এই তথ্য হাতে পেয়েই এদিন মামলাকারীকে ডেকে পাঠান বিচারপতি। জানতে চান, দানিশ টাকা নিয়েছিলেন কি না। মামলাকারীকে জানান, তিনি শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য ওই টাকা তুলেছিলেন। এ কথা শুনেই ক্ষোভ প্রকাশ করে বিচারপতি জানতে চান, শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য এত টাকা কেন নেওয়া হল তা নিয়ে। এরপরই দানিশ ফারুকিকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে বিচারপতিক পর্যবেক্ষণ, কলেজ সার্ভিস কমিশন চাইলে অধ্যক্ষার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে পারে। সঙ্গে এও জানান, মামলাকারীর টাকা নেওয়ার বিষয়ে তদন্ত করবে পুলিশ। উল্লেখ্য, একজন ছাত্র কীভাবে অধ্যক্ষাকে সরানোর আবেদন জানিয়ে মামলা করতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ।

অপেক্ষা মাত্র কয়েক দিনের..

শারোদৎসবের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে একডালিয়ার পুজো মণ্ডপে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল।

আহিরীটোলা সর্বজনীনের পুজো মণ্ডপ হচ্ছে সোমনাথ মন্দিরের আদলে। মাতৃ মূর্তিতে থিমের ছোঁয়া। ছবি: অদিতি সাহা

আধিকারিক মিথিলেশকে নিয়ে রায় পুনর্বিবেচনা করার আর্জি ইডি-র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তের গতি নিয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল ইডি আধিকারিক মিথিলেশ কুমার মিশ্রকে। এরপরই তাঁকে নিয়োগ মামলার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে ওই আধিকারিক পশ্চিমবঙ্গের আর কোনও মামলার দায়িত্ব পাবেন না। এই রায়ের অংশবিশেষ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে এবার আদালতের দ্বারস্থ ইডি। আদালত সূত্রে খবর, ইডিকে এই মামলা দায়ের করার অনুমতিও দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। শুক্রবার হতে পারে সেই মামলার শুনানি।

প্রসঙ্গত, এ রাজ্যে নিয়োগ মামলার তদন্তে দায়িত্বে ছিলেন ইডি আধিকারিক মিথিলেশ কুমার মিশ্র। মামলার শুনানিতে বিচারপতি তাঁকে তদন্ত

সংক্রান্ত প্রশ্ন করলেও সদুত্তর পাননি। তদন্তের গতি এত শ্লথ কেন, তা নিয়েও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় ওই ইডি আধিকারিক মিথিলেশ কুমার মিশ্রকে। এরপরই তাঁর দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ওই দায়িত্ব থেকে সরানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি। সঙ্গে হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, মিথিলেশকুমার মিশ্র এই ধরনের তদন্তের জন্য যোগ্য নন। এরকম একাধিক পর্যবেক্ষণ নির্দেশনামায় তা উল্লেখও করা হয়। তবে রাজ্যের কোনও তদন্তেই দায়িত্ব না দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, রায়ের সেই অংশের পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এছাড়া সেই অংশের পুনর্বিবেচনার আর্জি জানানো হয়।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ইডি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদমর্যাদার অফিসার এই মিথিলেশ মিশ্র। ২০২২ সাল থেকে রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তিনি দায়িত্বে আসার পরই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে ইডি। উদ্ধার হয় নগদ প্রায় ৫০ কোটি টাকা। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য-সহ মোট ৭ জন প্রভাবশালী অভিযুক্তের গ্রেফতারিও হয়েছে তিনি দায়িত্বে আসার পরই।

পুলিশের সম্মতি নেই, মিছিলের আবেদনে আদালতে গিয়ে ভর্ৎসিত শিক্ষক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালতে রীতিমতো রোষের মুখে শিক্ষক সংগঠন। ডিএ বৃদ্ধি সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে মিছিল করতে চায় শিক্ষক সংগঠন 'বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন'। মূলত ডিএ বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে মিছিল করতে চেয়েছিল ওই সংগঠন। শুক্রবারেই মিছিল করতে চায় তারা। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হন সংগঠনের সদস্যরা। তবে এই মিছিল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমকে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে পুলিশ মিছিল নিয়ন্ত্রণ করতে লাঠিচার্জ করতে পারে বলেও মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি।

বৃহস্পতিবার শিক্ষক সংগঠনের মিছিল করার আবেদন শুনেই কার্যত রেগে যান প্রধান বিচারপতি। জানতে চান কাজের সময়ে কেন মিছিল তা নিয়েও। বিরক্তি প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম বলেন, 'রোজ ১৫ টি করে মিছিল হচ্ছে। খবরের কাগজ খুললেই দেখা যাচ্ছে, এই মিছিলের জেরে শিশুরা ভুগছে, বড়দের অফিসে যেতে সমস্যা হচ্ছে।' প্রত্যুত্তরে মামলাকারীর আইনজীবী প্রতীক ধর এদিন প্রধান বিচারপতিকে জানান, 'রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের জন্যই বাধ্য হয়ে এই মিছিল করতে হচ্ছে। ডিএ সহ বেশ কিছু আবেদন আছে। খুব ছোট সংগঠন।' তাই অনুমতি দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন শিক্ষক সংগঠনের সচেতনতা নিয়েও বলেন, 'আপনারা কোনও বিষয়ে সচেতন নন। যে যার নিজের স্বার্থে এই কাজগুলো করছেন। ছোট না বড় মিছিল জানি না। তবে আমার এদের বিষয়ে কোনও রেসপেক্ট নেই। এরা কাউকে মানে না।' এরই রেশ ধরে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'আপনারা রাস্তা ব্লক করে দিন। প্রয়োজনে পুলিশও লাঠি চার্জ করবে, কাঁদানে গ্যাস চালাবে।' পুলিশ মিছিলের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করুক, এমনটাই চান প্রধান বিচারপতি। একইসঙ্গে প্রধান বিচারপতি এই মামলাটির দ্রুত শুনানির প্রয়োজনীয়তা নেই বলেই মনে করেন। এর আগে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মামলা করেছিল এই সংগঠনই। তিন হাজার শিক্ষক একসঙ্গে রাস্তায় নামতে চান জেনে আপত্তি জানিয়েছিলেন বিচারপতি সেনগুপ্তও। তাঁর পর্যবেক্ষণ ছিল, ব্যস্ত দিনে মিছিল করতে হবে অন্য রুট অথবা কোনও ছুটির দিন বেছে নিতে হবে ওই কর্মসূচির জন্য। শিক্ষকরা ক্লাস না নিয়ে কীভাবে একসঙ্গে রাস্তায় নামবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে দেখা গিয়েছিল বিচারপতি সেনগুপ্তকে। পরে তিনি ডেপুটেশন দেওয়ার ও অবস্থানে বসার অনুমতি দেন। তবে বিকাশ ভবন তাঁদের ডেপুটেশন গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ। এরপরই প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেন ওই সংগঠনের সদস্যরা। আজ প্রধান বিচারপচি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, ওদের যেতে দিন রাস্তায়। ওদের পড়াতে হবে না। আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার মিছিল করতে চেয়েছিল বৃহত্তর গ্র্যাজুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। তবে প্রধান বিচারপতি এই মামলা দ্রুত শোনা প্রয়োজন বলে মনে করছেন না। তাই পুজোর ছুটির পর ফের শোনা হবে বলে জানান প্রধান বিচারপতি।

রাজভাষা সমারোহ অনুষ্ঠান পিএনবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কলকাতা দক্ষিণের জোনাল অফিসে গত বুধবার বিভাগীয় প্রধান শ্রবণকুমারের সভাপতিত্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হিন্দি ভাষার প্রসারে অনুষ্ঠান হয়। লালা লাজপত রায়ের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ও মা সরস্বতীকে বন্দনা করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিভাগীয় প্রধান বলেন, 'আমাদের ব্যাঙ্কও সবসময় হিন্দি ব্যবহারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। পিএনবি ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সরকারি ভাষা বিভাগ থেকে রাজভাষা কৃতির জন্য প্রথম পুরস্কারও পেয়েছে। হিন্দি দু'টি ভাষার মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে। আমাদের হিন্দি ভাষাকে কোনো একটি দিন বা মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। এই ভাষার প্রয়োগ সারা বছর হওয়া উচিত।' হিন্দি দিবসে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয় এদিন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিনিয়র ম্যানেজার অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রমোদ কুমার শ এবং প্রধান ব্যবস্থাপক অভিজিৎ কুমার ঘোষ ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ করেন।

দুর্গাপুজোয় কেদারনাথ দর্শন করাবে মহম্মদ আলি পার্ক

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: বহুতলে মোড়া মধ্য কলকাতায় হঠাৎ-ই নজরে আসবে কেদারনাথ। এই কেদারনাথের একটা আলাদা জনপ্রিয়তা রয়েছে সমগ্র হিন্দুদের কাছে। কারণ, এটা হিন্দুদের কাছে পবিত্র দেবভূমি। আবার ভ্রমণ পিপাযুদের কাছে পর্যটনস্থলও বটে। কথিত আছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভীষণ অনুতাপে ভুগতে থাকেন পঞ্চপাণ্ডব। কারণ, এই ধর্মযুদ্ধে তাঁরা নিধন করেছিলেন তাঁদের আত্মীয় পরিজনদেরই। সেই পাপস্খলনের জন্য পঞ্চপাণ্ডব মহর্ষি বেদব্যাসের শরনাপন্ন হলে তিনি মহাদেবের দর্শনে হিমালয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন পাণ্ডবদের। এদিকে পঞ্চপাণ্ডবকে দর্শন দিতে মোটেই রাজি ছিলেন না দেবাদিদেব মহাদেব। তাই তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। পাণ্ডবরাও ছাড়ার পাত্র নন, তাঁরাও শিবের পিছু নেন। শেষে উপায় না পেয়ে শিব মহিষের রূপ ধারণ করেন। সেই মহিষরূপী শিবকে জাপটে ধরেন মহাশক্তিধর দ্বিতীয় পাণ্ডব। ভীমের বলে মহিষরূপী শিবের অঙ্গ পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে পাঁচটি স্থানে ছিটকে পড়ে। কেদারে পড়ে পশ্চাৎ ভাগ, মদমহেশ্বরে নাভি, তুঙ্গনাথে বাহু, রুদ্রনাথে মুখ, কল্পনাথ বা কল্পেশ্বরে পড়ে তাঁর জটা। হিমালয়ের এই পাঁচপূণ্য ভূমি পঞ্চ কেদার নামে পরিচিত। কেদারে এসে এই পঞ্চ কেদার দর্শন না করলে নাকি কেদার দর্শনের পুণ্য সম্পন্ন হয় না। একদা নারায়ণ মাটি দিয়ে মূর্তি গড়ে শিবের পুজোও করেন। তাতে সন্তুষ্ট হয়ে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে তিনি কেদারে আসেন। তখন থেকেই কেদারে তাঁর বসবাস শুরু। ফলে এই কেদারনাথ পরিচিত শিবক্ষেত্র হিসেবেও।

কেদারনাথ মন্দির উত্তর ভারতের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৫৮৪ মিটার উচ্চতায় মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থিত। কেদারনাথ মন্দির উত্তরাখণ্ডের চার ধাম ও পঞ্চ কেদারের একটি অংশ এবং ভগবান শিবের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের একটি রয়েছে এখানে।

তবে কেদারনাথে যাওয়া কিন্তু মোটেই মুখের কথা নয়। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চড়াই-উৎরাইয়ে কেদারের পথ অত্যন্ত কঠিন। ফলে এই সব বাধাবিঘ্নকে জয় করে খুব কম মানুষই পৌঁছাতে পারেন শিবের দুয়ারে। এরই পাশাপাশি এটাও সত্য যে, কেদারনাথে গিয়ে দেবাদিদেব মহাদেবের দর্শন মিলবে তাও কিন্তু নয়। প্রকৃতি কখন কী রূপ ধারন করবে তা বোঝাও অত্যন্ত দুরূহ।

এই কেদারনাথই থিম হিসেবে উঠে এসেছে ২০২৩-এর মহম্মদ আলি পার্কের দুর্গাপুজোয়, এমনটাই জানান মহম্মদ আলি পার্ক পুজো কমিটির সম্পাদক সুরেন্দ্র কুমার শর্মা। থিমের নামকরণ করা হয়েছে 'শিব ও শক্তি'। যেখানে প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে কেদারনাথ মন্দিরেরই অনুকরণে। যাতে কেদারনাথ ভ্রমণের এক বাস্তব অনুভূতি মেলে মহম্মদ আলি পার্কের পুজো মণ্ডপ প্রাঙ্গনে পা রাখলেই। শুধু তাই নয়, থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিমার রূপদান করছেন মেদিনীপুরের বিখ্যাত কারিগর কুশ বেরা। সঙ্গে রয়েছে থিমের সঙ্গে মানানসই আলোকসজ্জাও। শুধু মণ্ডপ বা প্রতিমাই নয়, চন্দননগরের এই আলোকসজ্জা নজর কাড়বে দর্শনার্থীদের, এমনটাই মনে করেছেন পুজো উদ্যোক্তারা। এই প্রসঙ্গে পুজো কমিটির সম্পাদক এও জানান, 'আমরা কেদারনাথ মন্দিরের প্রতিরূপ নির্মাণের ধারণা নিয়ে এসেছি কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাঁদের কেদারনাথে

যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও তা নানা কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এবার এই প্যান্ডেলের মাধ্যমে তাঁরা ওই মন্দিরের আভাস পেতে পারেন। শুধু তাই নয়, পবিত্র মন্দির হিসেবে এই মণ্ডপকে তাঁরা অনুভবও করতে পারবেন। সঙ্গে শিবের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের একটির দর্শনও হবে তাঁদের।

এই প্রসঙ্গে মহম্মদ আলি পার্কের পুজো সম্পর্কে দু-একটা কথা না বললেই নয়। বহু বছর ধরে এই মহম্মদ আলি পার্ক মধ্য কলকাতার অন্যতম সেরা দুর্গাপুজো হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে। এই পুজোয় নজর কাড়তো প্যান্ডেল। কারণ, বিশেষ কোনও স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত হতো বিশালাকার প্যান্ডেল। প্যান্ডেলের কাজ এতটাই সূদ ছিল যে তার সঙ্গে প্রকৃত স্থাপত্যের কোনও তফাৎ করা কঠিন। সঙ্গে থাকতো নজর কাড়া প্রতিমাও। যাঁকে দর্শন করলে শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে যেত। আর সেই কারণেই মহম্মদ আলি পার্ক দুর্গাপুজো সমিতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভাগে বেশ কয়েকটি পুরস্কারও জিতেছে। সব মিলিয়ে বহুকাল ধরে এটি কলকাতার এক নজরকাড়া দুর্গাপুজো হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউথ অ্যাসোসিয়েশনের হাতে এই পুজো শুরু হলেও বিগত কয়েক বছরে পুজোর আকার অনেকটাই ছোটো হয়ে যায়। তবে এবার এই পুজো পা রেখেছে ৫৫ বছরে। পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি, এবছর ফের ধরা পড়বে জাঁকজমকের সেই পুরনো ছবিটা। সঙ্গে সাজসজ্জাতেও থাকছে বাড়তি চমক। ফলে মহম্মদ আলি পার্কের পুজোকে ঘিরে যে উন্মাদনা দেখা যেতো, সেই চেহারা এবার ফের দেখা যাবে ২০২৩-এর পুজোতে।

সম্পাদকীয়

লিটল ম্যাগাজিনকে বাঁচানো খুবই জরুরি

প্রতিনিয়ত কয়েকশো লিটল ম্যাগাজিন্ জন্ম নিচ্ছে এবং কয়েকশো অকালে মৃত্যুবরণ করছে। তবু লিটল ম্যাগাজিনের স্রোত আবহমান কাল ধরে চলে আসছে সাহিত্যের জগতে। অথচ, লিটল ম্যাগাজিনে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের দু'কলম লিখতে বড় কষ্ট। বহু খ্যাতনামা এবং প্রথিতযশা সাহিত্যিকের সাহিত্যের বীজ বপন হয়েছে কোনও না কোনও লিটল ম্যাগাজিনে। কিন্তু উপরে উঠে গেলে অনেকে আর ফিরে তাকান না শুরুর সিঁড়িটির পানে। মফস্‌সল এলাকার লিটল ম্যাগাজিন্‌কে আরও অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করা হয়। এমনটা কেন হবে? ছোট পত্রপত্রিকা না বাঁচলে, মফস্‌সল এলাকার সাহিত্য না বাঁচলে, মূল ধারার সাহিত্য এক দিন ফল্গু নদীর মতো অপসংস্কৃতির মরুভূমিতে মিশে যাবে। লিটল ম্যাগাজিন্ বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা অর্থ। অনেক আশা নিয়ে এক দল নতুন সাহিত্যিক নতুন নামে, উদ্যমে একটা সাহিত্য পত্রিকা তৈরি করেন। দু'একটি সংখ্যা প্রকাশ করার পর উন্নাসিকতা, প্রথিতযশাদের অবহেলা এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে অপমৃত্যু ঘটে। লিটল ম্যাগাজিন্ কেউ কিনতে চান না। সৌজন্য সংখ্যার দাবিদার প্রচুর। কিন্তু ছোট্ট একটা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করতে বর্তমান পরিস্থিতিতে কত খরচ হয়, তার হিসাব কে রাখে! ফলে প্রাপক পত্রিকা নিয়ে ধন্য করেন প্রকাশককে, মূল্য দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। ব্যতিক্রমী দু'-এক জন অবশ্যই আছেন। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ব্যক্তিদ্বন্দ্বও লিটল ম্যাগাজিন্‌কে স্বল্পায়ু করেছে। পত্রিকা কমিটির মধ্যে ইগোর লড়াই, ভুল বোঝাবুঝি এবং খুঁত খোঁজাখুঁজি চলতেই থাকে। ফলে, সম্পাদক একা হয়ে পড়েন। অচিরেই পত্রিকা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। সমাজমাধ্যমের দৌলতে লিটল ম্যাগাজিনের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। মোবাইল-নির্ভর জীবন পত্রপত্রিকার প্রয়োজনীয়তা অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। যেখানে বড় পত্রপত্রিকাই বর্তমানে অসম প্রতিযোগিতার সঙ্গে লড়াই করছে, সেখানে ছোট ছোট পত্রিকার হাল সহজে অনুমান করা যায়। পত্রপত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থার বিজ্ঞাপন। লিটল ম্যাগাজিন্ যে-হেতু কম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, কম ব্যক্তির কাছে পৌঁছয়, সে কারণে বিজ্ঞাপনদাতারা পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন না, তাঁরা হয়ে ওঠেন অনুদানদাতা। ফলে অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে লিটল ম্যাগাজিন্ বেরিয়ে আসতে পারেনি। সুকুমার প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে এবং বাঁচিয়ে তুলতে না পারলে দশ এবং দেশের কখনও ভাল হতে পারে না। আর সাহিত্যচর্চা সুকুমার প্রবৃত্তিকে লালন-পালন করার অন্যতম মাধ্যম। সাহিত্যচর্চা শুরু হয় ছোট ছোট পত্রিকার মাধ্যমে। প্রাথমিক ভুলভ্রান্তি কাটিয়ে উঠে সাহিত্যের বীজতলা তৈরি করতে লিটল ম্যাগাজিনের সাহচর্যের কোনও বিকল্প নেই। তাই লিটল ম্যাগাজিনের সর্বজনীন পৃষ্ঠপোষকতা দরকার।

শাশ্বত কথা

বোধশক্তি ও নিয়ন্ত্রণ

ঈশ্বর মানুষকে যে বোধ (মনন) শক্তি প্রদান করেছেন, তার অভিপ্রায় হলো এই যে, স্বজাতীয় অন্যান্য অধিকাংশ মানুষের মতো সে পশুবৎ অনুকরণ না করে নিজের অর্জিত জ্ঞানের সহায়তায় প্রত্যেক ব্যাপারে শুভ-অশুভ বিবেচনায় নিজের বোধশক্তিকে প্রয়োগ করবে। (বস্তুতঃ) তখনই এই ঈশ্বরদত্ত (ক্ষমতা) বোধশক্তি সার্থকতা লাভ করবে।

— **রামমোহন রায়**

অভিকর্ষ গ্রহসমূহের গতির বিষয়টি ব্যাখ্যা করে, কিন্তু এটি ব্যাখ্যা করতে পারেনা, কে গ্রহগুলোকে গতিশীল হিসেবে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করে দিলে। ঈশ্বর সকল কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যা কিছু ঘটছে বা যা কিছু ঘটা সম্ভব তার সবই তিনি জানেন।

— **স্যার আইজ্যাক নিউটন**

জন্মদিন

আজকের দিন

অশোককুমার

১৯১১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অশোককুমারের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় মেহতাব হোসেনের জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হনুমা বিহারীর জন্মদিন।*

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী

সংহিতা বাগচি

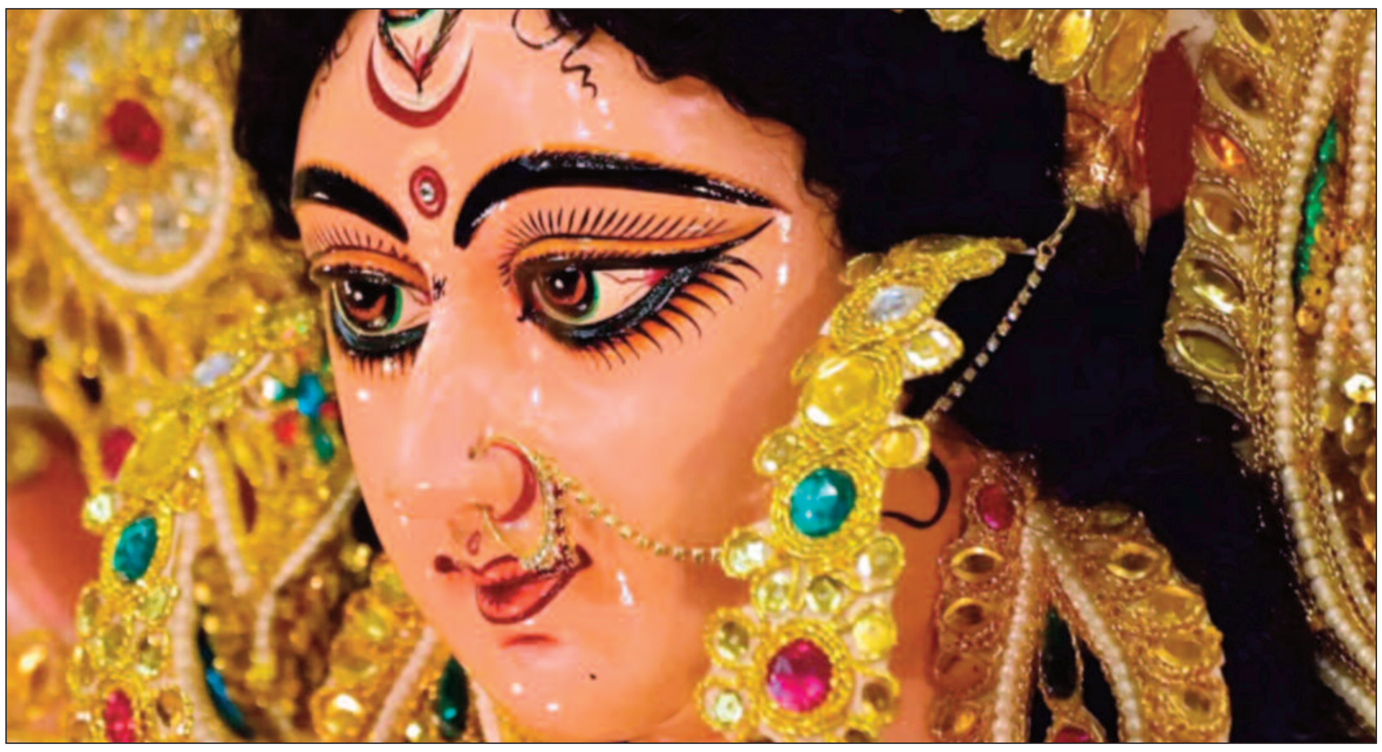

আট বছরের বাচ্চু সকালে ইস্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরে একছুটে পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে চলে যাবে। বাচ্চুর মর্নিং স্কুল। সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে বাড়ি চলে আসে ও। স্কুলে সারা সময় মন পড়ে থাকে পুজো প্যান্ডেলে। প্যান্ডেলে এখন ঠাকুর গড়া হচ্ছে। সেই তিন বছর বয়স যখন, ও গুটি গুটি পায়ে হাঁটতে শিখেছে, তখন থেকে বাড়ির নমিতাদির হাত ধরে সকাল থেকে পুজো প্যান্ডেলে চলে আসত বাচ্চু। মায়ের মূর্তি গড়া দেখত মুগ্ধ চোখে। এখন নিজে চলে আসে। সবে একমেটে সাদা রং দেওয়া হয়েছে ।এরপর আসল রং, তেল পালিশ হবে। তারপর চক্ষুদান করে মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। নানা অলংকারে অস্ত্রে সেজে উঠবেন। বছর ঘুরে দুগ্গা মা যে আসছে সবার ঘরে।

ছোট্ট মেয়ে বাচ্চুর মতো পৃথিবী জুড়ে যেখানে যত বাঙালি আছেন, সারা বছর অপেক্ষা করেন এই ক'টি দিনের জন্য। দেশে ও প্রবাসে, যে যেমন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হোন-না-কেন, এই চারদিন আকণ্ঠ বাঙালিয়ানায় ডুবে থাকতে চান সবাই। বাঙালির প্রাণের উৎসব, দুর্গোৎসব। দুর্গা পূজাকে সম্মান জানিয়ে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউনেস্কো ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ ঘোষণা করেছে। বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিশ্বের দরবারে সম্মান পেয়েছে। এই বছর ১৭ সেপ্টেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সম্মানে ভূষিত হয়েছে। গোটা পৃথিবীতে বিশ্বভারতী একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেটা চালু থাকা অবস্থায় এই সম্মান লাভ করল।

দুর্গোৎসবে সমাজের সব স্তরের, সব প্রান্তের মানুষ যাতে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠতে পারেন, তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত কয়েক বছরের মতো এই বছরেও পুজো কমিটিগুলোকে অর্থনৈতিক অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২৩ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন বড় ও মাঝারি পুজো উদ্যোক্তাদের এ বছর ৭০,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হবে। গত বছরের থেকে আরও দশ হাজার টাকা বেশি অনুদান দেওয়া হবে। তার ওপর প্রতি বছরের মতো এই বছরেও বিদ্যুতের বিলে ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এই বছর ক্লাবগুলোকে ২৫ শতাংশ বিদ্যুতের দাম দিতে হবে। বাকি বিদ্যুতের খরচ সরকারি অনুদান। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে গোটা রাজ্যের বড় ও মাঝারি মাপের মোট ৪০,০০০ পুজো কমিটিকে অনুদান দিতে যে বিপুল পরিমাণ খরচ সরকারকে বহন করতে হবে, সেই খরচ কি সমর্থনযোগ্য? শুধু কলকাতাতে এই সুবিধা পাবে ৩০০০ পুজো কমিটি। এছাড়া আছে আবাসনের পুজো। বাকি ক্লাব যারা এই আর্থিক সাহায্য পাবে, তারা গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে আছে। অনুদান দিতে সরকারের মোট খরচ হবে ৩৫০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২৮০ কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকে আসবে, আর বাকি ৭০ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল এবং সরকার ক্লাবগুলোকে যে বিজ্ঞাপন দেবে, সেখান থেকে দেওয়া হবে। এই অর্থের পরিমাণ চন্দ্রযান-৩ অভিযানের জন্য যে খরচ হয়েছে, অর্থাৎ ৬১৫ কোটি টাকা; তার ৫৭ শতাংশ।

মানুষের মনে প্রশ্ন উঠছে, সাধারণ মানুষের করের টাকা খরচ করে যে অনুদান ক্লাবগুলোকে দেওয়া হবে, সেটা কতদূর ন্যায়সংগত? যে টাকা রাজ্য সরকার খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুজো অনুদান হিসেবে, রাজ্য অর্থনীতিতে এর প্রভাব কীভাবে পড়বে ? অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা রাজ্যের জিডিপি-তে প্রভাব তৈরি হবে কিনা, সে সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠতে পারে। অনেকে বলছেন পশ্চিমবঙ্গের মতো ছোট রাজ্যের ক্ষেত্রে, যেখানে কোনো শিল্পক্ষেত্র এখন শক্তিশালী নয়, সেখানে দুর্গা পুজোর জন্য টাকা বিনিয়োগ অপব্যয় ছাড়া কিছু নয়। কোনো গঠনমূলক ক্ষেত্রে যদি রাজ্য সরকার এই টাকা বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিত, সেক্ষেত্রে রাজ্যের অর্থনীতিতে সদর্থক প্রভাব তৈরি হত বলে বিরোধী দলগুলো মনে করছেন। আসুন, আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করি দুর্গা পুজোর প্রভাব রাজ্যের অর্থনীতিতে কতটা?

রাজ্য সরকারের অনুদান শুধুমাত্র কলকাতার বিগ বাজেটের মেগা পুজো কমিটিগুলো পাচ্ছে না, জেলাস্তরে মাঝারি মাপের অনেক ক্লাবের এতে সুবিধা হবে। কলকাতায় তো মাত্র ৩০০০ ক্লাব, তার মধ্যে ৫০০টি ক্লাব বিগ বাজেটের পুজো করে। ২০০-র বেশি ক্লাবের পুজো বাজেট থাকে ১ কোটি টাকার বেশি। সুতরাং বিশাল মাপের পুজো করেন যে ক্লাবগুলি, তাদের কাছে সরকারি অনুদান সম্মান লাভ করা। কিন্তু জেলার ক্লাবগুলোর কাছে এই অনুদান খুব গুরুত্বপূর্ণ। দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়। এই উৎসব বাংলার সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

ব্রিটিশ ভারতে এই পুজো কলকাতার ও জেলার বনেদি জমিদার এবং ব্যবসায়ী পরিবারগুলির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে ধর্মীয় উৎসবের সীমা ছাড়িয়ে সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে দুর্গা পুজো বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। মা দুর্গা আর দেশমাতৃকা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে সেদিন এক হয়ে গিয়েছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বাগবাজার সর্বজনীন, সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোর সঙ্গে একাত্মভাবে জড়িয়ে ছিলেন। এই পুজোগুলো ও হাওড়া শহরের বেশ কিছু পুজো বিপ্লবীদের গুপ্ত কর্মকাণ্ড ও গোপন আশ্রয়স্থল ছিল। বাঁকুড়া ও উত্তরবঙ্গের বনেদি বাড়ির অনেক পুজো বিপ্লবীদের সহায়তা করত।

স্বাধীনতার পর দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে বাঙালির ভাবনা, শিল্পবোধ, চেতনা আবর্তিত হয়েছে। ধর্ম, বর্ণ, আর্থিক পরিচয়ের বৈষম্য ভুলে গিয়ে সব বাঙালি এক হয়ে যায় এই উৎসবে। এই পুজো প্রকৃত অর্থে সার্বজনীন। সেইজন্য ২০২১সালে ইউনেস্কো একে কালচারাল হেরিটেজ-এ সম্মানিত করেছে। কিন্তু দুর্গা পুজো তো কেবল সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় উৎসব নয়; রাজ্যে এর অর্থনৈতিক প্রভাব অসীম। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে যখন এই পুজো সর্বজনীন রূপ ধারণ করে, তখন থেকে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভাবনা উদ্যোক্তারা ভেবেছিলেন। স্বাধীনতার পর থেকে এই উৎসবের জাঁকজমক উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯১ সালে মুক্ত অর্থনীতির ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকার করার ফলে তার প্রভাব বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসবে পড়তে শুরু করে। করপোরেট কোম্পানিগুলো নিজেদের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্র হিসেবে বড় বাজেটের পুজোগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম পুজো কমিটিদের অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। ১০,০০০ টাকা অনুদান প্রথম বছরে ২৪,০০০ ক্লাবকে দেওয়া হয়েছিল। ২০১৯-এ এই অনুদান বেড়ে হয় ২৫,০০০ টাকা। ২০২০ সালে এই এই অনুদান দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। গতবছর সরকারের পুজো অনুদান ছিল ৬০,০০০ টাকা এবং এই বছর আরও দশহাজার টাকা বাড়িয়ে ৭০,০০০ টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১৯ সালে ব্রিটিশ কাউন্সিল-এর করা সমীক্ষা অনুযায়ী রাজ্যের জিডিপি-র ২.৫৮ শতাংশ দুর্গাপুজোর ওপর নির্ভরশীল। এই বছর নিশ্চয়ই এই শতাংশের হার আরও বাড়বে। ২০২২ সালে দুর্গোৎসবের ফলে ৫০,০০০ কোটি টাকার আর্থিক টার্ন ওভার ছিল। রাজ্য সরকার এবং অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন এই বছর দুর্গা পুজোর অর্থনৈতিক টার্ন ওভার বেড়ে ৬০,০০০ কোটি টাকা হবে।

দুর্গা পুজোর সঙ্গে সরাসরি বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হন ৩ লাখ মানুষ। প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয় গরমকাল থেকে। কুমারটুলি, কৃষ্ণনগর, হাওড়া শহরের প্রতিমা শিল্পীদের পাড়াগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কলকাতার বড় পুজোগুলোর মণ্ডপ তৈরি ও সাজসজ্জার কাজ শুরু হয় মে-জুন মাস থেকে। আর্ট কলেজ থেকে সদ্য পাস করা তরুণ-তরুণীরা কলকাতা, হাওড়ার মাঝারি মাপের থিম পুজোগুলোর পরিকল্পনা ও রূপায়নের দায়িত্ব লাভ করেন। তাঁদের অনেকের কর্মজীবন শুরু হয় এই থিম পুজোয়। জেলাতেও আজকাল থিম পুজোর রমরমা। জেলার শিল্পীরা এই থিম পুজোগুলো দায়িত্ব নিয়ে রূপায়ন করে বিভিন্ন পুরস্কার পান। কম বাজেটে এঁরা খুব সুন্দর শিল্প সৃষ্টি করেন। সবকিছু হয় ওই চারদিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে। কত মানুষ এই তিন-চারমাস যা রোজগার করেন, সেই টাকায় সারা বছর সংসার প্রতিপালন করেন। আবার একটা বছরের অপেক্ষা।

প্রতিমার গয়না, অস্ত্র, সাজসজ্জা, ডাকের বা শোলার সাজ তৈরি বেশ কয়েক হাজার মানুষের জীবিকা। থিম পুজোর প্রচলনের জন্য এঁদের কাজের চাহিদা এখন অনেক কমে গেছে। জেলার মাঝারি মাপের পুজোগুলো অনুদান পেলে যদি এঁদের তৈরি শিল্প কেনেন, তাহলে অনেক পরিবারের রুজিরোজগার সম্ভব। শুধু প্রতিমা শিল্প বা মণ্ডপ শিল্প নয়, শহরের ক্লাবগুলো গ্রামের লোকশিল্পীদের নিয়ে আসেন মণ্ডপে নাচগান, অভিনয় ইত্যাদি প্রদর্শন করার জন্য। শহরের মানুষ যেমন এই পৃষ্ঠপোষকহীন প্রায় লুপ্ত লোকশিল্পের স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন, তেমনি এঁরাও অর্থনৈতিক সাফল্যের মুখ দেখতে পান।

দুর্গোৎসব কেবলমাত্র মাইক্রোইকনোমিক্সে প্রভাব বিস্তার করে বা উন্নতির সহায়ক মা নয়; ম্যাক্রোইকনোমিক্স বা রাজ্যের বাজার অর্থনীতি, মোট বাৎসরিক লেনদেন, কর বা জিএসটি - এসব ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব প্রচুর। দুর্গাপুজো ও তার পরবর্তী উৎসবের মরশুম উপলক্ষে এই রাজ্যের খুচরো বাজারে সবচেয়ে বেশি অর্থনৈতিক লেনদেন হয়।শাড়ি থেকে গাড়ি - সবকিছু চাহিদার জোগান ব্যবসায়ীরা আনন্দের সঙ্গে দিয়ে যান। ক্রেতা আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন শুরু হয়ে যায় দু-মাস আগে থেকে।

শাড়ি, গয়নার বড় দোকানগুলো থেকে শুরু করে বিগ করপোরেট - সবাই কলকাতা ও অন্যান্য শহরের বড় পুজোগুলো বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়। শ্রীভূমি, একডালিয়া, সিংহি পার্ক, ম্যাডক্স স্কোয়ার অথবা গত কয়েক বছরে শিরোনামে উঠে আসা পুজো চেতলা অগ্রণী, সুরুচি সংঘ, শিবমন্দির, বোসপুকুরের মতো পুজো, যেগুলো পাঁচ দিনে লক্ষ লক্ষ দর্শক টেনে নিয়ে আসে; সেই পুজো মণ্ডপগুলোর তিন কিলোমিটার দূর থেকে বিজ্ঞাপনে রাস্তা ঢেকে যায়। মানুষের চোখ ও মস্তিষ্কে সরাসরি প্রভাব তৈরি করার এর চেয়ে ভালো মাধ্যম আর হতে পারে না। বিশেষ পুজোর ঠাকুর কোনো বিশেষ দোকানের গয়নায় সেজে ওঠেন। প্যান্ডেলে যারা ভলান্টিয়ার থাকে তাদের জামা কোনো বিশেষ কোম্পানির স্পনসর করে। জামায় লোগো আঁকা থাকে। এমনকি ঢাকিদের জামাও কোনো করপোরেট থেকে স্পনসর করা হয়। ২০১৯ সালে পুজোর বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ ছিল ৫০০ কোটি টাকা। এখন আর করোনার চোখ রাঙানি নেই। এই বছর নিশ্চয়ই বাজেট আরও বেশি হবে। কনফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এস. পোদ্দার বলেছেন, পুজোর মরশুমে মোট আর্থিক লেনদেন ২০-৩০ শতাংশ বেড়ে যাবে। এ বছর মুদ্রাস্ফীতি খুব বেশি, সেজন্য কম জিনিস বিক্রি করে বেশি লাভের সম্ভাবনা। পাইকারি ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, এই মরশুমে গোটা বছরের বিক্রির ৮০-৮৫ শতাংশ হবে।

পুজোর সময়ে সবচেয়ে বেশি পর্যটক অন্য রাজ্য থেকে কলকাতা আসেন। রাজ্য সরকার আশা করছে এ বছর বিদেশি পর্যটকদের ভিড় আরও বাড়বে। ইস্টার্ন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুর‍্যান্টের অ্যাসোসিয়েশনের সুদেশ পোদ্দার বলেছেন, হোটেল ব্যাবসা লাভের মুখ দেখবে।

বিক্রি ও ব্যাবসা বাড়লে কর ও জিএসটি-র পরিমাণ বাড়বে, ফলে রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। রাজ্য জিএসটি কমিশনার খালিদ আনোয়ার বলেছেন, রাজ্যের পণ্য এবং পরিষেবা কর থেকে রাজ্যের আয় বাড়ছে । উৎসবের মরশুমে আশা করছি ২০ শতাংশের ওপর আয় এই আর্থিক বছরে বাড়বে।

সুতরাং সব মিলিয়ে এই বছর পুজো জমজমাট। মানুষের হাতে টাকা থাকলে ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। ক্লাবগুলো সাধারণ মানুষকে যত বেশি কাজ দেবে, রাজ্যের আর্থিক লেনদেনে সদর্থক প্রভাব পড়বে। রাজ্য সরকার যে টাকা পুজো উপলক্ষে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আশা করা যায় তার থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়া যাবে।

সমাজে সবুজ সর্বত্র বিপর্ন

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর সব সম্পর্কগুলো আজ এলোমেলো। যার মাথায় রয়েছে ভালোবাসা। সত্যিকারের ভালোবাসা আর ক'জনের জোটে! কিছুটা মা বাবা ছাড়া সব ফাউ। আসলে সব রঙ মিলেমিশে হয়েছে কালো। চরম বন্ধু কখন শত্রু হয়ে যাবে তা আপনি টেরও পাবেন না। ভাই বোন আস্তে আস্তে কখন দূরে চলে যাবে বুঝতেও পারবেন না। আপনি আপনার বস, আপনার কলিগ,আপনার পরিচিত, আত্মীয় কখন খুব দূরে চলে যাবে আপনি জানতেও পারবেন না। কোনো না কোনো টুকরো স্বার্থবিঘ্নতা এর কারণ। দেখা গেলো আপনি উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু আপনার মার্জিত বোধ একেবারেই তলানিতে! দেখা গেলো আপনি বিরাট ধনী কিন্তু আপনার মন খুবই ছোট। ফলে কি লাভ আপনার এ মানব জন্মে? আমি বা আমরা যা পারি তা করি না। করতে চেষ্টা করি না। অনেক কালোর মধ্যে হয়তো একটু সাদা আছে। কিন্তু কালোর পাশে থাকতে থাকতে সে কখন ফ্যাকাসে হয়ে যাবে তা আমরা নিজেরাও টের পায় না। এই আমাদের অবস্থা।

না, প্রাকৃতিক সবুজের কথা বলছি না। সে ধংস তো রোজই দেখছি। বলছি মানবতার সবুজের কথা। তার দহন যে প্রতি মুহূর্তে হচ্ছে! এখন খুব কষ্ট করে খুঁজতে হয় ভালো জায়গাটা কোথায়। কারণ কালো জায়গায়-ই সব ভর্তি। 'কালো 'একটা রং জানতাম। ছোটবেলা থেকে। এখন মনেহয় 'কালো 'কোনো রং নয়। ' কালো ' একটা সিস্টেম। 'কালো 'একটা অভ্যাস। 'কালো 'একটা পরম্পরা। আসলে কালো হলেই ভালো। সেই-ই সবুজ কে মারে। এক প্রকার জোর করেই মারে। তাই সবুজ আজ বাঁচে না। বোধহয় জন্মায়ও না। মনে হয় ভ্রুনেই বিনষ্ট হয়। তাহলেই ভাবুন কেমন সে হৃদয়, ভাবতে গেলেও ভীষণ ভয় হয়।

পৃথিবীর সব সম্পর্কগুলো আজ এলোমেলো। যার মাথায় রয়েছে ভালোবাসা। সত্যিকারের ভালোবাসা আর ক'জনের জোটে! কিছুটা মা বাবা ছাড়া সব ফাউ। আসলে সব রঙ মিলেমিশে হয়েছে কালো। চরম বন্ধু কখন শত্রু হয়ে যাবে তা আপনি টেরও পাবেন না। ভাই বোন আস্তে আস্তে কখন দূরে চলে যাবে বুঝতেও পারবেন না। আপনি আপনার বস, আপনার কলিগ,আপনার পরিচিত, আত্মীয় কখন খুব দূরে চলে যাবে আপনি জানতেও পারবেন না। কোনো না কোনো টুকরো স্বার্থবিঘ্নতা এর কারণ। দেখা গেলো আপনি উচ্চ শিক্ষিত কিন্তু আপনার মার্জিত বোধ একেবারেই তলানিতে! দেখা গেলো আপনি বিরাট ধনী কিন্তু আপনার মন খুবই ছোট। ফলে কি লাভ আপনার এ মানব জন্মে? আমি বা আমরা যা পারি তা করি না। করতে চেষ্টা করি না। অনেক কালোর মধ্যে হয়তো একটু সাদা আছে। কিন্তু কালোর পাশে থাকতে থাকতে সে কখন ফ্যাকাসে হয়ে যাবে তা আমরা নিজেরাও টের পায় না। এই আমাদের অবস্থা।

ভালোবাসা একটি বিশ্বাস। কিন্তু ক'জনের সেটা জোটে। আমরা একটা মিথ্যার আবহে গড়ে উঠছি। সেই ছোটবেলা থেকে। যা প্রভাব পড়ছে নিজের উপর। মানে সমাজের আরোপিত ত্রুটি কখন নিজের ঘাড়ে এসে পড়লো তা আপনি নিজেই জানতে পারবেন না। কারণ আপনার জানার বোধ হারিয়েছে কবেই। আপনি এ ভাবেই গড়ে উঠেছেন। সুতরাং আপনি কাউকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। এর ফলে আপনার মনের সবুজ সহজে হারিয়ে যাচ্ছে। আপনি কাউকে ভালো ভাবতেই পারেন না। কারণ আপনি বার বার ঠকেছেন। তাই আপনার আর কাউকে কিছু বলার সাহস নেই। কারণ আপনি প্রতিবাদ ভুলে গেছেন। আপনি মুখ ও বধির হয়ে গেছেন। সুতরাং মনের সবুজরা তো সহজে পালাবেই। কারণ আপন নিয়মে ধেয়ে আসা 'কালো 'আপনাকে বাধা দেবে। দেবেই।

তবে এটা বলছি না যে সব সবুজ অবুঝ হয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে। এখনও ভালো আছে। মানে আলোও আছে। এখনও এই শহরে একজন মানুষ আরেজন মানুষকে উদ্দেশ্য ছাড়াই উপকার করে। এখনও আমাদের দেশের সব আইন একেবারে নির্মূল হয়ে যায় নি। এখনও সৎ নেতা আছে। এখনও পুলিশ অনেক সততার সঙ্গে কাজ করে। এখনও এ শহর আমার আপনার সরল পরিবেশে কাজ করে। এখনও অন্যের সন্তানকে নিজের সন্তান ভেবে অনেকে ভালোবাসে। এখনও প্রেম, ভালোবাসা শেষ হয়ে যায়নি। এখনও বিশ্বাস পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় নি। এখনও ব্যাকুলতা আছে। এখনও আবেগ আছে। এখনও ভালো থাকা ও ভালোরাখা আছে। এখনও আত্মীয় বন্ধু কোনো না কোনো পরিচিত বিপদে সাহায্যে এগিয়ে আসে। তবে এত কিছু যখন আছে তবে কষ্টটা কোথায়? কষ্টটা সততা, সরলতা এত কম বলে। আমরা জানি আমাদের কলকাতা সহর অনেক ফ্রেন্ডলী। অচেনা মানুষ এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। আপনি আমি সকলে ভালোটা বুঝি। তবে কেন আমরা ভালোটা সকলে করে উঠতে পারি না! আসলে কালোটার ভাগ এতটাই বেশি যে সব কালো মিলেমিশে ভালো মানে সবুজই আজ বিপর্ণ।

আমি এমন একজনকে চিনি যে ছেলে হিসেবে, স্বামী হিসাবে, বাবা হিসাবেও কোনো জায়গায় সমাদর পায়নি। অথচ সে সব জায়গায় নিজের কর্তব্য করে গেছে। মিথ্যে আশ্রয় নেয় নি। সমাজে সে ভালো ছেলে। কিন্তু এই সত্যটি ধরে রাখা বেশিদিন সম্ভব হয়নি। কারন সমাজ কিছু সময়ে স্রোতের তালে চলে। কখন চোখের জল গরম জল হয়ে যায় তা সে নিজেও জানে না। আসলে অনেক কান্নার পর এমনই হয়। এখন প্রশ্ন হলো এ সমাজ তাকে কি দিল? তবে তার সব কালোর চাপে সবুজ নষ্ট হয়ে গেলো না! কিন্তু সবুজের এত জোর যে সে আজও মেরুদন্ড সোজা করে আছে। লড়াই করছে। দেখতে চায় এর শেষ কোথায়। জানি না সে শেষ অবধি পারবে কি হারবে। তবে এটা জানি সে লড়বে। সে লড়াই ছেড়ে যাবার মানুষ নয়। তাকে বোঝাতেই হবে এ ভাবেও ফিরে আসা যায়। আবার উল্টোটাও আছে। সারা জীবন শুধু বাতেলা,মাতলামি, দেখানো, সবজান্তাগিরি, মাতব্বরি করে গেলো অথচ সমাজে তার কি বিরাট নাম। ঘরে বাইরে কি সম্মান। তার মতো মানুষ হয় না। তবে?

এখন প্রশ্ন হলো তাহলে আমরা কি করবো! আমরা কি ভালোর নাকি কালোর পথ যাবো? উত্তর আমাদের সবারই এক হবে----আমরা ভালো মানে সবুজের পথে যাবো। কিন্তু বাস্তবে তা কঠিন হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে সবুজ খেয়ে আমরা বেঁচে আছি। সবুজ আমাদের পুষ্টি যোগায়। সে সবুজকে আমরা মনে ধরেছি। আমাদের বাঁচার রসদ। মনে রাখতে হবে আমাদের বিশ্বাস ভালোবাসায় মানে-সম্মানে সর্বত্র লাগে সততা। নিষ্ঠা দিয়ে সেই সততাকে লালন করতে হয়। আমরা কেউ অমরত্বের আশায় পৃথিবীতে আসি নি। কারণ আমরা মানুষ। কিন্তু মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ অর্থ আমরা কি সহজে ভুলে যায়! তাই আমাদের এতো অমানবিক হতে হয়। না, সেটা সঠিক পথ নয়। শুধু একটাই কথা বলবো ভালো থাকো অসৎ পথে না নিয়ে। মিথ্যার আশ্রয় নিতান্ত ভালো উদ্দ্যেশ্য ছাড়া না নেওয়াই ভালো। আর কখনও ভালো সেজো না ভালো হও --- নইলে যে সবটাই ফাউ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে

মেসার্স রাজপ্রতিম এসেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U51109WB2003PTC096541
রেজিস্টার্ড অফিস :৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেডের (দেউলিয়াগ্রস্ত) **(কর্পোরেট ডেটর)** এর সম্পদসমূহ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে। উক্ত বিক্রির প্রস্তাব কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই সম্পাদিত হবে।
নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত মতে প্রস্তাবিত বিক্রির প্রক্রিয়াধীন সম্পদসমূহ অনলাইনে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স ই-প্রকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড-অকশন টাইগার ভায়া ওয়েবসাইট https://ncltauction.auctiontiger.net মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

প্রয়োজনীয় ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইত্যাদি দাখিল	১৩.১০.২০২৩ থেকে ২৭.১০.২০২৩
সাইট পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ তারিখ	০১.১১.২০২৩ থেকে ০৭.১১.২০২৩
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	১১.১১.২০২৩ সন্ধে ৬টার মধ্যে

নিম্নোক্ত সম্পদসমূহ ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে।

নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৬.১১.২০২৩ সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত

সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	বায়না জমা দাখিল (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
ব্লক বি, ফ্ল্যাট নং ৩০৭ (৭৫.২৮ বর্গ মিটার), সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, হাওড়া	১৮,৬১,৬৪৪.০০	১,৮৬,১৬৪.৪০	৫০,০০০.০০
ব্লক বি, ফ্ল্যাট নং ৪০৫ (৭৭.৩২ বর্গ মিটার), সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, হাওড়া	২০,০৯,৬৯৬.০০	২,০০,৯৬৯.৬০	৫০,০০০.০০
ডোমজুড় জমি (ল্যান্ডলকড)	৩৭,৪০,০০০.০০	৩,৭৪,০০০.০০	৫০,০০০.০০
প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি ফার্নিচার এবং ফিক্সচার এবং অফিস সরঞ্জাম সহ	৮৭,৫৭২.৫০	৮,৭৫৭.২৫	৫০,০০০.০০
জামিন এবং আর্থিক সম্পদসমূহ	১,৫৯,৬২,৭১৫.০০	১৫,৯৬,২৭১.৫০	৫০,০০০.০০

আগ্রহী আবেদনকারীগণ সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য সম্বলিত নথি বিস্তারিত ই-নিলাম টেন্ডার আবেদন ফর্ম, ঘোষণা এবং অঙ্গীকার, অন্যান্য ফর্ম, এবং নিয়ম এবং শতার্দি সংশ্লিষ্ট সম্পদ সম্পর্কিত দেখতে পারেন। বিস্তারিত নথি ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য নিয়ম এবং শর্তাদি সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ পেতে পারেন ইমেল মারফত cirp.rpapls@resurgentrp.com-তে লিখিত আবেদন করে। ইএমডি সফল ডাকদাতাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রয় অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং অসফল ডাকদাতাদের ক্ষেত্রে ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডির জন্য কোনও সুদ দেওয়া হবে না। অনুগ্রহ করে দেখুন ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদি নথি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত এবং সফল ডাকদানের পরিমাণ প্রদানের জন্য।

লিকুইডেটর যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিল করা বা সম্প্রসারণ করা বা সংশোধন করা, ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি পরিবর্তন করতে পারেন যেকোনও সময় কোনও কারণ না দেখিয়েই। আগ্রহী ডাকদাতারা তাদের টেন্ডার দাখিলের পূর্বেই ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াধীন সম্পদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ যদি কিছু থাকে , নিজ ব্যয়ে সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

স্বা/-
প্রতীম বয়াল
রাজপ্রতীম এজেন্সিস প্রা. লি.-এর
লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
রেজি নং - **IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385**

রেজি. অফিস ঠিকানা	**প্রকল্প-যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা**
৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩ **রেজি. ইমেল আইডি** cirp.rpapls@resurgentrp.com **তারিখ - ১৩.১০.২০২৩** **স্থান - কলকাতা**	৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ **যোগাযোগের নম্বর** - (+৯১) ৯০৩৮২ ৮০৪৫০ **ইমেল আইডি (নির্দিষ্ট প্রকল্প)** cirp.rpapls@resurgentrp.com

SKR GHOSH & ASSOCIATES LLP

AB - 198, Sector - 1, Salt Lake City, Kolkata - 700064, Ph : 033-35445629

Dear Members of Genexx Valley Association of Apartment Owners,

With reference to the previous letter (notice) dated 18. 08. 2023 please take note that to conduct the procedure of election of Board of Managers of **"GENEXX VALLEY ASSOCIATION OF APARTMENT OWNERS"**, the following are being communicated to you:

1. On the date of the Adjourned Special General Meeting which was held on 17th day of September, 2023, it was decided the Board of Managers of the Association will be elected by all the apartment owners of such Association. Both online and physical secret ballot papers will be used for the election procedure **(Hybrid mode)**. Online voting will be conducted for 5 hour from 10 A.M. To 3 P.M. On 24th November 2023 and Physical voting will be conducted for 5 hour from 10 A.M. To 3 P.M. on 26th November 2023 at GENEXX VALLEY, 37, Diamond Harbour Road, Kolkata - 700104.
2. Keeping in view that as our Association comprises of only **1661 (One thousand six hundred sixty one)** apartment owners, we will elect only **48 (Forty eight)** persons as the Managers of the Board.
3. The said election of the Managers of Board of such Association will be held by a Hybrid mode as above through secret ballot.
4. In our association there are **1661 (One thousand six hundred sixty one)** apartment owners (considering multiple apartments held in single name) and therefore there will be 1661 separate votes which will be cast by such apartment owners. All these apartment owners would be provided with link for e-voting. Should they choose to vote online, they would cast their votes on the specific day as mentioned above. Those apartment owners who would not choose to vote through e-voting platform, would be able to cast their vote through physical mode i.e. using physical ballot papers; which will be dropped by such apartment owners in ballot boxes to ensure the process of secret ballot voting is done.
5. By default each voter would be required to choose only up to 48 candidates out of the total nominees. Those voters choosing the e-voting platform would be able to select only up to 48 out of the total list (because beyond that submission will not be automatically allowed in the system); however, in case of physical ballots, voters are being informed that they may choose up to 48 candidates from the total list in the ballot by putting (✓) mark against the names (at the given spaces/Boxes). If any Ballot paper contains (✓) mark against more than 48 contestants (if the total contestants is more than 48) or any mark other than (✓) mark, such Ballot Paper will be cancelled.
6. **Voter's Eligibility :**

i. All voters must be a registered flat owner.
ii. Only one person per apartment shall be entitled to vote.
iii. Multiple flat owners shall be entitled to cast only one vote.
iv. In case of physical voting voter must carry his/her Photo Identity proof such as Voter ID/ PAN as well as fully paid September 2023 CAM (Common Area Maintenance) bill for his/her apartment(s) at the time of Voting.
v. Voter must clear his / her Common Area Maintenance till September 2023 latest by 15th October 2023 (As per the West Bengal Apartment Owners' Bye-Laws, 2022).

7. **Candidate Eligibility :**

i. All applicants must be a registered flat owner.
ii. Candidate name should be in the published voter list.
iii. Only one of the registered persons in case of joint ownership may nominate himself /herself.
iv. Multiple flat owners may submit only one nomination.
v. All candidates must properly fill the nomination papers along with the Xerox copy of self-attested PAN card, fully paid CAM (Common Area Maintenance) bill for September 2023 against his/ her apartment(s) and three copy of colored passport size photo.
vi. Candidate must clear his Common Area Maintenance till September 2023 latest by 15th October 2023 (As per the West Bengal Apartment Owners' Bye-Laws, 2022).

8. **Observer Eligibility :**

i. All applicants must be a registered flat owner.
ii. Observer name should be in the published voter list.
iii. The person from his/her family will not file nomination as candidate.
iv. An observer, who owns multiple flats, is eligible to cast only one vote and the same has to be intimated to the consultant.
v. All observers must properly fill the nomination papers along with the Xerox copy of self-attested PAN card, fully paid September 2023 latest CAM (Common Area Maintenance) bill for his/ her apartment(s) and three copy of colored passport size photo.
vi. First 20 applications will be considered for the observer position. One of the Observers will act as Chief Observer.

Observer must clear his/ her Common Area Maintenance till September 2023 latest by 15th October 2023 (As per the West Bengal Apartment Owners' Bye-Laws, 2022).

9. **Election procedure :**

- Date of Notice of Election : 30th Sept 2023
- Date of Publishing of Voter's List : 17th October 2023
- Date for filling of Nomination for Observer : From 18th October 2023 (12 noon onwards) to 20th October 2023 (till 3 PM) only physical.
- Date of withdrawal of Nomination for Observer; 22nd October 2023 (12 P. M. to 03.00 P. M.)
- Date of Publishing of Observer List: 25th October 2023.
- Date for filling of Nomination for Candidate: From 25th October 2023 (12 noon onwards) to 31st October 2023 (till 3 PM) both online and physical.
- Date for withdrawal of Nomination for Candidate: From 1st November 2023 (12 noon onwards) to 3rd November 2023 (till 3 PM) both Online and Physical.
- Date of Publishing of Candidate List: 5th November 2023.
- Date of Online Voting: 24th November 2023 from 10: A.M. till 3 P.M.
- Date of Physical Voting: 26th November 2023 from 10 A.M. till 3 P.M.
- Date of Declaration of Result of Election of Board of Managers: 26th November 2023.
- Date of Election and Declaration of President, Secretary and Treasurer of the Board of Managers; 26th November 2023.

10. Those voters, who have cast his / her vote by using online platform, will not be able to cast offline/ physical vote.
11. Once physical voting is over at 3 PM on 26th November 2023 the observers at every booth shall seal the ballot box & sign the same.
12. After the voting procedure is complete, counting will start on 26th November 2023 from 5 P.M. on the same day of the polling.
13. Counting procedure will be in front of Observer and candidates.
14. After physical counting is complete the tabulation sheet has to be signed by Observers in front of all candidates.
15. Once the tabulation of physical votes has been complete, the e-voting result would be downloaded by one the chief observer.
16. The total of physical votes and e-votes for each candidate would be calculated before the observers and the candidates.
17. The chief observer will announce the result.
18. All observers will sign a joint statement about completion of the voting process.

(All time schedule given herein are based upon IST)

Date : 30th September 2023
Place : Kolkata

For S K R GHOSH & ASSOCIATES LLP
PARTNER

Noted Below : Clarification again notice dated 30th September, 2023

This is to further clarify that pursuant to byelaws 8(4) of the West Bengal Apartment Ownership Bye Laws 2022, within 10 days from the election of the mangers of the Board of the association, election of the office bearers have to be done. Accordingly on 26th November, 2023 i.e. the date of election of the mangers of the board, the elected managers will on that date, decide the date of election of the office bearers.

আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলপি: সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী প্রেমিক যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জোর আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির রামনগর গাজীপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। প্রেমিকের বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। পুলিশ জানিয়ে মৃতের নাম বিক্রম হালদার (২৩)। স্থানীয় রাজারামেরচক গ্রামের বাসিন্দা তিনি।

SBI এসবিআই, আরএসিপিসি কল্যাণী শাখা (৬৪২২০)
বি-৯/১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক,
পোস্ট ও থানা-কল্যাণী জেলা- নদীয়া ই-মেইল: sbi.64220@sbi.co.in

সংশোধনী

১২.১০.২০২৩ তারিখে সংবাদপত্র 'একদিন'-এ প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট দখল বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনে শাখার নামের ২য় অনুচ্ছেদে একটি টাইপোগ্রাফিক ত্রুটি ছিল, শিবরামপুরের পরিবর্তে কল্যাণী পড়তে হবে। বাকি বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

SBI SBI MOGRA (Code: 04780), Hansghara, G.T. Road, Dist.- Hooghly, PIN - 712148, West Bengal

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপন **ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন পত্রিকার ১০.১০.২০২৩** তারিখের সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল, ই-নিলামের তারিখ ১০.১১.২০২৩, **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী সুকুমার দাস এবং শ্রীমতি পুতুল দাস** অনিবার্য কারণে প্রত্যাহৃত হয়েছে। অসুবিধা সৃষ্টির জন্য দুঃখিত।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [(রুল -৮(১)]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের অ্যাক্ট ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০২.০৫.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী রঞ্জিত কুমার সিং, পিতা শ্রী রামবাবু সিং** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৯,২৮,৬৮৯.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ আঠাশ হাজার ছশো উননব্বই টাকা) টাকা ০২.০৫.২০২৩** অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৯ অক্টোবর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণবাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **৩৯,২৮,৬৮৯.০০ টাকা (উনচল্লিশ লাখ আঠাশ হাজার ছশো উননব্বই টাকা) টাকা** ০২.০৫.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মালিক : শ্রী রঞ্জিৎ কুমার সিং, পিতা শ্রী রামবাবু সিং, দলিল নং ১৫০৫০৭২৮৭ -২০২২ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১৫০৫-২০২২, পৃষ্ঠা ২০৭৮৬০ থেকে ২০৭৯০০, দলিল নং ১৫০৫০৭২৮৭-২০২২ সালের এডিএসআর বারাকপুর।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১/ডি দ্বিতীয়তলে উক্ত বহুতল প্রমোদ ম্যানশন ভবনে পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭২০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট কমবেশি ২ (দুই) বেড রুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা লিভিং, ২ টয়লেট এবং প্রিভি সহ, ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৫(পাঁচ) কাঠা ৭ (সাত) ছটাক ১৫ (পনেরো) বর্গ ফুট বহুতল ভবন অবস্থিত মৌজা-ইছাপুর, উত্তর বারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৮(নিউ), হোল্ডিং নং ৩০০, স্ট্র্যান্ড রোড, থানা- নোয়াপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া ময়রাপাড়া রোড, দক্ষিণে : দাগ নং ৫১১৭ এবং শিব পাত্র এর ভবন, পূর্বে : তপন মির্দার ভবন, পশ্চিমে : ২০ ফুট স্ট্র্যান্ড রোড সমন্বিত।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৯.১০.২০২৩
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এসএআরবি-সাউথ বেঙ্গল

সমষ্টি প্রধানের অধিকরণ
বর্ধমান সমষ্টিক্ষেত্র

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER

BMNCC/GOLDPAPER/2023-24/OCT-23 তারিখ ১২.১০.২০২৩

স্বর্ণ ব্যক্তিগত বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে স্বর্ণ অলংকার নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে বন্ধকআকারে রেখিত যার বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ এবং তা উদ্ধারের কোনও চেষ্টা করা হয়নি বার বার নোটিশ পাঠানো সত্ত্বেও, ফলে ব্যক্তিগতভাবে বিক্রির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখার মাধ্যমে বকেয়া উশুল করা হবে **৩০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ (বেলা ১১ টায়)** এবং পরবর্তীতে।

নাম এবং এ/সি নাম্বার	শাখার নাম এবং যোগাযোগের বিস্তারিত
হীরা রায় 16066400018449 **সৌরভ কুমার যাদব** 16066400016435	শাখার নাম : আসানসোল পার্বতী শপিং আর্কেড, ব্লক সি, আশ্রম মোড়, জি টি রোড (পূর্ব), আসানসোল, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩৩০৩ মোবাইল ৯৩৮২১২৫৭৭৮
মধুমিতা চক্রবর্তী 21866400043062 21866400044821 **মীর জামালউদ্দিন** 21866400037577 **সৈয়দ আরাফত আবেদিন** 21866400033808	শাখার নাম : বর্ধমান ৭৪, বিসি রোড, কালীতলা, পূর্ব বর্ধমান জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩১০১ মোবাইল : ৯১৬৩৯৯৩৮৩৭
শুভ্র দাস 21496400015538	শাখার নাম দুর্গাপুর ২/২, নাচান রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩২১৩ মোবাইল +৯১ ৮৯৫১৭২৬৪৩৩
ভোলানাথ ঘোষ 22516400021225 **চায়না রানা** 22516400027982	শাখার নাম ধামাস ধামাস, ছোটধামা গ্রাম, দেবীপুর পো. বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩১৪৬ মোবাইল ৮৯১০০২৮৭৫০
আনিসুর রহমান শেখ 20156400127821 **হামিনুর ইসলাম মোল্লা** 20156400121964 **জয়দেব মন্ডল** 20156400143448 22376400036396 22376400041644 **কিশোর সন্ন্যাসী** 20156400137796 **কুদ্দুস মল্লিক** 20155500021363 20156400136798 **নীহারুল শেখ** 20156400140121 20156400145229 20156400145898 20156400146680 20156400146953 **নীলকণ্ঠ ঘোষ** 20156400153280 20156400153298 22376400023444 22376400031215 22376400039119 **সাবীর মন্ডল** 20155500025919 20156400142747 **সাবীর শেখ** 20156400126633 **শামসুর রহমান শেখ** 20155500025885 20156400141129 20156400143570 **শেখ আলমগীর** 20156400145625 **শেখ আজহারউদ্দিন** 20156400127854 **শেখ হাসনাবুল আজম** 20156400137390 **সুদীপ্ত ঘোষ** 20156400145518 **তসলিমা বেগম মন্ডল** 20155500027774 20156400145666 20156400147449 20156400149700	শাখার নাম মেমারি, হাসপাতাল মোড়, ওয়ার্ড নং ৮, মেমারি, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১৪৬ মোবাইলঃ ৯৫৪৭৬১৪০২৭
অমিয় ভৌমিক 22126400052087 **দামুদর হাজরা** 22126400044837 **কৃষ্ণেন্দু শাসমল** 22126400049794 **সায়ন পাত্র** 22126400049307 **সুফিয়া বেগম** 22126400049695 22126400057508	শাখার নাম তারকেশ্বর মাতাজী ভবন, টিসি রোড, তারকেশ্বর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৪১০ মোবাইল ৮৩৬০১২৮১৮৯

SBI STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH (05171), KOLKATA
11th Floor, Jeevandeep Building, 1, Middleton Street, Kolkata – 700071. E-mail ID of Branch: sbi.05171@sbi.co.in

সংশোধনী

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে আমাদের বিজ্ঞাপন ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন পত্রিকায় ১২.১০.২০২৩ সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছিল। ই-নিলামের তারিখ ১৫.১১.২০২৩ এবং অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত যেমন নাম : **সত্যজিৎ চৌধুরী**, ই-মেল আইডি : **satyajit.c@sbi.co.in**, মোবাইল নং :-৯৪০২৬৯৮৩৫৫ পড়তে হবে - নাম : **চন্দ্র শেখর সিং**, ই-মেল আইডি : **c.s@sbi.co.in**, মোবাইল নং : **৯৬৭৪৭১২৪১২** এর পরিবর্তে। পূর্ব বিজ্ঞাপন মতে অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

Surendralal Das Teachers' Training College
Recognized by NCTE & Affiliated to BSAEU
Nischinda (Bally), Howrah – 711227

B.Ed. Dept. Wanted Asst. Prof. in Pedagogy Subject in Bengali, Mathematics, Political Science, Physical Science, Economics and Education as per NCTE guidelines.
apply within 3 days.
Email: **sldttc2005@gmail.com**
PH: 9831395349

Kuntala Das College of Education
Recognized by NCTE & Affiliated to BSAEU
Nischinda (Bally), Howrah – 711227

Wanted Asst. Prof. in Pedagogy Subject in Bengali, Commerce, English, History & Physical Science and Foundation Course (Perspectives in Education) as per NCTE guidelines.
Apply within 3 days.
Email: kdce2012@gmail.com
PH: 9831395349

Jagadish Chandra Basu Sikshak Sikshan Mahavidyalaya
Recognized by NCTE & Affiliated to BSAEU
Domjur, Howrah -711405

Wanted Principal, Asst. Prof. in Pedagogy Subject in Bengali, English, Hindi & Physical Science and Foundation Course (Perspectives in Education) as per NCTE guidelines.
Apply within 3 days.
Email:
jcbssmh05@gmail.com
PH: 9831395349

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
ঘোষপাড়া শাখা
সুপার মার্কেট বিল্ডিং ঘোষপাড়া পোস্ট বালি হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২২৭

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৪.০৭.২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) শ্রী অজয় দাস,** পিতা প্রয়াত কানাই দাস, ডি সি নিয়োগী রোড, পশ্চিম নিশ্চিন্দা, ঘোষপাড়া, নিশ্চিন্দা, হাওড়া - ৭১১২২৭, পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রীমতি ঝুমা দাস,** স্বামী অজয় দাস, ডি সি নিয়োগী রোড, পশ্চিম নিশ্চিন্দা, ঘোষপাড়া, নিশ্চিন্দা, হাওড়া - ৭১১২২৭, কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১১,৪৪,৪৩০.৮০ টাকা (এগারো লাখ চুয়াল্লিশ হাজার চারশো তিরিশ টাকা এবং আশি পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **১১ অক্টোবর, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১১,৪৪,৪৩০.৮০ টাকা (এগারো লাখ চুয়াল্লিশ হাজার চারশো তিরিশ টাকা এবং আশি পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট, পরিমাণ এবং এরিয়া আনুমানিক ৬৫০ (ছয়শো পঞ্চাশ) বর্গফুট সুপার বিল্টআপ এরিয়া সহ কমবেশি দুই বেড রুম, এক ডাইনিং রুম, দুই ব্যালকনি, এক কিচেন, এবং এক বাথরুম প্রিভি সহ টাইল দ্বারা নির্মিত মেঝে এবং সংশ্লিষ্ট সকল বৈদ্যুতিক এবং শৌচালয়ের ওয়্যারিং এবং ফিটিংস, অবস্থিত ৫ম তলে, ভবনে ফ্ল্যাট নং ৪০৩, অবস্থিত মৌজা-বালি, জেএল নং ১৪, আরএস দাগ নং ৬৯৫৬/২১২৯৭, আরএস খতিয়ান নং ৭৫৯৮, থানা- নিশ্চিন্দা(পূর্বতন বালি), নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা-হাওড়া, সম্পত্তি যৌথভাবে শ্রী অজয় দাস এবং শ্রীমতি ঝুম্পা দাস এর নামে এবং ফ্ল্যাট এর চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে :
উত্তরে : লিফট এবং সিঁড়ি — দক্ষিণে: খোলা জায়গা
পূর্বে : খোলা জায়গা এবং ফ্ল্যাট নং ৪০২ — পশ্চিমে : খোলা জায়গা সমন্বিত।

স্থান: ঘোষপাড়া
তারিখ : ১১.১০.২০২৩

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
গড়িয়া শাখা
১১১বি, রাজা এস. সি. মল্লিক রোড, ১ম তল এস.বি. টাওয়ার, গড়িয়া কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪৭

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৯.০৬.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) মেসার্স জনতা প্লাই উড সেন্টার (ঋণগ্রহীতা),** স্বত্বাধিকারী : **সেলিম মিস্ত্রী,** ৯৭/বি, কবি নজরুল সরণি, ওয়ার্ড নং ১৭, পো. বারুইপুর, থানা - বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৪৪ **২) শ্রী হাসেম আলি মিস্ত্রি (জামিনদাতা),** ৯৭/বি, কবি নজরুল সরণি, ওয়ার্ড নং ১৭, পো. বারুইপুর, থানা - বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৪৪ **এবং আর** - খোদার বাজার রোড, বারুইপুর-৩১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪৪ কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **২০,৪৯,০৮১.৮৩ টাকা (কুড়ি লাখ উনপঞ্চাশ হাজার একাশি টাকা এবং তিরাশি পয়সা) টাকা** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **১০ অক্টোবর, ২০২৩** তারিখ অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **২০,৪৯,০৮১.৮৩ টাকা (কুড়ি লাখ উনপঞ্চাশ হাজার একাশি টাকা এবং তিরাশি পয়সা) টাকা** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন জমির পরিমাণ ৪ শতক ৪৩ বর্গফুট অবস্থিত আরএস নং ৭১, আরএস খতিয়ান নং ৮১৫, দাগ নং ৪৮, এবং আরএস নং ৭১, আরএস খতিয়ান নং ৮০৯, দাগ নং ১৪৯, মৌজা- বারুইপুর, জেএল নং ৩১, তৌজি নং ২৫০, এডিএসআর-বারুইপুর, থানা-বারুইপুর, বারুইপুর পুরসভা অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ অনুযায়ী সেলিম মিস্ত্রি এর নামে এবং সম্পত্তির চৌহদ্দি :
উত্তরে : ১২ ফুট পুর সড়ক — দক্ষিণে : নূর মহম্মদ মিস্ত্রির সম্পত্তি
পূর্বে : নূর মহম্মদ মিস্ত্রির সম্পত্তি — পশ্চিমে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ সমন্বিত

স্থান: গড়িয়া
তারিখ : ১০.১০.২০২৩

অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

SBI **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল**
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ৩০.১০.২০২৩ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ৩০.১০.২০২৩

সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স টর্ন ভিডিওটিক্স প্রা লি, প্রয়াত শেফালি গুহ-জামিনদাতার আইনি উত্তরাধিকারী : ১) শ্রী অভিজিৎ গুহ, ২) শ্রীমতি গৌতমী ধর, ৩) শ্রীমতি গোপা দত্ত রায়, ৪) শ্রীমতি রূপা ঘোষ, শ্রীমতি সর্বাণী গুহ, ৫) শ্রীমতি সর্বাণী ঘোষাল, ৬) বিশ্বজিৎ গুহ** পিতা প্রয়াত এ আর গুহ, ৭) **কেতন** মৈত্র পিতা প্রয়াত বি মৈত্র। **সম্পত্তি নং : ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ১ বেড রুম, ১ বাথ রুম প্রিভি সহ, ১ ড্রইং রুম, ১কিচেন এবং ১ বারান্দা ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৫ম তলে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির ১/১৩ অংশের অংশীদার মাকারারি বাস্তু জমি এবং নির্মাণ পরিমাণ ৭ কাঠা ৩ ছটাক ১৮ বর্গফুট কমবেশি কলকাতা পৌর সংস্থার হেল্ডিং নং ৭৪/ডি/১, রহিম ওস্তাগর রোড, থানা-লেক, কলকাতা -৭০০০৪৫, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা,সুপার বিল্ড আপ এরিয়া ৫০০ বর্গফুট কমবেশি এবং জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। উক্ত ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে : রেলওয়ে লাইন, দক্ষিণে : পোদ্দাদের জমি এবং সাধারণ চলার পথ যা রহিম ওস্তাগর রোড পর্যন্ত বিস্তৃত, পূর্বে : ৯ ফুট চওড়া চলার পথ, পশ্চিমে : বসাক এর জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী গুহ এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং : ১-০১১৫০-২০০৬ সালের।** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ২ বেড রুম, ১ বাথ রুম ১ প্রিভি সহ, ১ ড্রইং তথা ডাইনিংরুম, ১ কিচেন এবং ১ বারান্দা ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তলে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির ১/১৩ অংশের অংশীদার মাকারারি বাস্তু জমি এবং নির্মাণ পরিমাণ ৭ কাঠা ৩ ছটাক ১৮ বর্গফুট কমবেশি কলকাতা পৌর সংস্থার হেল্ডিং নং ৭৪/ডি/১, রহিম ওস্তাগর রোড, থানা-লেক, কলকাতা -৭০০০৪৫, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা,সুপার বিল্ড আপ এরিয়া ৭৮৫ বর্গফুট কমবেশি এবং কার পার্কিং স্পেস একতলায় জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং অন্যান্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : রেলওয়ে লাইন, দক্ষিণে : পোদ্দাদের জমি এবং সাধারণ চলার পথ যা রহিম ওস্তাগর রোড পর্যন্ত বিস্তৃত, পূর্বে : ৯ ফুট চওড়া চলার পথ, পশ্চিমে : বসাক এর জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী গুহ এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং : ১-০১১৫০-২০০৬ সালের।** **সম্পত্তি নং : ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৮৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া উত্তর-পূর্ব পশ্চিম দিকে এক তলায়, চার তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ৩ কাঠা ১ ১/২ ছটাক, চারতলা ভবন প্রেমিসেস নং ৯/১৬এ, গোবিন্দপুর রোড,(ডাক ঠিকানা ১৬ দাস নগর কলোনি), থানা- লেক, কলকাতা-৭০০০৪৫, ওয়ার্ড নং ৯৩, কলকাতা পৌর সংস্থা, ই পি নং: ১৬, এস পি নং : ৪২, মৌজা- গোবিন্দপুর, সিএস প্লট নং : ১১৯(অংশ) এবং ১২৭ (অংশ), জেএল নং ৩৮, এডিএসআর: আলিপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : ইপি নং ১৭, দক্ষিণ- কলোনি রোড, পূর্বে : কলোনি রোড, পশ্চিমে : ই পি নং ১৪ সমন্বিত। **সম্পত্তি শ্রীমতি সর্বাণী ঘোষাল এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং : ১-০১৬৩৬-২০১০ সালের (দখলের ধরন : স্বত্ব দখলীকৃত)** **সম্পত্তি নং : ৩ :** সম্পত্তির সকল অংশ একটি ফ্ল্যাট নং ৫ পরিমাণ আনুমানিক ৫৯৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া দক্ষিণ দিকে ৩য়তল, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত সমুদয় ফিটিংস এবং ফিক্সচার সমুদয় ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ২৪৫, পঞ্চাননতলা রোড, জেলা -হাওড়া, থানা- শিবপুর, এসআরও হাওড়া। **উক্ত ভবনের চৌহদ্দি :** উত্তরে : পঞ্চাননতলা রোড,দক্ষিণে: হোল্ডিং নং ১২৪ এবং ১২৫, সদর বক্সি লেন, পূর্বে : সাধারণ চলার পথ এবং ২৪৬, ২৪৭ পঞ্চাননতলা রোড, পশ্চিমে : ২৪৪ পঞ্চাননতলা রোড সমন্বিত। **উক্ত সম্পত্তি শ্রীমতি শেফালি গুহ এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ২৩৭৯ -১৯৯২ (দখলের ধরন : প্রতীকী)।**	**সম্পত্তি নং : ০১** **ক) ৩৯,২৬,০০০.০০ টাকা** **খ) ৩,৯২,৬০০.০০ টাকা** **সম্পত্তি নং : ০২** **ক) ২৪,১০,০০০.০০ টাকা** **খ) ২,৪১,০০০.০০ টাকা** **সম্পত্তি নং : ০৩** **ক) ১৫,৯২,০০০.০০ টাকা** **খ) ১,৫৯,২০০.০০ টাকা**	**৯,৭৪,৬৬,৭৩৯.৪৫ টাকা** (নয় কোটি চুয়াত্তর লাখ ছেষট্টি হাজার সাতশো উনচল্লিশ টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) টাকা ৩১.০৮.২০২০ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ। আপনি আরও চুক্তির হার অনুযায়ী উক্ত পরিমাণের উপর সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি আদায়দানে দায়বদ্ধ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১১২৫৫	**ক. নেই** **খ. সম্পত্তি নং ১ এবং ২ স্বত্ব দখলীকৃত এবং সম্পত্তি নং ৩ প্রতীকী দখলীকৃত**

ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ২৫,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)
পর্যবেক্ষণের তারিখ - ২৬.১০.২০২৩

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ১৩.১০.২০২৩
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

KESORAM

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN: L17119WB1919PLC003429
ফোন: 033 2242 9454, 2243 5453, 2213 5121
ই-মেল : corporate@kesoram.net | ওয়েবসাইট : www.kesocorp.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ছয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

₹/কোটি

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
		চলতি তিন মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী তিন মাস সমাপ্ত ৩০-জুন-২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ তিন মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ চলতি সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২২ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)	চলতি তিন মাস ৩০-সেপ্টে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী তিন মাস ৩০-জুন-২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ মাস সমাপ্ত ৩০-সেপ্টে.-২২ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ চলতি সময়ের ৩০-সেপ্টে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ থেকে তারিখ পূর্ববর্তী সময়ের ৩০-সেপ্টে.-২২ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বর্ষ ৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯০৭.৯২	৯৫৮.৪৪	৭৯৯.২৩	১,৮৬৬.৩৬	১,৬৪৭.৬৮	৩,৬০৩.৯৩	৯৬৫.৪৬	১,০০৬.০৪	৮৬০.৩৬	১,৯৭১.৫০	১,৭৭৭.৫৬	৩,৮৪৮.৩১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব) (*)	(৪৭.২৪)	(১০.৪৭)	(৪৯.৬২)	(৫৭.৭১)	(১১০.৯৭)	(১৩৩.১৩)	(৭০.৯০)	(৩৫.২৩)	(৬৭.৩৯)	(১০৬.১৩)	(১৪৮.৭৩)	(২১১.৭৩)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(৪৭.২৪)	(১০.৪৭)	(৪৯.৬২)	(৫৭.৭১)	(১১০.৯৭)	(৩০৬.২০)	(৭০.৯০)	(৩৫.২৩)	(৬৭.৩৯)	(১০৬.১৩)	(১৪৮.৭৩)	(৩৮৪.৮০)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী পরবর্তী) (*)	(৩৪.৭১)	(৭.৬৮)	(৪১.২৮)	(৪২.৩৯)	(৮২.৫৪)	(১১৫.৬৭)	(৫৮.৩৭)	(৩২.৪৪)	(৫৯.০৫)	(৯০.৮১)	(১২০.৩০)	(১৯৪.২৭)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	(৩৪.৫১)	(৮.০১)	(৪১.২৮)	(৪২.৫২)	(৮২.৫৪)	(১১০.৪৮)	(৫৮.৫৫)	(৩২.৭৭)	(৫৮.৭১)	(৯১.৩২)	(১১৯.৬৩)	(১৮৯.৮৫)
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬	৩১০.৬৬
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৩৩৭.৪৭	-	-	-	-	-	১৬২.৪৩
৮	সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮	১,২৫৯.৬৮
৯	নিট মূল্য	৬০২.৬৫	৬৩৭.১৬	৬১৫.২৯	৬০২.৬৫	৬১৫.২৯	৬৪৫.২৪	৩৩৭.৩৭	৩৯৫.৯৩	৪৪১.০৬	৩৩৭.৩৭	৪৪১.০৬	৪২৮.৭৩
১০	প্রেফারেন্স শেয়ার ব্যতীত বকেয়া ঋণ	১,৭৮১.৭৩	১,৭০১.৬০	১,৬৩৮.৭৭	১,৭৮১.৭৩	১,৬৩৮.৭৭	১,৬৯৪.৬০	১,৯৮০.২৬	১,৮৯৫.৫৬	১,৮৫০.৬৩	১,৯৮০.২৬	১,৮৫০.৬৩	১,৮৯৮.৫২
১১	বকেয়া রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার (ঐচ্ছিকরূপে রূপান্তরযোগ্য রিডিমেবল প্রেফারেন্স শেয়ার সহ)	৩৯.০৬	৩৮.২১	৪.৩০	৩৯.০৬	৪.৩০	৩৭.৩৭	৩৯.০৬	৩৮.২১	৪.৩০	৩৯.০৬	৪.৩০	৩৭.৩৭
১২	ঋণ ইক্যুইটি অনুপাত	৩.০১	২.৭২	২.৬৬	৩.০১	২.৬৬	২.৬৮	৫.৩০	৪.৪০	৩.৮৩	৫.৩০	৩.৮৩	৪.১০
১৩	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/-টাকা মূল্যের)												
	১. মৌলিক (টা.)	(১.১২)	(০.২৫)	(১.৫২)	(১.৩৬)	(৩.২০)	(৪.০৭)	(১.৮৮)	(১.০৪)	(২.১৮)	(২.৯২)	(৪.৬৬)	(৬.৮৩)
	২. মিশ্রিত (টা.)	(১.১২)	(০.২৫)	(১.৫২)	(১.৩৬)	(৩.২০)	(৪.০৭)	(১.৮৮)	(১.০৪)	(২.১৮)	(২.৯২)	(৪.৬৬)	(৬.৮৩)
১৪	ক্যাপিটাল রিডেম্পশন রিজার্ভ	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯	৩.৫৯
১৫	ঋণপত্র রিডেম্পশন রিজার্ভ	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই	নেই
১৬	ঋণ পরিষেবা কভারেজ অনুপাত	১.৪৯	১.২৭	০.৫৬	১.৩৬	০.৬৫	১.২৯	১.১২	১.০৩	০.৪৪	১.০৭	০.৫৪	১.১০
১৭	সুদ পরিষেবা কভারেজ অনুপাত	০.৮২	১.১৪	০.৭১	০.৯৮	০.৬৭	০.৮৮	০.৬৮	০.৯৭	০.৬১	০.৮২	০.৫৬	০.৭৬

* ব্যতিক্রমী দফাগুলি ইন্ড এএস অনুসারে লাভ ও ক্ষতির বিবৃতিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

দ্রষ্টব্য:

(ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়রমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্মাটের নির্যাস মাত্র। এসইবিআইএলওডিআরডি -এর রেগুলেশন ৫২(৪) অধীনে প্রকাশ সহ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ছয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্মাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesocorp.com -তে পাওয়া যাবে।

(খ) উপরোক্ত ফলাফলটি নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত।

পরিচালন পর্ষদের জন্য ও পক্ষে
পি. রাধাকৃষ্ণান
হোলটাইম ডিরেক্টর এবং সিইও

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১২ অক্টোবর, ২০২৩

ড্রোন উড়িয়ে ডেঙ্গু সার্ভে আরামবাগ পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ড্রোন ব্যবহার করে ডেঙ্গু সার্ভে হুগলির আরামবাগ পুর প্রশাসনের। এবার ডেঙ্গু থেকে মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা জন্য ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয় বৃহস্পতিবার আরামবাগ পুর এলাকায়। ডেঙ্গু দমনের জন্য এদিন পুর এলাকায় নজরদারি চালানো হয় ড্রোন উড়িয়ে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখার্জি, পুর আধিকারিক মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এদিন পুরসভার ভবঘুরে ভবনের ছাদের উপর থেকে ড্রোন নিয়ে নজরদারি চালানো হয়। সামনেই পুজো। রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে সব জেলায় ডেঙ্গু দমনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে সচেতনতা চলছে। আরামবাগ পুর এলাকায় ড্রোনের সাহায্যে

নজরদারি রাখা হচ্ছে বলে পুর সূত্রের খবর। কেননা পুর এলাকার ছাদের উপরে আবর্জনা ও জল জমে থাকছে কিনা সেখানে নজরদারি করা সম্ভব নয় পুরসভার। জমা জল সঙ্গে আবর্জনা দেখলেই দ্রুত পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হবে পুরসভার পক্ষ থেকে। যে সমস্ত বাড়ির ছাদের উপরে জমা জল এবং আবর্জনা থাকবে তাদের পুরসভা প্রয়োজনে নোটিশ পাঠাবে বলেও জানা গেছে। আরামবাগ পুরসভার সবকটি ওয়ার্ডেই ড্রোন উড়িয়ে ডেঙ্গু সচেতনতায় নজরদারি চালাবে। চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারী বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধ করার জন্য যা করার পুরসভা সবই করছে। অন্যদিকে ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখার্জি বলেন, আমাদের ডেঙ্গুর জন্য একটা ড্রোন সার্ভে হচ্ছে। প্রতিদিন ড্রেন পরিষ্কার, স্প্রে, ও ব্লিচিং ছড়ানো হচ্ছে।

ভার্চুয়ালি মালদার ৪৬ টি পুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কলকাতা থেকে ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে মালদার ৪৬টি দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বুধবার বিকালে মালদার ইংরেজবাজার , পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকা-সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকের মোট ৪৬ টি দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করা হয়। এদিন ইংরেজবাজার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরাটুলি সর্বজনীন মহিলা দুর্গোৎসব কমিটির দুর্গা পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এদিন ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরাটুলি সর্বজনীন মহিলা দুর্গোৎসব কমিটির এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল দলের কাউন্সিলর ছবি দাস, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ক্রীড়া পর্ষদের সদস্য তথা সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির প্রধান উপদেষ্টা প্রসেনজিৎ দাস সহ পুজো কমিটির মহিলা সদস্যরা। এদিন বড় পর্দার মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল দুর্গা পুজোর উদ্বোধনীর কর্মসূচি দেখানো হয়। পাশাপাশি ইংরেজবাজার পুরসভার নবারুণ সংঘ,বালুচর কল্যাণ সমিতি সহ আরো পাঁচটি ক্লাবের পুজোর উদ্ধোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গেছে, মহিলা দ্বারা পরিচালিত এই ক্লাব প্রতিবছরই কিছু না কিছু চমক দিয়ে থাকে মালদাবাসীকে। এবছর থিম মায়ের সতীপীঠ মন্দির দর্শন। পাশাপাশি পুজোর কটি দিন থাকছে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন, প্রতিবছরের মতো এবছরও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ভার্চুয়াল ভাবে বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি মালদাতেও বেশ কিছু পুজোর উদ্বোধন করেছেন। সেই ভার্চুয়াল উদ্বোধনে আমরা এদিন উপস্থিত হয়েছিলাম। দুর্গাপুজোর কটা দিন যাতে সবাই স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে পুজো পরিক্রমা করতে পারেন এবং ভালোভাবে কাটাতে পারেন সেই আশা রাখছি।

জেলায় জেলায় ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সারা রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূমের ৩৬টি পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করা হয় বৃহস্পতিবার সিউড়ি কলেজপাড়ায় রেনবো ক্লাবের পুজো মণ্ডপের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন।

কুলটির শুট আউটের ঘটনায় গ্রেপ্তার ১, ৮ দিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ চিনাকুড়িতে বুধবার সাত সকালে শুট আউটের ঘটনায় সাফল্য পেল। ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করা হল একজনকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চিনাকুড়ির বাসিন্দা মহঃ শামিমকে গ্রেপ্তার করে কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে আসানসোল আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ৮ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কেল সস্ত্র সেন্টার, সার্কেল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
ইউনাইটেড টাওয়ার (১০ম তল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, ইমেল: cs8267@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর অধীনে ৮(৬) বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-র কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল নিয়েছেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, তা **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''সেখানে যা কিছু আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** বকেয়া পাওনা এবং অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং মূল্য ইত্যাদি বকেয়া উদ্ধারের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত মত।

ক্র. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
১.	ক) গড়িয়া শাখা (০১৪৩২০) খ) মেসার্স ওয়াশিমা লেদার গ) স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা- শ্রীমতী লিলুফা লস্কর স্বামী- ওয়াশিম বারি লস্কর কুমড়াখালী পূর্বপাড়া পোস্ট - নরেন্দ্রপুর, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১০৩ অ্যাকাউন্ট নং ০১৪৩২৫০০১২৩০৬ সম্পত্তি আইডি: PUNBWASHIMA001	একতলা আবাসিক ভবন সহ ০১ কাঠা ০৫ বর্গফুট বা ৭২৫ বর্গফুট রূপান্তরিত বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- কুমড়াখালী, জে.এল. - ৪৮ হোল্ডিং - ৬২১৩ গ্রীন পার্ক রোড, আরএস খতিয়ান নং ১৭৮৩, এল.আর খতিয়ান নং ৩৬১৭,আরএস দাগ ১২০৩, এল.আর. দাগ নং. ১২৭৪ রাজপুর-সোনারপুর পৌরসভা ওয়ার্ড নং ২৯-এর আওতাধীন, পোস্ট ও থানা নরেন্দ্রপুর, জেলা ২৪ পরগনা দক্ষিণ, ২০১৭ সালের দলিল নম্বর আই-১৬২৯০১৯২৮ এডিএসআর গড়িয়াতে নিবন্ধিত **মিসেস লিলুফা লস্করের নামে** স্বামী- ওয়াশিম বারী লস্কর। **সম্পত্তির সীমানা:** উত্তর - খালি জমি, দক্ষিণ - খালি জমি, পূর্ব - হালিম মাস্টার, পশ্চিম - ০৬ ফুট কমন প্যাসেজ। **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৪৪৬৭৮ দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩৯৮৩৯**	ক) ০৫.০২.২০২১ খ) ৩৮,৫৯,৫৫৮.৩১ টাকা + অতিরিক্ত সুদ গ) ২৩.১১.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)	ক) ১৬.০৬ লক্ষ টাকা খ) ১.৬১ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
২.	ক) গড়িয়া শাখা (০১৪৩২০) খ) শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ঘরামি এবং শ্রীমতী শচী রানী ঘরামি গ) শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ঘরামি এবং শ্রীমতী শচী রানী ঘরামি গ্রাম ও পোস্ট , মাল্টি, থানা- মগরাহাট, বারুইপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৪৪ অ্যাকাউন্ট নং ০১৪৩৩০০০৪২৮৩৯ সম্পত্তি আইডি: PUNBMRITUN001	দোতলা অসম্পূর্ণ আবাসিক ভবন সহ ৪.৫০ ডেসিমেল বা ১৯৬০.০২ বর্গফুট ফ্রিহোল্ড বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা- তসরালয় সরবেড়িয়া - ধামুয়া রোড তে, পরগনা- বারিধাটি, জে.এল. - ১৪১, তৌজি - ১৫৬, আরএস খতিয়ান ২৪৫, এল. আর. খতিয়ান - ৩০৯ ও ৪৩৪ এবং আরএস এবং এল.আর.দাগ নং ৪৩৭, মাল্টি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- মগরাহাট। জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, পিন - ৭৪৩৩৭২ , বিক্রয় দলিল নং আই-০১২৭০, ২০১১ সালের এডিএসআর মগরাহাটে **শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ঘরামির নামে নিবন্ধিত**, পিতা- শ্রী অমৃতলাল ঘরামি যা **নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - রাম কানাই মন্ডল এবং গোপাল কৃষ্ণ মন্ডল, দক্ষিণ - সারবেড়িয়া - ধামুয়া রোড, পূর্ব- ৮ ফুট কংক্রিট রোড, পশ্চিম - রাম কানাই মন্ডল এবং গোপাল কৃষ্ণ মন্ডল, ল্যান্ডমার্ক- তসরালয় জনকল্যাণ সমিতি ক্লাবের কাছে **সম্পত্তি অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.২৭২৭৭ দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৪৩০৬৪**	ক) ১৬.০৭.২০২১ খ) ১৩,৯৮,০২৪.৪০ টাকা + অতিরিক্ত সুদ গ) ২৪.১২.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৭.৬৯ লক্ষ টাকা খ) ১.৭৭ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
৩.	ক) গড়িয়া শাখা (০১৪৩২০) খ) মেসার্স সুমিত্রা টেক্সটাইল গ) মেসার্স সুমিত্রা টেক্সটাইল স্বত্বাধিকারী- শ্রী সন্দীপ গিরি ১৪/সি, রায়পুর রোড, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৯২ জামিনদার: ড. সুমিত্রা গিরি স্বামী- শ্রী স্বদেশ রঞ্জন গিরি ১৪/সি, রায়পুর রোড, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৯২ অ্যাকাউন্ট নং ০১৪৩২৫০০১১২৫৫ ০১৪৩৩০০০৪২৯৩৬, ০১৪৩৩০০০৪২৯৪৫ সম্পত্তি আইডি: PUNBSUMITRATEX	সমগ্র ২য় তলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ কমবেশি ৮৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা, দুটি বেডরুম একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং রুম, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর, একটি বারান্দার সমন্বয়ে। সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার ও আগ্রহ, মৌজা রায়পুর, দাগ নং ৮৩ , খতিয়ান নং ৩১০, জএল নং ৩৩. থানা- যাদবপুর, জেলা ২৪ পরগনা দক্ষিণ, এসআরও আলিপুর, বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৯৮। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, প্রেমিসেস নং ১৪, রায়পুর রোড, কোলকাতা ৭০০০৯২। ২০১৩ সালের দলিল নং ৩৫৪২। সম্পত্তিটি ডাঃ সুমিত্রা গিরির নামে, স্বামী- শ্রী স্বদেশ রঞ্জন গিরি। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর - মণিমোহন মিস্ত্রীর বাড়ি, দক্ষিণ - পুকুর, পূর্ব- ১৪ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা, পশ্চিম - শ্রী রাধেশ্যাম পালের বাড়ি এবং প্লট দ্বারা। **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৪৮৪৭০৫, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩৬৪৯৬**	ক) ০৭.০৯.২০২১ খ) ৬৭,৯২,০৫৩.৪১ টাকা + অতিরিক্ত সুদ গ) ০৬.১২.২০২১ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আদেশ প্রাপ্ত)	ক) ২৪.৭৭ লক্ষ টাকা খ) ২.৪৮ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
৪.	ক) গড়িয়া শাখা (০১৪৩২০) খ) শ্রীমতী শিল্পা সর্দার বর্ষা এবং শ্রী অরিন্দম সর্দার গ) শ্রীমতী শিল্পা সর্দার বর্ষা এবং শ্রী অরিন্দম সর্দার হালদার ও মন্ডল পাড়া, বানিবেড়িয়া, মগরাহাট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৬১০ অ্যাকাউন্ট নং ০১৪৩৩০০০৩৯৪১৯ সম্পত্তি আইডি: PUNBSILPASARDAR	তথায় থাকা কাঠামো সহ মোট কমবেশি ৬.৬০ ডেসিমেল জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল মৌজা মাল্টি এর অধীনে, জেএল নং ১৯২/১৩৭, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৫৬২, এল.আর. দাগ নং ২৬১৮, ২০১৭ সালের বিক্রয় দলিল নং ১৬১৮ এর অধীনে, বই নং ০১, সিডি ভলিউম নং ১৬২২-২০১৭, পৃষ্ঠা ২৬৯৮৯ থেকে ২৭০০১ এ এডিএসআর মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এ যথাযথভাবে নিবন্ধিত। **উক্ত প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে - পার্থ সরদারের জমি, পূর্বে - গোপেশ্বর পালধির জমি, পশ্চিমে - পার্থ সর্দারের জমি, দক্ষিণে - ৬ ফুট প্রশস্ত সাধারণ পথ দ্বারা। **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.২৮৮৯৮, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৪১৪২**	ক) ২২.০৩.২০২৩ খ) ১৮,৯৭,৮৩৬.১০ টাকা + অতিরিক্ত সুদ গ) ০৮.০৬.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি হয়েছে)	ক) ১৩.৬৭ লক্ষ টাকা খ) ১.৭৭ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
৫.	ক) গড়িয়া শাখা (০১৪৩২০) খ) শ্রী অর্পণ বৈদ্য এবং শ্রীমতী নীলিমা বৈদ্য গ) শ্রী অর্পণ বৈদ্য এবং শ্রীমতী নীলিমা বৈদ্য গ্রাম - জগদীশপুর দেবনাথ পারভ (ভাগাড়মোড়) পোস্ট - সোনারপুর, কলকাতা, সোনারপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫০ অ্যাকাউন্ট নং ০১৪৩৩০০০৩৮১৩৭ এবং ০১৪৩৩০০০৩৯৮৩৫ সম্পত্তি আইডি: PUNBARPANBAIDYA	গ্রাম- জগদীশপুর, দেবনাথ পাড়া (ভাগাড় মোড় অটো স্ট্যান্ড) -তে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পোস্ট ও থানা - সোনারপুর, কামরাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মৌজা - জগদীশপুর, জেএল নং - ২৫, সিএস খতিয়ান নং - ৮২, আরএস. খতিয়ান নং-৫২/৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং-১১৯৭, হাল এলআর খতিয়ান নং -১৬৯৬, সিএস দাগ নং - ৭, আরএস. এবং এল.আর. দাগ নং - ১১, ''বাস্তু'' জমির পরিমাপ প্রায় ০১ কাঠা ১২ ছটাক, বিক্রয় দলিল নং - ২০১৭ সালের ১৬০৮০০০৪৬, শ্রী অর্পণ বৈদ্যের নামে সম্পত্তিটি আছে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তর- ৬ ফুট প্রশস্ত কমন প্যাসেজ; দক্ষিণ- নিমাই নস্করের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে-নিমাই নস্করের সম্পত্তি দ্বারা; পশ্চিম- নিকুঞ্জ নস্করের বাড়ি দ্বারা। **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৪৭০৯২, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৪২২৯৭**	ক) ৩০.০১.২০২৩ খ) ২৩,০৫,৭৯৯.৮৩ টাকা + অতিরিক্ত সুদ গ) ২৬.০৪.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম শুনানি হয়েছে)	ক) ১৭.৩৫ লক্ষ টাকা খ) ১.৩৭ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা

ক্র. নং	ক) শাখার নাম খ) অ্যাকাউন্টের নাম গ) ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি (ইএমডি জমার শেষ তারিখ) গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) ই-অকশনের তারিখ ও সময়
৬.	ক) গোলপার্ক শাখা (০৩৭৪২০) খ) মেসার্স গঙ্গা ইলেক্ট্রিক্যালস কোং গ) মেসার্স গঙ্গা ইলেকট্রিক্যালস কোং, স্বত্বাধিকারী- সমীর দে, ১এ, কুন্ডু লেন, ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৫। **শ্রী সমীর দে,** পিতা- শ্রী, মাধব দে ২০৬ (১৫৭), এস.সি.এম. রোড, সিরুঘাট বৈদ্যবাটি, থানা- শ্রীরামপুর, হুগলী, পিন - ৭১২ ২২২। অ্যাকাউন্ট নং ০৩৭৪৩০০০১১৫৮৩ সম্পত্তি আইডি: PUNB826520200030	উল্লিখিত জমি ও বিল্ডিং এর সকল (জমি পরিমাপ ৫.১০ ডেসিমেল এবং বিল্ডিং ১৭৫০ বর্গফুট) বৈদ্য বাটি মৌজায় অবস্থিত, আরএস খতিয়ান নং.৯১৪, জেএল নং.৫, আরএস দাগ নং.৩৪২৩, এলআর দাগ নং.৪২৬৫ ও ৪২৬৩, জমির পরিমাপ - ৩ কাঠা ১ ছটাক ১৭ বর্গফুট, থানা- শ্রীরামপুর, বৈদ্য বাটি পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ড, এসসিএম রোড, বৈদ্য বাটি, হুগলি, **মালিক শ্রী সমীর দে -এর নামে। সম্পত্তি অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৭৮৩৮২ দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩৩০০৩১**	ক) ২৬.১১.২০০৮ খ) ৩১,৫৫,০৮৩.৪৫ টাকা সহ অতিরিক্ত সুদ এবং চার্জ গ) ০৮.১২.২০১০ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২৪.৭৭ লক্ষ টাকা খ) ২.৪৮ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
৭.	ক) গড়িয়া শাখা (০১৪৩২০) খ) মেসার্স গুড উইল এন্টারপ্রাইজ গ) মেসার্স গুডউইল এন্টারপ্রাইজ স্বত্বাধিকারী- রত্নেশ্বর মিশ্র পিতা- হরি নারায়ণ মিশ্র ২৩, সাধনা ঔষধালয় রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬ **রত্নেশ্বর মিশ্র,** পিতা- হরি নারায়ণ মিশ্র ই-৩ পঞ্চমতল, প্রমিত অ্যাপার্টমেন্ট, গোরক্ষ বাসি রোড কলকাতা - ৭০০০২৮ অ্যাকাউন্ট নং ১৪৩২৫০০১১৯৫৪ সম্পত্তি আইডি: PUNBU64640555001	মৌজা সিতগাছি, জেএল নং ২০, আরএস খতিয়ান নং ৩৯০, আরএস দাগ নং ৩৫১০ দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অধীনে, প্রেমিসেস নং ৩৭৩, গৌরক্ষা বাসি রোড, থানা- দমদম, কলকাতা -৭০০ ০২৮, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ এর অধীনে ০৫ কাঠা ১২ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির উপর ৫ম তলায় ফ্ল্যাট নং ই-৩-এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক পরিমাপ ৭৫০ বর্গফুট সুপারবিল্ট আপ সেইসঙ্গে অবিভক্ত আনুপাতিক বাস্তু জমির শেয়ার। **সম্পত্তিটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর-কমন প্যাসেজ দ্বারা, দক্ষিণ-পথ দ্বারা, পূর্ব-গোরক্ষা বাসি রোড দ্বারা, পশ্চিম-পথ দ্বারা। **সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- রত্নেশ্বর মিশ্র,** পিতা- হরি নারায়ণ মিশ্র। **সম্পত্তি অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৬২১১০৪ দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৪১৮৮৬৭**	ক) ১১.০৮.২০১৯ খ) ৯৩,৭৯,৬০৭.৫০ টাকা তদুপরি ০১.০৮.২০১৯ থেকে কার্যকর আরও সুদ গ) ০৩.১০.২০১৯ ঘ) প্রতীকী দখল (ডিএম আবেদন ফাইল করা হয়েছে)	ক) ১৮.২৩ লক্ষ টাকা খ) ১.৮৩ লক্ষ টাকা (০১.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	০২.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
৮.	ক) নিউ আলিপুর শাখা (০০৮৬০০) খ) শ্রী প্রদীপ নাথ গ) প্রদীপ নাথ ২৪/৪, ভুবনমোহন রায় রোড, বাড়িশা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০০৮ অ্যাকাউন্ট নং ০০৮৬০০৯৩০০০১৪৭২০ সম্পত্তি আইডি: PUNBPRADIPNATH	মোট ১ (এক) কাঠা, ১১ (এগার) ছটাক ৯ (নয়) বর্গফুট পরিমাপ বিশিষ্ট জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা - পূর্ব বড়িশা, দাগ নং ৬৯৩ এর অংশ, খতিয়ান নং ২২১, জে এল নং ২৩, আরএস নং ৪৩ থানা- ঠাকুরপুকুর, ওয়ার্ড নং. ১২৩, জেলা - ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা - ৭০০০৬০ কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে। **উক্ত প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- ৬' ফুট সাধারণ পথ, পূর্বে -কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে- প্রবীর নাথের সম্পত্তি, দক্ষিণে- কমন প্যাসেজ, প্রদীপ নাথের মালিকানাধীন সম্পত্তি। **সম্পত্তি অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৪৮০০৭৪ দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩১৬৭২৩**	ক) ২০.০৭.২০২৩ খ) ৯,৬৬,৭৭৯.০০ টাকা + অতিরিক্ত সুদ গ) ০৭.১০.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ৩২.৪৩ লক্ষ টাকা খ) ৩.২৪ লক্ষ টাকা (১৬.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
৯.	ক) ঢাকুরিয়া শাখা (০০৮৯২০) খ) শম্পা ঘোষ গ) শম্পা ঘোষ বিরোজা মুক্তিমার্গ পিঠ, দমদমা বৃন্দা খালি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৮৭ অ্যাকাউন্ট নং ০০৮৯৩০০০১৬৭১৯, ০০৮৯৩০০৫২০০০৯ সম্পত্তি আইডি: PUNBSHAMPHOSH	আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল, চতুর্থ তলায় পূর্ব দিকের ফ্ল্যাট নং বি-৩, যার পরিমাপ কমবেশি ৮৪৭ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এলাকা, যার আছে দুটি বেড রুম, একটি ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং রুম, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট-কাম-প্রিভি, একটি বারান্দা এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে ১২০ বর্গফুট পরিমাপের খোলা গাড়ি পার্কিং স্পেস নিয়ে গঠিত সেইসঙ্গে সাধারণ এলাকা ও জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রেমিসেস নং ৭৭৬, পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা- ৭০০০৭৮-এর অধীনে এবং **প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - দাগ নং ১৭৭২ এর জমি এবং ৪ ফুট প্রশস্ত সাধারণ প্যাসেজ, পূর্ব - ১০ ফুট প্রশস্ত কেএমসি রোড, পশ্চিম - কে.এম.সি. প্রেমিসেস নং ৭৭৭, দক্ষিণ - দাগ নং ১৭৭৫ এর জমি। সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতী শম্পা ঘোষ **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৫০৫৬২ দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩৯২৮৭**	ক) ২০.০৬.২০২৩ খ) ৩৭,৮৫,৮৬৬.০৬ টাকা + অতিরিক্ত সুদ গ) ২০.০৯.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ২৮.০৮ লক্ষ টাকা খ) ২.৮১ লক্ষ টাকা (১৬.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
১০.	ক) কলকাতা টালিগঞ্জ শাখা (০৯০৪১০) খ) মেসার্স উজ্জলা মেডিকেল হল গ) মেসার্স উজ্জলা মেডিক্যাল হল স্বত্বাধিকারী: অমিত কুমার সাহা ১/৫, অশোক নগর, টালিগঞ্জ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৪০ অ্যাকাউন্ট নং ০৯০৪১০৮৭০০০০০০৭৪, ০৯০৪৭১২১০০০১৫২ এবং ০৯০৪১০ইজি০০০০০০ সম্পত্তি আইডি: PUNBUJJALAMED	প্রায় ৫০০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলায় যার আছে ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) রান্নাঘর সহ ডাইনিং স্পেস, ১ (এক) টয়লেট এবং ১ (এক) বারান্দা সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিকশেয়ার এবং ভবনের স্বার্থ এবং অন্যান্য সাধারণ সুবিধা, সিঁড়ি, ছাদ এবং ভবনের অন্যান্য সুবিধার অধিকার সহ , যা চাঁদপুর মৌজায় অবস্থিত, জে.এল. নং ৪১, ইপি নং ৮৪এ, এসপি নং ১৪২/১, সিএস দাগ নং ১২৩৬ (পি) এবং ১২৩৯ (পি) কেএম সি প্রিমিসেস নং ৩০এফ, গ্রাহাম রোড, পোস্টাল প্রিমিসেস নং ৮৪এ, শান্তিগড় কলোনি, থানা- যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০০৪০, কে এম সি ওয়ার্ড নং ৯৭, জেলা - ২৪ পরগনার মধ্যে (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ, **উক্ত প্রেমিসেসটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ই.পি. নং ৮৪বি, পূর্ব- ই.পি. নং ৮৪, পশ্চিম- কলোনি রোড, দক্ষিণ- কলোনি রোড। **সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৪৯১১, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.৩৫০৮৪**	ক) ১২.০৭.২০২৩ খ) ৩৮,৫৯,৫৫৮.৩১ টাকা + অতিরিক্ত সুদ গ) ২০.১০৯.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৪.২৪ লক্ষ টাকা খ) ১.৪৩ লক্ষ টাকা (১৬.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা
১১.	ক) পর্ণশ্রী পল্লী শাখা (০৮৫৯২০) খ) রাজেশ উপাধ্যায় গ) রাজেশ উপাধ্যায় প্রযত্নে সুশীলা দেবী ১২ কালী টালা পার্ক (দক্ষিণ) বাঁশদ্রোনি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০৭০ অ্যাকাউন্ট নং ০৮৫৯৩০০০১৮০১৮ সম্পত্তি আইডি: PUNBRAJESHUP01	মোট ১(দুই) কাঠা, ০৮ (আট) ছটাক ৪৪ (চুয়াল্লিশ) বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার হোল্ডিং নং জেত - ৭০/১/নিউ সাপা রায়পুর রোড, থানা- মহেশতলা, সাপা রায়পুর মৌজার অধীনে, জেএল নং ১২, আরএস নং ৩৬৮, তৌজি নং ৬৪, আরএস খতিয়ান নং ১১৯, আরএস দাগ নং ২৫, এল.আর. খতিয়ান (কৃ) নং ৩৮৩, এল.আর দাগ নং ২৮ মহেশতলা পৌরসভার সীমার মধ্যে ১৫ নং ওয়ার্ডের অধীনে, কলকাতা - ৭০০০৭০। **সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর - শ্রী সুবল নস্করের জমি, দক্ষিণে- সুবল নস্করের আংশিক জমি এবং আংশিক সাপা রায়পুর, পূর্বে- ৫' ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে- শ্রী জবান নস্কর এবং এবং অন্যান্যদের জমি দ্বারা । **স্বত্বাধিকারী: রাজেশ উপাধ্যায় সম্পত্তির অবস্থান: অক্ষাংশ- ২২.৫০৯৫৫২, দ্রাঘিমাংশ- ৮৮.২৭২১৮৮**	ক) ০৫.০৪.২০১২ খ) ১৩,৬৩,৬৯২.০০ টাকা + অতিরিক্ত সুদ গ) ২৭.০৬.২০১২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ১৫.৭৫ লক্ষ টাকা খ) ১.৫৮ লক্ষ টাকা (১৬.১১.২০২৩) গ) ০.২৫ লক্ষ টাকা	১৭.১১.২০২৩ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা

-: নিয়ম ও শর্তাবলী :-

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও

১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে '**যেখানে যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেখানে যা ঠিকানা ভিত্তিতে**' এবং '**যেমন ঠিকানা ভিত্তিতে**'।
২. উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য বাদ দেওয়া সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম এর ওয়েবসাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibabi/index.jsp মাধ্যমে ০২.১১.২০২৩ তারিখ (ক্র.নং ০১ থেকে ৭) এবং ১৭.১১.২০২৩ (ক্র. নং ৮ এবং ১১) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০ টার মধ্যে।**
৪. **সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন: www.ibapi.in, www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp, https://eprocure.gov.in/epublish/app এবং www.pnbindia.in**
৫. **সম্পত্তি পরিদর্শন করা যেতে পারে ৩০.১০.২০২৩ এবং ১২.১১.২০২৩ তারিখে।**
৬. সম্পত্তির অবস্থানের জন্য, গুগল মানচিত্র খুলুন এবং সম্পত্তি মানচিত্র অবস্থানে প্রদত্ত স্থানাঙ্কগুলি টাইপ করুন : উদাহরণস্বরূপ, ২২.৪৮২৮০৪, ৮৮.৩০৭৫৯০

তারিখ: ১২.১০.২০২৩ / স্থান: কলকাতা অনুমোদিত অফিসার (ফোন নং ০৩৩-৪০২৭৭২১৪) / পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

অপারেশন বিজয়: ২৩০ ভারতীয়কে নিয়ে ইজরায়েল থেকে ছাড়ছে বিমান

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের তীব্রতা বাড়তেই, একের পর এক দেশ ইজরায়েল থেকে তাদের নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বুধবার রাতে ভারতও 'অপারেশন অজয়' শুরু করেছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইজরায়েল থেকে দেশে ফিরতে ইচ্ছুক ভারতীয় নাগরিকদের সুবিধার্থে এই উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রকের মতে, বর্তমানে প্রায় ১৮,০০০ ভারতীয় নাগরিক ইজরায়েলে আছেন। তাঁদের অধিকাংশই সেখানে বয়স্কদের দেখাশোনার কাজ করেন। এছাড়া প্রায় হাজার খানেক শিক্ষার্থী, তথ্য প্রযুক্তি কর্মী এবং হিরে ব্যবসায়ী থাকেন সেখানে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে তাঁদের অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়া এবং অন্যান্য মাধ্যমে দেশে ফেরার জন্য আবেদন করেছিলেন। আজই ভারতীয় নাগরিকদের প্রথম দলটি নিয়ে একটি চার্টার্ড বিমান রওনা দেবে ভারতের উদ্দেশ্যে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় ইজরায়েল থেকে ২৩০ জন ভারতীয় নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে।

গত শনিবার ইজরায়েল থেকে ভারতমুখী এয়ার ইন্ডিয়া একটি উড়ান বাতিল হয়েছিল। যার ফলে, এই ২৩০ জন সেই দেশে আটকে পড়েছিলেন। প্রথমে তাঁদেরই ফিরিয়ে আনা হবে। তারপর, আগে যারা আগে নাম নিবন্ধন করবেন, তারাই আগে দেশে ফেরার সুযোগ পাবেন। ইজরায়েলে এয়ার ইন্ডিয়ার পরিষেবা আপাতত স্থগিত রয়েছে। ইজরায়েল থেকে যারা দেশে ফিরবেন, তাঁদের ভাড়া বাবদ কোনও অর্থ দিতে হবে না। সরকারই তাদের ফেরার খরচ বহন করবে।

অপারেশন অজয়ের আওতায় ভারত বেশ কয়েকটি বাণিজ্যিক চার্টার্ড উড়ান পরিচালনা করবে। আপাতত, স্ট্যান্ড বাই অবস্থায় রাখা হচ্ছে ভারতীয় সেনার কয়েকটি সামরিক বিমান। পরে দরকার পড়লে সেগুলিকেও কাজে লাগানো হবে। প্রয়োজন পড়লে ভারতীয় নৌসেনার রণতরীও পাঠানো হবে ইজরায়েলে। ইজরায়েল থেকে কিছু নাগরিককে প্রাথমিকভাবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতেও নিয়ে যাওয়া হতে পারে। বুধবার আরব আমিরশাহির বিদেশমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা বিন জায়েদের সঙ্গে কথা বলেছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। হামাস-ইজরায়েল যুদ্ধের বিষয়ে কথা হয় দুই পক্ষের।

প্রসঙ্গত, হামাস ইজরায়েলে হামলার করার পর থেকে এই প্রথম কোনও আরব দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন জয়শঙ্কর। হামাসের হামলাকে সন্ত্রাসবাদী হামলা বলেই দেখছে ভারত সরকার। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিও এই হামলার জন্য হামাসের সমালোচনা করেছে। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে বাহরাইনও এই হামলার নিন্দা করেছে।

শেখ আবদুল্লা বিন জায়েদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি, এই সঙ্কট নিয়ে দিল্লিতে একটি কন্ট্রোলরুম খুলেছেন বিদেশমন্ত্রী। তেল আবিব এবং রামাল্লার ভারতীয় দুতাবাসগুলিতেও কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। এদিকে, বেথলেহেমে তীর্থ করতে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ ওয়ানওয়েইরয় খারলুখি-সহ মেঘালয়ের ২৭ জন বাসিন্দা। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, তাঁদের নিরাপদে মিশরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখান থেকে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। মুম্বইয়ে নিযুক্ত ইজরায়েলের কনসাল জেনারেল কব্বি শোশানি জানিয়েছেন, ইজরায়েলে কোনও ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে বা কোনও ভারতীয় আহত হয়েছেন বলে খবর নেই।

রাজস্থানে ভোটের দায়িত্ব পেলেন গেহলট, সহযোগী পাইলট

জয়পুর, ১২ অক্টোবর: শচিন পাইলট নয়, রাজস্থানের ভোটে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটকেই বিধানসভার অধিকাংশ আসনে টিকিট বিলির দায়িত্ব দিল কংগ্রেস হাই কমান্ড। রাজস্থান কংগ্রেসে অশোক গেহলট ও শচিন পাইলটের মধ্যে যে বিবাদ মিটে গিয়েছে, কংগ্রেস হাই কমান্ড চাইছে; গেহলট ও পাইলট যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একসঙ্গে একটি জনসভা করে সেই বার্তা দিন।

সোমবার দিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পরে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট আলাদাভাবে বিধানসভা ভোট নিয়ে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক করেন। মঙ্গলবার সোনিয়া গান্ধির সঙ্গেও তাঁর বৈঠক হয়। কংগ্রেস সূত্রের খবর, রাজস্থানে কংগ্রেসের জয়ের জন্য গেহলটকে যাবতীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিধানসভার ২০০টি আসনের মধ্যে গেহলটকে ১২৫ থেকে ১৩০টি আসনে টিকিট বিলির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাকি ৭০ থেকে ৭৫টি আসনে শচিন পাইলট-সহ অন্য নেতাদের সুপারিশ অনুযায়ী টিকিট দেওয়া হবে। তবে সেই প্রার্থীদের জেতানোর দায়িত্বও সেই নেতারাই নেবেন। প্রয়োজনে বিধায়কদের আসন বদল করা, নতুন মুখদের সুযোগ দেওয়া ও পুরনো বিধায়কদের বাদ দেওয়ার ক্ষমতাও অশোক গেহলটকে দেওয়া হয়েছে।

রাজস্থানে সাধারণত পাঁচ বছর অন্তর সরকার বদল হয়। এ বার গেহলটকে সামনে রেখেই সেই প্রথা ভাঙতে চাইছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সূত্রের দাবি, পাইলট এখন পুরোপুরি গেহলটর পাশে। সোমবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে জাতগণনা নিয়ে আলোচনার সময় তিনি গেহলটের জাতগণনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দেওয়ার প্রশংসা করেছেন। বিজেপির টিকিট না-পাওয়া বসুন্ধরা রাজের বেশ কিছু অনুগামীর নির্দল হিসাবে লড়াই গেহলটের অঙ্ক। তাঁরা ভোট কেটে কংগ্রেসের সুবিধা করে দেবে বলে মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে তিন জন বিজেপি নেতা নির্দল হিসাবে লড়ার ঘোষণা করেছেন।

মধ্যপ্রদেশের পরে বিজেপি রাজস্থানেও সাংসদদের প্রার্থী করেছে। গেহলটের বক্তব্য, সাংসদদের বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করে বিজেপি আগেই হার স্বীকার করে নিয়েছে। কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মিটিয়ে গেহলট এখন বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার কে, সেটাও বিজেপি খোলসা করে বলতে পারছে না। কংগ্রেস সূত্রের খবর, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যে পিতৃপক্ষের পরেই কংগ্রেস প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করা হবে। কারণ, পিতৃপক্ষ বা শ্রাদ্ধপর্বের মধ্যে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা অশুভ। গেহলটের বক্তব্য, ১৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকের পরে রাজস্থানের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হবে।

খলিস্তানি সমর্থককে আশ্রয় দিল কানাডা

অটোয়া, ৯ অক্টোবর: ফের ভারত বিরোধী পদক্ষেপ কানাডার । এবার ভারতে দীর্ঘ সময় ধরে খলিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়দাতা এক শিখ ব্যক্তিকে আশ্রয় দিল কানাডা। খলিস্তানি সমর্থককে নিজেদের দেশে আশ্রয় দিয়ে ভারতের সঙ্গে জ্বলতে থাকা আগুনে ঘি ঢালল ট্রুডো সরকার। কানাডার 'ইমিগ্রেশন ট্রাইব্যুনাল' বোর্ডের সদস্য হাইদি অর্সফোল্ড জানিয়েছেন, ভারতের নাগরিক কমলজিত রামকে কানাডায় ঢুকতে না দেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পায়নি সরকার। শুধুমাত্র তিনি ভারতে খলিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্য করেছেন বলে তাঁকে আশ্রয় না দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। ওই শিখ ব্যক্তি অভাবের তাড়নায় ও তাঁর উপর হামলার আশঙ্কায় সন্ত্রাসীদের সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, গত মাস থেকে খলিস্তানি কাঁটায় বিদ্ধ হয়ে আছে ভারত-কানাডা সম্পর্ক। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ আনেন, কানাডার খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের নেপথ্যে ভারতের হাত রয়েছে। এর পর থেকে ভারত-কানাডা টানাপোড়েন অব্যাহত। দুই দেশ থেকেই অপর দেশের শীর্ষ কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা হয়।

প্রাক্তন আমলার বাংলাতে লেখা স্মৃতিচারণের প্রকাশ দিল্লিতে

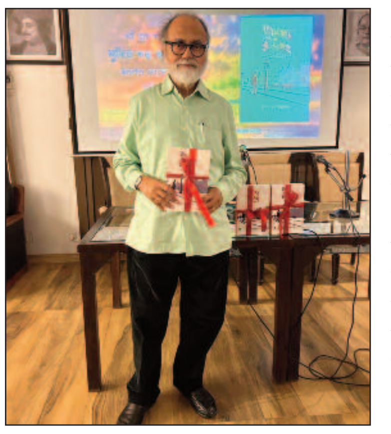

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে এক বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ এক্সাইজ অ্যান্ড কাস্টমসে'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান, সুমিত দত্ত মজুমদারের বই 'জনপদ থেকে রাজপথ--স্মৃতিচারণ' প্রকাশ করা হলো চিত্তরঞ্জন পার্কস্থিত চিত্তরঞ্জন ভবনের বার্ষিক বইমেলা উৎসবে।

বই প্রকাশ অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন দিল্লির এক বাংলা-থিয়েটার ব্যক্তিত্ব এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মেমোরিয়াল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত। বই প্রকাশের পর বইটি নিয়ে লেখকের সাথে আলোচনা করেন দিল্লিতে ডি ডব্লিউ (বাংলা)র বরিষ্ঠ সাংবাদিক এবং লেখক, গৌতম হোড়।

লেখক দত্ত মজুমদার বলেন, 'আমার জন্ম ও শৈশব থেকে ফিজিক্সে গ্র্যাজুয়েট হওয়া অবধি সময়টা কাটিয়েছি অসমের শিলচর, জোরহাট ও গুয়াহাটিতে। কর্মজীবনের শুরু নাগাল্যান্ডে অধ্যাপনা দিয়ে; তারপর যোগদান করি ইন্ডিয়ান রেভিন্যু সার্ভিস (আইআরএস) এবং কর্মজীবনের বড় অংশ কাটে কাস্টমস্ ডিপার্টমেন্টের নানা জায়গায় যেমন কলকাতা, মুম্বই, পুনে হয়ে সর্বশেষে দিল্লিতে। ইতিমধ্যে, ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে তিনবার আমার সুযোগ ঘটে বিভিন্ন ধরণের কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের। ওগুলো ছিল এশিয়ান গেমস ১৯৮২-এর প্রস্তুতিতে দেড় বছর, নন্ অ্যালাইমেন্ট মীট (ন্যাম) এ ছ'মাস, বাহরিন ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় চার বছর।

দিল্লিতে আমার কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটে ২০১১ সালের শেষের দিকে, পূর্বোক্ত কাস্টমস্ ও এক্সাইজ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে। ওটাই ছিল আমাদের সার্ভিসের শীর্ষস্থান। স্মৃতিচারণটি আমার ওই সময়কার ঘটনাগুলোকে ধরে রেখেছে। তাই বইটির নামকরণ- 'জনপদ থেকে রাজপথ - স্মৃতিচারণ'।'

ইতিপূর্বে সুমিত দত্ত মজুমদার বেশ কয়েকটি বই ইংরেজিতে লিখেছেন নানা বিষয়ে। যেমন, কাস্টমস্ ভ্যালুয়েশন, গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (জিএসটি), এশিয়াড স্টেডিয়া ইত্যাদি। ১৯৮৪ সালে ছদ্মনামে (ভাস্কর মজুমদার) একটা বাংলা উপন্যাস লেখেন - 'দ্বন্দ্বে ছন্দে'। কাস্টমসের নানা কর-ফাঁকি ধরার এবং স্মাগলিং রোখার গল্পের সঙ্গে উপরোক্ত বাংলা বইটির গল্পও লেখা আছে এই স্মৃতিচারণে।

পঞ্চম বর্ষে পা দিল জার্মানির মিউনিখ শহরের দুর্গাপুজো

বার্লিন, ১২ অক্টোবর: আবেগের নাম দুর্গাপুজো। আবেগের নাম বাঙালিয়ানা। আর এই দুই আবেগ সুদূর দক্ষিণ জার্মানির মিউনিখ শহরে মিলেমিশে একাকার। সদস্য সংখ্যায় দক্ষিণ জার্মানি তথা পাশ্চাত্য মূল ভূখণ্ডের অন্যতম বৃহৎ ভারতীয় বাঙালিদের সংগঠন 'সম্প্রীতি মিউনিখ'। ২০১৪ সালে পথচলা শুরু করে ২০১৯ সালে প্রথম দুর্গাপুজো। ভালোবাসা ও আবেগের 'শারদ সম্প্রীতি'র এবার পঞ্চম বর্ষ।

ধুমধাম করে ২০১৯ সালে উত্তর মিউনিখের এক সভাগৃহে আত্মপ্রকাশের পরই ২০২০-তে কোভিড-১৯-এর প্রকোপে শারদ সম্প্রীতি অনুষ্ঠিত হয় এক সদস্যের বাড়িতে। সামাজিক দূরত্বের নিয়ম মেনে। তবে ২০২১ সালে পুজো ফের অনুষ্ঠিত হয় পুরনো জায়গাতেই। যদিও কোভিড তখনও প্রকট। তাই কেবল মাত্র সদস্যদেরই ছিল প্রবেশাধিকার। ২০২২ সালে সদস্য সংখ্যা ২০০ ছুঁই ছুঁই। এবারও পুরোপুরি খোলা গেল না সবার জন্য, সভাগৃহের অনুমোদিত জনসাধারণ ক্ষমতা লঙ্ঘন বেআইনি।

২০২৩ সালে তাই শারদ সম্প্রীতির পঞ্চম বর্ষ উদযাপন হতে চলেছে মিউনিখ শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত সুবিশাল এক ঐতিহ্যবাদী সভাগৃহ মিউনিখ ফ্রাইহাইটসহালে। মহাসপ্তমীর উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন কনস্যুলেট জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, মিউনিখ, হিজ এক্সেলেন্সি মোহিত যাদব, মিউনিখ সিটি কাউন্সিলের সম্মাননীয় সদস্য টমাস লেখনার ও মিউনিখ তথা দক্ষিণ জার্মানির আরও কিছু বিশিষ্ট সুধীজন।

এই পুজোয় থাকছে পাঁচদিনের দারুন হুল্লোড়। ষষ্ঠীতে আনন্দমেলা, পরবর্তী দিনগুলোয় বিরাট আকর্ষণ মায়ের সামনে ডান্ডিয়া রাস, ছোট ও বড়দের বাংলা নাটক, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের পার্বণী নাচের অনুষ্ঠান, আসল ঢাকের বাদ্যি, ব্যান্ডের গান, বরণ, সিঁদুর খেলা এবং অবশ্যই দুবেলা কবজি ডুবিয়ে খাওয়া দাওয়া। পুজোর দায়িত্বে কলকাতার পুরোহিতমশাই। সুদূর জার্মানির বুকে, প্রবাসীর আবেগে, এ যেন এক প্রবাসী ম্যাডক্স স্কোয়ার, রাতদিন আড্ডা আর শারদীয়ার মজা।

TENDERS

Inviting tenders Out of the RUSA fund.

For details, please visit tender notices at website : **www.pinglacollege.ac.in**

Last date - 27/10/23

Sd/- Principal, Pingla Thana Mahavidyalaya

e-TENDER NOTICE

Office of the Block Development Officer Khandaghosh Development Block Sagrai, Purba Bardhaman

E-NIT No: BWN/EO/KHANDA/NIET-02/2023-24 (2nd call), DT. 12/10/2023, BWN/EO/ KHANDA/NIeT-04/2023-24 (2nd call) DT. 12/10/2023 & BWN/ EO/ KHANDA/NIET- 05/2023-24 (2nd call) DT. 12/10/2023

Tender Id: 2023_DMB_591758_1, 2023_DMB_591771_1, 2023_DMB_591779_1 to 2023_DMB_591779_3

Bid submission start Dt. & Time (online): **12/10/2023 from 06:00 pm** onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): **03/11/2023 from 06:00 pm** onwards

For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/ E-10 of 2023-24 (1st call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for 2 nos installation High mast light at different places under Basirhat Municipality. e-Tender Start Date: **13.10.2023 at 9.00 am.** Closing Date: **27.10.2023 upto 6.00 pm** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

NOTICE INVITING QUOTATION

No.- 01 of 2023-24 of Sub-Divisional Officer, Burdwan Irrigation Sub-Division No.-I

Separate quotation are invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal for 02 (two) No's works from reputed Agency/Firm. Last date & time of issuing Quotation paper is **31.10.2023** up to 12.00 Hrs. For details contact in office on any working day or may be seen **https://wbiwd.gov.in**

Sd/-
Sub-Divisional Officer
Burdwan Irrigation Sub-Division No. I
Kanainatshal, Purba Bardhaman

Somaspur-I Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

e-Tender ID No	Bid Submission End Date & Time
2023_ZPHD_590094_1	30-Oct-2023 12:00 PM
2023_ZPHD_590094_2	30-Oct-2023 12:00 PM
2023_ZPHD_590094_3	30-Oct-2023 12:00 PM
2023_ZPHD_590094_4	30-Oct-2023 12:00 PM
2023_ZPHD_590094_5	30-Oct-2023 10:20 AM
2023_ZPHD_590094_6	30-Oct-2023 10:20 AM
2023_ZPHD_590094_7	30-Oct-2023 10:20 AM
2023_ZPHD_590094_8	30-Oct-2023 10:20 AM
2023_ZPHD_590094_9	30-Oct-2023 10:20 AM

For details visit website ***https//wbtenders.gov.in,*** for any other query please visit the office of undersigned in working hours.

Sd/- Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat

Abriged Tender Notice

WBIW/EE/MED/Short NIT-03/2023-2024 (SL NO 01 TO 03)

On behalf of the Governor of West Bengal, tender is invited by the undersigned for 03(Three) nos. of works under Metropolitan Electrical Division, I & W Dte., Govt. of West Bengal. Last Date of Application: 16.10.2023 upto 15.00PM, Last Date & Time for Dropping is 17.10.2023 upto 15:00hrs. Other details will be available from the notice board of office of the undersigned on working days and also from website :**www.wbiwd.gov.in**

Sd/- EE / MED
I & W Dte., Govt. Of W.B.

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY, RANAGHAT, NADIA

NOTICE INVITING E-TENDER

Memo. No. 1615/RM Date – 12.10.2023
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-15e/2023-24/SL1
Tender ID : 2023_MAD_591686_1

Name of the work: REPAIR & RENOVATION WORKS FOR "AYUSH HWC" HOMEOPATHY (ELECTRICAL WORKS) SHD RANAGHAT AT TOWN OPD IN WARD NO-09 WITHIN RANAGHAT MUNICIPALITY. Last Date of Submission of Bid : **04/11/2023.**

Memo. No. 1616/RM Date – 12.10.2023
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-16e/2023-24/SL1
Tender ID : 2023_MAD_591712_1

Name of the work: ELECTRIFICATION OF VALVE OPERATOR ROOM WITHIN O.H.R. AT ZONE- A, B & C IN DIFFERENT WARDS UNDER RANAGHAT MUNICIPALITY.Last Date of Submission of Bid : **04/11/2023.**

Memo. No. 1618/RM Date – 12.10.2023
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-17e/2023-24/SL1
Tender ID : 2023_MAD_591832_1

Name of the work: CONVERSION OF RIKSAW STAND (CONSTRUCTED WITH IHSDP-II) TO 8 NOS SHOP ROOMS NEAR SRIJA AT NASRA(S) LANE-5 IN WARD NO 18 WITHIN RANAGHAT MUNICIPALITY..Last Date of Submission of Bid : **22/11/2023.**

Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

S/D Chairman,
Ranaghat Municipality

SBI — **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান**
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : **sbi.14817@sbi.co.in**

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৩.০৭.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স এস আর ঘোষ, অংশীদার এবং জামিনদাতাগণ - ১) শ্রী সুরজিৎ ঘোষ, ২) শ্রীমতি সোমা ঘোষ,** ফ্ল্যাট নং এ-৩০৪, অ্যাকোয়াপলিস, বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন নং - ৭১৩২১৬, পশ্চিমবঙ্গ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,০৪,২৭,১৭২.৩৪ টাকা (এক কোটি চার লাখ সাতাশ হাজার একশো বাহাত্তর টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) টাকা** ০৪.০৭.২০২৩ থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানে দায়বদ্ধ।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **১,০৪,২৭,১৭২.৩৪ টাকা (এক কোটি চার লাখ সাতাশ হাজার একশো বাহাত্তর টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) টাকা** ০৪.০৭.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী :শ্রীমতি সোমা ঘোষ এবং শ্রী সুরজিৎ ঘোষ
দলিল নং ১-০৫৭৭৪/২০১৯
ফ্ল্যাট নং : এ-৩০৪, এবং চারচাকা গাড়ি পার্কিং স্পেস অবস্থিত কমপ্লেক্স : অ্যাকোয়াপলিস, বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার, পিন নং - ৭১৩২১৬, পশ্চিমবঙ্গ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১১.১০.২০২৩
স্থান - বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

SBI — এসবিআই কালনা ব্রাঞ্চ (০০১০৬)
বাহাদুরিপাড়া, জেলা - বর্ধমান-৭১৩৪০৯, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল : sbi.00106@sbi.co.in ফোন নং - (০৩৪৫৪) ২৫৫০৬৪/২৫৭৮১১/২৫৭৮১২

পরিশিষ্ট ৪ (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং ৩০৯৫২৪১২১৭৯(সি/সি), এ/সি নং ৩৯৩৯০১১০৯০৬ (জিইসিএল), এ/সি নং ৪০২৫৬৩১৬৮২২ (এফআইটিএল)

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,** কালনা শাখার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২এর ৩) ধারা ১৩(১২) এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ২৩.০৬.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স মিনতি ট্রেডার্স, স্বত্বা. জয়ন্ত দেবনাথএবং জামিনদাতা ভজন দেবনাথ পিতা নবদ্বীপ দেবনাথ উভয়ের সাকিন শালিপুর,লিচুতলা, পো-নিভূজি বাজার,থানা-কালনা, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪০৯** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **(২৮,১১,১৯৯.০৩ টাকা (সিসি) এবং ২,০৫,৫৭০.৩৩ টাকা (জিইসিএল) এবং ৩,৯৪,৯৮২.৮৩ টাকা (এফআইটিএল) এবং ১১,২৪,২৭৯.৩০ টাকা (এইচবিএল) এবং ৪৩৫৯৬৩.৩৮ টাকা (টপ-আপ) মোট ৪৯,৮১,৯৯৪.৮৭ টাকা (উনপঞ্চাশ লাখ একাশি হাজার নয়শত চুরানব্বই টাকা এবং সাতাশি পয়সা) ২১.০৬.২০২৩** অনুযায়ী এবং পুঞ্জিভূত সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী সম্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৯ অক্টোবর ২০২৩** তারিখে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কালনা শাখার নিকট বকেয়া পরিমাণ **(২৮,১১,১৯৯.০৩ টাকা (সিসি) এবং ২,০৫,৫৭০.৩৩ টাকা (জিইসিএল) এবং ৩,৯৪,৯৮২.৮৩ টাকা (এফআইটিএল) এবং ১১,২৪,২৭৯.৩০ টাকা (এইচবিএল) এবং ৪৩৫৯৬৩.৩৮ টাকা (টপ-আপ) মোট ৪৯,৮১,৯৯৪.৮৭ টাকা (উনপঞ্চাশ লাখ একাশি হাজার নয়শত চুরানব্বই টাকা এবং সাতাশি পয়সা) ২১.০৬.২০২৩ অনুযায়ী** এবং পুঞ্জিভূত সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিস্তারিত

১) দলিল নং ১-১১৫৯- ২০০৩ সালের
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ৮.২৫ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা-কালনা, জেএল নং ১৬৪ এলআর খতিয়ান নং ১১৫১৯, এলআর প্লট নং ৯১, আরএস প্লট নং ৩৩, শ্রেণি-বাস্তু, থানা-কালনা, জেলা-পূর্ব বর্ধমান।
সম্পত্তি ভজন দেবনাথ , পিতা নবদ্বীপ দেবনাথ এর নামে।

দ্রষ্টব্য : স্পিড পোস্টের মাধ্যমে দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে প্রেরণ করা হয়েছে। কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট নোটিশ না পেয়ে থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি মারফত তাদের অবগত করা হচ্ছে, এই বিজ্ঞপ্তিকে বিকল্প পরিষেবা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ : ০৯.১০.২০২৩
স্থান : কালনা, বর্ধমান

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS

Corrigendum

NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-07 of 2023-24 (1st call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Supply and Laying of Clear Water Rising main pipe line D.I.-K9 MS Pipe including supply of DI Specials and permanent Road restoration for Water Supply Scheme within Zone-F within Basirhat Municipal area in the District North 24 Parganas under Basirhat Municipality. e-Tender Closing Date: **27-Oct-2023 06:00 PM.** Bid opening Date:**30-Oct-2023 09:00 AM.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhat municipality.in**

Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS

NIeT No.:WBMAD/BASIR/E-09 of 2023-24 (1st call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for Sinking of 2 nos 300mm x 200mm dia 300 mtr. Deep Tube Well at ward No. 15 & 22 within basirhat Municipal Area & Laying of Pipe line (DI-K9/MS) for supply clear water from DTW-Pump House to OHR inlet Point and Connection with Existing distribution line. At ward No. 15 & 22 within basirhat Municipal Area. e-Tender Start Date: **13.10.2023 at 9.00 am.** Closing Date: **27.10.2023 upto 6.00 pm.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No. : UKM/023(e)/2023-24 dt 12.10.2023

1.Construction of cement concrete road at Doluipara offshoot in ward no -22.
2. Flexible Pavement restoration with Mastick Asphalt at N.C. Saha Road & Parmar Road in ward no 11.
3. Bituminous restoration with Mastck Asphalt at D.P.J.M. Sarani from the Jn. Of B.B.D. Road, up to Pragati sangha club in ward no 6, 7 & 8.
4. Construction of cement concrete road at T.N. Mukherjee Road offshuts near Makhla Science Club in ward no -21.
5.Construction Of Cement pavement at Amarnath Road offshoot near Manoda Pharmacy in Ward no 14.
6. Concrete pavement at G.T. Road offshoot near Dargatala Ghat Lane in ward no 12.
7. Bituminous restoration with Mastck Asphalt at Baidik para Ghat Lane in ward no 5.
8.Flexible Pavement restoration with Mastick Asphalt at j.K. Street offshoot opposite P.N.B. in ward no 19.
9.Road Restoration work at Santinagar road and M.K.T. Sarani in ward no 11.

Bid Submission Closing Date - **01.11.2023**. For Details: - **wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman, U.K. Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No. : UKM/024(e)/2023-24 dt 12.10.2023

1. Renovation of Rigid pavement with mastick asphalt at T.N. Mukherjee Road offshoot near Benepukur Dhar area in ward no 20.
2.Construction of Cement conccrete road at Roy para lock gate in ward no 21. **3.**Concrete road at Makhla (Bahurupi Math) near the house of Dilip Ghosh in ward no 21.
4.Concrete road at Makhla (Bahurupi Math) near the house of Pradip Das to Ajay Chakraborty in ward no 21.
5.Concrete road at Makhla (Bahurupi Math) near the house of Ajay Chakraborty in ward no 21.
6.Concrete road at Makhla (Bahurupi Math) near the house of Chandana Malik to Niva Dutta in ward no 21.
7.Construction of Bituminous Roads with Mastick Asphalt at Maniktala and Jelepara area in ward no 22.
8.Renovation of Rigid pavement with mastick asphalt at Saradapally, Makhla in ward no 22.
9.Renovation of Rigid pavement with mastick asphalt at Charaktala, Makhla in ward no 23.
10. Renovation of Rigid pavement with mastick asphalt at Arabindapally and Makhla Govt. Col. No. 2 near Bright Star Club, Makhla in ward no 23.

Bid Submission Closing Date - **01.11.2023**. For Details: - **wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman,
U.K. Municipality

इंडियन बैंक — Indian Bank — इलाहाबाद — ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১৪.১১.২০২৩ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।

নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স শেখ জাহিরুদ্দিন** (স্বত্বাধিকারী - শ্রী এস কে জাহিরুদ্দিন) ৮২/সি বরতলা স্ট্রিট, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০৭ **শ্রী শেখ জাহিরুদ্দিন** মৌজা ঘোষপুর জেএল নং ১৪, ইআর মিদ্দা সিং রায় এবং সেন পাড়া, ঘোষপুর খানাকুল, হুগলি, পিন - ৭১২৬১৩ **মেসার্স লাইট হাউস হোটেল**, স্বত্বাধিকারী শ্রী এস কে জাহিরুদ্দিন, ২০৫, বাসুদেবপুর মোড়, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৬১২ **শ্রী শেখ জাহিরুদ্দিন** মৌজা ঘোষপুর জেএল নং ১৪, ইআর মিদ্দা সিং রায় এবং সেন পাড়া, ঘোষপুর খানাকুল, হুগলি, পিন - ৭১২৬১৩ **শাখা :** আলিপুর, কলকাতা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক হোটেল সম্পত্তি-হোটেল লাইট হাউস সংশ্লিষ্ট জমিতে পরিমাণ আনুমানিক ৩২ ডেসিমেল শেখ জহিরুদ্দিন এর নামে, স্থানীয় আরামবাগ পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন, হোল্ডিং নং ২০৫, আরামবাগ লিঙ্ক রোড, থানা- আরামবাগ,জেলা-হুগলি, এডিএসআর-আরামবাগ, ডিআর-হুগলি, মৌজা- পারুল, জেএল নং ৩৮, এলআর খতিয়ান নং ৬৩৯৬, এলআর দাগ নং : ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, আরএস দাগ নং ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২৫০, ২৭০৩, ২১৮, ৩৩৬, ৩৫৭, (দলিল নং ১৪১৪, ১৪১৫, ১৪১৬, ১৪১৭, ১৪১৮, ১৪৩১, ১৪৩২, ১৪৩৩, ১৪৬৪, ৭৫১-২০০৭ অনুযায়ী) ২৮৯৮, ৬১৪, ৩২৫০, ৪৭১৮, -২০০৯, ৪৯৫৯-২০১১স৪২১৮-২০১৫ সালের। **চৌহদ্দি : উত্তরে** : মিলন কান্তি ঘোষ এর সম্পত্তি, **দক্ষিণে** : মেন রোড, **পূর্বে** : শেখ আসরফ আলি, **পশ্চিমে** : পুর সড়ক সমন্বিত।	ক) প্রতীকী খ) নেই গ) ৫,৩৮,৯০,৭২৩.০০ টাকা ঘ) ৫৩,৮৯,০৭২.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) আইডিআইবি৩০১৯৪৭১৪২১৫ ছ) ৪,৯২,০৮,৬৮৩.০০ (চার কোটি বিরানব্বই লাখ আট হাজার ছশো তিরাশি টাকা) টাকা পরবর্তী সুদ, শুল্ক এবং চার্জ ০৮.১০.২০২৩ থেকে।

ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের তারিখ এবং সময় - **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi- ১৪.১১.২০২৩ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে।**

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে (www.mstcecommerce.com) আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪ এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে ibapiop@mstcecommerce.com এবং ibapifin@mstcecommerce.com যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন https://ibapi.in এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ১৮০০১০২৫০২৬ এবং ১১-৪১১০৬১৩১ যোগাযোগ করুন। ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট https://ibapi.in এবং www.mstcecommerce.com তে প্রদত্ত।

তারিখ : ০৭.১০.২০২৩, স্থান : কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

একদিন

ক্রিকেটের কুরুক্ষেত্র

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 124, KOLKATA, FRIDAY, 13 OCTOBER 2023, PAGE 8

কলকাতা ১৩ অক্টোবর, ২০২৩

রোহিত নয়, রেকর্ডবুকে নাম তুললেন কোহলিও, দু'বার টপকালেন সচিনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান করে দলকে জেতাতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন রোহিত শর্মা। শুধু শতরানই নয়, একাধিক নজিরও গড়েছেন তিনি। ম্যাচের পর সব আলোচনা তাঁকে নিয়েই। তবে এর ফাঁকেই বিরাট কোহলিও দু'টি নজির গড়েছেন। দু'টিতেই তিনি টপকে গিয়েছেন নিজের আদর্শ সচিন তেন্ডুলকরকে।

আইসিসি-র দুই ফরম্যাটের বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি রান হয়ে গেল বিরাট কোহলির। দুই বিশ্বকাপ মিলিয়ে ৫৩তম ইনিংসে সচিনকে পেরিয়ে গেলেন কোহলি। সচিনের ছিল ২২৭৮ রান। কোহলি সেটি পেরিয়ে গিয়েছেন। তবে সচিন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেননি। তিনি ছ'টি ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ খেলেছেন। অন্য দিকে, কোহলির এটি চতুর্থ ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ। তিনি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছেন পাঁচটি। ২৭টি ম্যাচে ১১৪১ রান রয়েছে তাঁর। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাঁরই।

আইসিসি-র দুই ফরম্যাটের বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে সবচেয়ে বেশি রান হয়ে গেল বিরাট কোহলির। দুই বিশ্বকাপ মিলিয়ে ৫৩তম ইনিংসে সচিনকে পেরিয়ে গেলেন কোহলি। সচিনের ছিল ২২৭৮ রান। কোহলি সেটি পেরিয়ে গিয়েছেন। তবে সচিন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলেননি। তিনি ছ'টি ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ খেলেছেন। অন্য দিকে, কোহলির এটি চতুর্থ ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ। তিনি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছেন পাঁচটি। ২৭টি ম্যাচে ১১৪১ রান রয়েছে তাঁর। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তাঁরই।

দেখতে আসলের মতো, দাম ২০ হাজার

আমদাবাদে পাকড়াও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের নকল টিকিটের চার কারবারি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আর মাত্র এক'দিনের অপেক্ষা। বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে উত্তাপের পারদ এখন থেকেই চড়তে শুরু করে দিয়েছে। এক লাখ ৩০ হাজার স্টেডিয়াম শনিবার পুরোটাই ভরে যাবে বলে মত আয়োজকদের। সুযোগ বুঝে কালোবাজারিও চলছে। ভুয়ো টিকিট বিক্রি করার দায়ে গুজরাত পুলিশ বুধবার রাতে চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। তল্লাশি আরও বাড়ানো হয়েছে।

এই ম্যাচ খেলতে আমদাবাদে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় দল। বৃহস্পতিবার ভারতেরও আমদাবাদে পা রাখার কথা। দলের এক সদস্য শুভমন গিল আগেই পৌঁছে গিয়েছেন। এই ম্যাচ ঘিরে কড়া নিরাপত্তা গোটা শহরেই। তার মধ্যে অপরাধ মাথাচাড়া দিচ্ছে।

চার অপরাধীর নাম জয়মিন প্রজাপতি, ধ্রুমিল ঠাকোর, রাজবীর ঠাকোর এবং কুশ মিনা। প্রথম তিন জনের বয়স ১৮ বছর। কুশ ২১ বছরের। আমদাবাদ এবং গান্ধীনগরের বাসিন্দা তারা। পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত অনুযায়ী, অপরাধীরা প্রথমে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের একটি টিকিট কেনে। তার পর সেই টিকিট একটি বিশেষ সফ্‌টঅয়্যারের মাধ্যমে স্ক্যান করে আরও ২০০টি টিকিট ছাপায়। চার অপরাধীর এক জনের প্রিন্টের দোকান রয়েছে। সেখানেই এই কাণ্ডটি চলে।

পুলিশের দাবি, পুরো ব্যাপারটাই জয়মিনের মাথা থেকে বেরিয়েছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে টিকিটের ব্যাপক চাহিদা থাকবে ভেবেই ভুয়ো টিকিট বানানোর কথা মাথায় আসে। সে রাজবীর এবং ধ্রুমিলের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে টিকিট স্ক্যান এবং ছাপানোর উদ্যোগ নেয়। তার জন্য একটি রঙিন প্রিন্টারও কেনা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, নকল টিকিটগুলি দেখতে একদম আসলের মতো।

এর পর সমাজমাধ্যম থেকে বিভিন্ন ক্রিকেটপ্রেমী মানুষকে লক্ষ্য বানিয়ে টিকিট বিক্রির চেষ্টা করা হয়। দাম ক্রমশ বাড়তে থাকে। ২ হাজার থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত দাম চাওয়া হয়। সূত্র মারফত মিনার দোকানে পুলিশ ঢুঁ মারতেই সব রহস্যের উদ্ঘাটন হয়। সঙ্গে সঙ্গে চার অপরাধীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

বুমরা যেন ইংরেজ ফুটবল তারকা

আফগানদের আউট করে অভিনব কায়দায় উচ্ছ্বাস ভারতের পেসারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিজের প্রথম উইকেট নেওয়ার পর অদ্ভুত কায়দায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা যায় যশপ্রীত বুমরাকে। সতীর্থদের সঙ্গে হাত মেলানোর পর কপালের তর্জনী ঠেকিয়ে রাখেন বুমরা। একই ধরনের উচ্ছ্বাস করেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। গোল করলেই সাইডলাইনে গিয়ে এই কায়দায় উচ্ছ্বাস করেন। বুমরাকেও একই কাজ করতে দেখে অভিভূত র‍্যাশফোর্ডের ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। তারা ধন্যবাদ জানিয়েছে ভারতীয় পেসারকে।

ম্যাচের সপ্তম ওভারে ইব্রাহিম জাদরানকে আউট করার পর র‍্যাশফোর্ডের মতো উচ্ছ্বাস করেন বুমরা। বুঝিয়ে দেন, তিনি ম্যান ইউয়ের ফুটবলারের ভক্ত। অতীতে ইংল্যান্ডের এই ক্লাবের প্রতি নিজের পছন্দের কথা জানিয়েছেন বুমরা। ২০২১ সালে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডেও গিয়েছিলেন। তাঁকে ৯৩ লেখা জার্সি উপহার দেওয়া হয়। সেই কথা উল্লেখ করেছে ম্যান ইউ।

সেই সময়ে ম্যান ইউকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, তএই মাঠে আসতে পেরেছি বিশ্বাসই হচ্ছে না। ছোটবেলায় টিভিতে নিয়মিত প্রিমিয়ার লিগ দেখতাম। তখন সব সময় এই স্টেডিয়াম দেখেছি। কিন্তু এখন কাছ থেকে দেখে যেন সবই অবিশ্বাস্য লাগছে। সাজঘর দেখলাম। জার্সিগুলো সব ঝুলিয়ে রাখা রয়েছে। এখন আমার জার্সিও রাখা রয়েছে অ্যান্টনি মার্শিয়ালের পাশে। এই অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না। এখানেই থেকে যেতে পারলে ভাল হত।

নবীনকে সমর্থন করতেই মার কোহলি ভক্তদের!

মাঠে লড়াই মিটলেও উত্তেজনা কমল না গ্যালারিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাঠের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে নিয়েছেন বিরাট কোহলি ও নবীন উল হক। ভারত-আফগানিস্তান ম্যাচ চলাকালীন একে অপরকে জড়িয়ে ধরেছেন তাঁরা। কিন্তু গ্যালারিতে উত্তেজনা কমেনি। নবীনকে সমর্থন করায় এক ভারতীয়কে মার খেতে হয়েছে কোহলি ভক্তদের হাতে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে।

দিল্লির স্টেডিয়ামের একটি ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, খেলা চলাকালীন এক দর্শককে ধরে মারধর করছেন আরও কয়েক জন দর্শক। যাঁকে মারা হচ্ছে তিনি নাকি নবীনের নাম ধরে চিৎকার করছিলেন। বিরাটের ঘরের মাঠে তা মেনে নিতে পারেননি বিরাট ভক্তেরা। সেখান থেকেই বিবাদ শুরু। পরে আরও কয়েক জন দর্শক পরিস্থিতি শান্ত করেন।

বিরাট-নবীনের বিবাদে সরগরম হয়েছিল আইপিএল। বিশ্বকাপে বুধবার আবার মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই ক্রিকেটার। দিল্লির

দর্শকেরা প্রথম থেকেই কোহলির পাশে ছিলেন। নবীন বল করতে এলেই তাঁরা 'কোহলি, কোহলি' বলে চিৎকার করছিলেন। সেই চিৎকার থামিয়ে দেন দিল্লির ঘরের ছেলে নিজেই।

নিজের নামাঙ্কিত প্যাভিলিয়ন থেকে ব্যাট কোহলি বেরিয়ে আসতেই দিল্লির গ্যালারি তীব্র চিৎকারে স্বাগত জানিয়েছে তাঁকে। টেলিভিশনের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে নবীনের মুখ। দু'জনেই স্বাভাবিক। গ্যালারির উচ্ছ্বাস তাঁদের প্রভাবিত করতে পারেনি। নবীনকে শুরু থেকেই দেখে খেলছিলেন বিরাট। নবীনও লাইন, লেংথ ঠিক রেখে বল করার চেষ্টা করছিলেন। ব্যাট-বলের লড়াই জমছিল না। গ্যালারি তাতানোর চেষ্টা করলেও লাভ হচ্ছিল না। কিছু ক্ষণ এ ভাবে চলার পর ভাব করে নেন কোহলি এবং নবীন। বিশ্বকাপের মঞ্চে পিছনে পড়ে রইল আইপিএলের ঝগড়া। দু'জনের লড়াই দেখতে মুখিয়ে থাকা দিল্লির দর্শকদের কোহলি হাত দেখিয়ে চুপ করতে বললেন। আর নবীনকে বিদ্রুপ নয়। যেন বলতে চাইলেন, আর পিছনে নয়, সামনে তাকানোর সময়। ক্রিকেটের লড়াই ২২ গজে বন্দি থাকুক। বজায় থাকুক ব্যক্তিগত সৌজন্য। খেলা শেষ হওয়ার পর আবার পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেন তাঁরা। কিন্তু গ্যালারিতে দর্শকদের মধ্যে সেই বিবাদ দেখা গেল।

আমদাবাদে পৌঁছে গিয়েছেন শুভমন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডেঙ্গি আক্রান্ত শুভমন গিলকে নাকি বাড়িই পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু পাকিস্তান ম্যাচের আগে বদলে গিয়েছে ছবিটা। ভারতীয় দল যাওয়ার আগেই আমদাবাদে পৌঁছে গিয়েছেন শুভমন। সেখানে গিয়ে নাকি অনুশীলনও শুরু করে দিয়েছেন তিনি। তবে কি শনিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাওয়া যাবে শুভমনকে? আশা বাড়ছে।

মঙ্গলবার যখন দিল্লিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলছে ভারত, তখনই আমদাবাদে পৌঁছে যান শুভমন। সূত্রের খবর, বুধবার বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বন্ধ দরজার পিছনে অনুশীলন করেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন থ্রো-ডাউন বিশেষজ্ঞ। বেশ কিছু ক্ষণ ব্যাট করেন তিনি। তার পরেই শুভমনের খেলার সম্ভাবনা বেড়েছে। এর মধ্যেই বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শুভমনকে নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চাইছেন না তাঁরা। তিনি বলেন, ''চেন্নাই থেকে সরাসরি বিমানে মঙ্গলবার রাতে আমদাবাদে পৌঁছেছে শুভমন। বুধবার অনুশীলন করেছে ও। শুভমনের শরীরের দিকে আমরা নজর রাখছি। কোনও তাড়াহুড়ো করছি না। ধাপে ধাপে এগোতে চাইছি।'' বোর্ড সূত্রে জানা দিয়েছে, শুভমনের শরীর আগের থেকে অনেক ভাল আছে বলেই তাঁকে আমদাবাদে পাঠানো হয়েছে। নইলে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হত।

ভারতের প্রথম দুই ম্যাচে খেলতে পারেননি শুভমন। বদলে ভারতের হয়ে ওপেন করেছেন ঈশান কিশন। কিন্তু যদি শুভমন খেলার মতো অবস্থায় থাকেন তা হলে আমদাবাদে চোখ বন্ধ করে প্রথম একাদশে ঢুকে পড়বেন তিনি। কারণ, এই মাঠে শুভমনের রেকর্ড নজরকাড়া। সে ক্ষেত্রে হয়তো বাদ পড়তে হতে পারে ঈশানকে।

৫০ হাজারের স্টেডিয়ামে দর্শক হাতেগোনা বিশ্বকাপে হতাশ করল লখনউও

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি ভাবে ৫০ হাজার লোক খেলা দেখতে পারেন। কিন্তু লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচে যত জন দর্শককে দেখা গেল, তাঁদের সবাইকে এক করলেও দর্শকাসনের একটি অংশও ভরবে না। আমদাবাদ, হায়দরাবাদ, দিল্লি, চেন্নাইয়ের সঙ্গে এক তালিকায় বসল লখনউও। বিশ্বকাপে ভারতের খেলা না থাকলে মাঠে লোকই হচ্ছে না। ক্রিকেটবিশ্বের দুই শক্তিশালী দল অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা মুখোমুখি হলেও তা লোক টানতে ব্যর্থ।

এ বারের বিশ্বকাপে যে ক'টি মাঠে ম্যাচ হচ্ছে তার মধ্যে ধর্মশালা বাদ দিলে বাকি সবক'টি শহরেই বেশ ভাল গরম। ফলে দুপুর রোদে কেউ খেলা দেখতে আসছেন না। যাঁরা আসছেন তাঁরাও চেষ্টা করছেন একটু ছায়া খোঁজার। একই অবস্থা লখনউয়েও। সেখানে অবশ্য গ্যালারি এতটাই ফাঁকা যে ছায়া খুঁজে নিতে অসুবিধা হয়নি। ম্যাচ শুরু হওয়ার সময়ে মেরেকেটে হাজার খানেক দর্শকও মাঠে ছিলেন কি না সন্দেহ।

দর্শকের ব্যাপারে লখনউয়ের অনেক দিন ধরেই 'সুনাম' রয়েছে। এ বারের আইপিএলে স্থানীয় দল লখনউ সুপার জায়ান্টস নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে। আইপিএলের ১৫ বছরের ইতিহাসে সেটাই লখনউয়ে ছিল প্রথম ম্যাচ। কিন্তু তা-ও উৎসাহিত করতে পারেনি স্থানীয় মানুষকে। প্রচুর ফাঁকা আসন দেখা যায়।

তবে সেটাও ছাপিয়ে গিয়েছিল মে মাসের একটি ঘটনা। সেটিও আইপিএলে লখনউয়ের একটি হোম ম্যাচের। এক ক্রিকেটপ্রেমী একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন, যেখানে দেখা যায় স্টেডিয়ামের ফাঁকা চেয়ারের উপর শুয়ে রয়েছেন এক দর্শক। তিনি মোবাইলে যে ম্যাচটি দেখছেন, সেটিই তখন ওই স্টেডিয়ামে হচ্ছে। অর্থাৎ, মাঠের দিকে তাকিয়ে সরাসরি খেলা দেখার বদলে তিনি খেলা দেখছেন মোবাইলে। পরে ওই সমর্থককে 'সুপারফ্যান' আখ্যাও দেওয়া হয়।

বিশ্বকাপের বেশির ভাগ ম্যাচে ফাঁকা স্টেডিয়াম দেখা যাচ্ছে। অনেকেই এর পিছনে দায়ী করছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে। দাবি, বোর্ডের অব্যবস্থার কারণেই দর্শকেরা খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একে তো বোর্ড দেরি করে টিকিট ছেড়েছে। ফলে অনেকে হোটেল বা যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে পারেননি বলে টিকিট কাটেননি। তার উপর স্পনসরদের তরফে অনেকে টিকিট পেয়েও মাঠে আসছেন না।

বিখ্যাত আইনজীবী এবং ক্রিকেটপ্রেমী সাফির আনন্দ এক ওয়েবসাইটে বলেছেন, তআমি গোটা বিশ্ব জুড়ে ক্রিকেট ম্যাচ দেখেছি। ওখানে অনলাইন ব্যালটের ব্যবস্থা আছে। আগে থেকে ম্যাচ বেছে নেওয়া যায়। ব্যালট খোলার পর ড্রয়ের মাধ্যমে আপনি কোন ম্যাচের টিকিট পাবেন সেটা জানিয়ে দেওয়া হয়। উইম্বলডনেও একই ব্যবস্থা। বিশ্বের সব জায়গাতেই তাই। এখানে পুরোটাই ভুলভাল। প্রথম দিন থেকে ওয়েবসাইট ক্র্যাশ করে যাচ্ছে। কত ক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে সেটাও ঠিক করে দেখা হচ্ছে না। সেটা যদিও বা হল, আসন খুঁজতে গিয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে। এমন অবস্থা যে সারা দিন ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

অনেকে বলেছেন, ভারতের বিরাট ক্রিকেট স্টেডিয়াম থাকার কারণে লোক হলেও মাঠ ফাঁকা দেখাচ্ছে। যেমন আমদাবাদে দর্শকসংখ্যা এক লাখ ৩০ হাজার। সেখানে ৫০ হাজার লোক আসা মানে অর্ধেক স্টেডিয়ামও ভর্তি হবে না। কিন্তু সেই সংখ্যাটাই যে কোনও স্টেডিয়াম ভর্তির জন্যে যথেষ্ট। এই কারণেই আমদাবাদ, লখনউয়ে লোক হলেও মাঠভর্তি তা বলা যাচ্ছে না।

বোর্ডের বিশ্বকাপ আয়োজক কমিটিকেও দুষেছেন অনেকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও মুখ থুবড়ে পড়লেন স্মিথরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অস্ট্রেলিয়ার হলটা কী! বিশ্বকাপে দুটো ম্যাচ খেলে ফেললেন প্যাট কামিন্সরা। কিন্তু এখনও জয়ের দেখা নেই। প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে হার মেনেছিলেন অজিরা। বৃহস্পতিবার লখনউয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা মাটি ধরাল অস্ট্রেলিয়াকে। অজিরা দুটো ম্যাচ হেরে গেলেও, প্রোটিয়া ব্রিগেড কিন্তু দুটো ম্যাচেই জয় পেয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রোটিয়া ব্রিগেডের কাছে ১৩৪ রানে হার মানল অস্ট্রেলিয়া। সব দিক থেকেই অস্ট্রেলিয়াকে এবার বিবর্ণ দেখাচ্ছে। তাঁদের বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে পাহাড়প্রমাণ রান করল দক্ষিণ আফ্রিকা। ব্যাটিংও হতশ্রী হয়েছে অজিদের। ফিল্ডিংও ভুগিয়েছে ব্যাগি গ্রিনদের। ৬টি ক্যাচ ছেড়েছেন তাঁরা। দিল্লি অবশ্য এখনও অনেক দূর! বিশ্বকাপের আরও ম্যাচ বাকি রয়েছে। অজিরা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? সময় এর উত্তর দেবে। কুইন্টন ডি ককের শতরান, মার্করামের হাফ সেঞ্চুরির সৌজন্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ৭ উইকেট হারিয়ে তোলে ৩১১ রান। এই রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই উইকেট হারাতে থাকে অস্ট্রেলিয়া।

ইনিংসে পড়ল ৬ ক্যাচ! হাফ ডজন ক্যাচ ফস্কানো অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিংই এখন বড় বিস্ময়

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক সময় বিশ্বের সেরা ফিল্ডিং দল বলা হত অস্ট্রেলিয়াকে। ৩০ গজ বৃত্তের ভিতরেই হোক, বা বাউন্ডারিতে, অস্ট্রেলিার ফিল্ডারেরা দাপট দেখাতেন। বাকি সব দল তাঁদের দেখে নিজেদের ফিল্ডিং উন্নত করার চেষ্টা করত। সেই দলের হলটা কী? বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৬টি ক্যাচ ছাড়লেন অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডারেরা। দলের ফিল্ডিং চিন্তা বাড়াচ্ছে পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।

ম্যাচের দশম ওভারে ক্যাচ পড়ার শুরু। প্যাট কামিন্সের বল তেম্বা বাভুমার ব্যাটে লেগে উপরে ওঠে। ফাইন লেগে ছিলেন অ্যাডাম জাম্পা। তাঁর কাছে অনেক সময় ছিল বলের কাছে পৌঁছনোর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্যাচ ধরতে পারেননি তিনি। বল তাঁর হাতের পাশে পড়ে।

১৩তম ওভারের পঞ্চম বলে আবার বাভুমার ক্যাচ পড়ে। এ বার জাম্পার বলে তাঁর ক্যাচ ছাড়েন উইকেটরক্ষক জশ ইলিংশ। ৩ ওভার পরে তৃতীয় বারের জন্য বাঁচেন বাভুমা। এ বার মার্কাস স্টোইনিসের বলে তাঁর শট মিড উইকেট অঞ্চলে যায়। শন অ্যাবট ক্যাচ ধরেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**